CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-254 ■ 15 June, 2026 ■ আগরতলা ১৫ জুন, ২০২৬ ইং ■ ৩১ জৈষ্ঠ্য, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

CMYK

ভারত এখন সমাধানের ভোক্তা নয়, বিশ্বের জন্য সমাধানদাতা ঃ প্রধানমন্ত্রী

নিস/নয়াদিল্লি, ১৪ জুন (আইএএনএস)।। ভারত এখন আর শুধুমাত্র বিশ্বের তৈরি সমাধানের ভোক্তা নয়, বরং বিশ্বের জন্য সমাধান প্রদানকারী দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

ফ্রান্সের নিস শহরে 'ভারত ইনোভেটস ২০২৬' অনুষ্ঠানের উদ্বোধনের পর বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারতের উদ্ভাবন-ভিত্তিক পরিবেশ দ্রুত প্রসারিত হচ্ছে এবং প্রযুক্তি ও উদ্যোক্তাদের মাধ্যমে বৈশ্বিক নানা চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, "ভারত এখন সমাধানের ভোক্তা নয়, সমাধানের অবদানকারী।"

তিনি আরও বলেন, ভারত দ্রুততা এবং বৃহৎ পরিসরে উদ্ভাবন করছে। সেই উদ্ভাবনের লক্ষ্য শুধু দেশের নাগরিকদের কল্যাণ নয়, বরং সমগ্র বিশ্বের জন্য টেকসই ভবিষ্যৎ গড়ে তোলা। মোদি বলেন, "ভারত দ্রুততার সঙ্গে এবং ☛৫ এর পাতায় দেখুন

সন্তানের হাতে রক্তাক্ত বৃদ্ধ মা প্রাণ বাঁচাতে থানায় আশ্রয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জুন ।। যে সন্তানকে বুকের মধ্যে আগলে রেখে বড় করেছেন, জীবনের শেষ বেলায় সেই সন্তানের হাতেই নির্যাতনের শিকার হতে হলো ৭০ বছর বয়সী এক বৃদ্ধা মাকে। এমনই হৃদয়বিদারক ঘটনার অভিযোগ উঠেছে আমতলী থানাধীন সেকেরকোট নেতাজী সুভাষ কলোনি সাব-সেন্টার সংলগ্ন এলাকায়।

অভিযোগকারী বৃদ্ধা রানুবালা সরকার জানান, প্রায় আট বছর আগে তাঁর স্বামী বিশ্বনাথ সরকার মারা যান। স্বামীর মৃত্যুর পর দুই ছেলে, মেয়ে ও নাতি-নাতনিদের নিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে জীবন কাটানোর স্বপ্ন দেখেছিলেন তিনি। তাঁর দুই ☛৫ এর পাতায় দেখুন

উত্তরপূর্বাঞ্চলের উন্নয়নে ত্রিপুরা গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার ঃ সনোয়াল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জুন ।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে গত ১২ বছরে উত্তর-পূর্বাঞ্চল দেশের মূলধারার উন্নয়নের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এবং বর্তমানে ভারতের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অন্যতম চালিকাশক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে বলে মন্তব্য করেছেন কেন্দ্রীয় বন্দর, জাহাজ পরিবহণ ও জলপথ মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল। তিনি বলেন, যোগাযোগ ব্যবস্থা, অবকাঠামো, সুশাসন এবং অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধার অভূতপূর্ব উন্নয়নের ফলে ত্রিপুরা আজ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশীদারে পরিণত হয়েছে।

রবিবার আগরতলায় রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে মোদি সরকারের ১২ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত তিন দিনব্যাপী রাজ্যভিত্তিক জনকল্যাণ শিবিরে অংশগ্রহণ করে তিনি এই মন্তব্য করেন। এই শিবির আগামী ১৬ জুন পর্যন্ত চলবে। প্রতিদিন সকাল ১১ টা থেকে বিকাল ৪ টা পর্যন্ত শিবির চলবে। এর মাধ্যমে সাধারণ জনগণ কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারি অফিস ভবনের কাজ পর্যালোচনা করেন। পাশাপাশি 'এক পেড় মা কে নাম' কর্মসূচির অংশ হিসেবে নূতননগর বালিকা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে একটি বৃক্ষরোপণও করেন।

'জনকল্যাণ শিবির'-এ বক্তব্য রাখতে গিয়ে সর্বানন্দ সোনোয়াল বলেন, "বিশ্বাস, বিকাশ এবং জনকল্যাণ" ছিল ☛৫ এর পাতায় দেখুন

টিম ইন্ডিয়া হিসাবে উন্নয়নের কাজ হচ্ছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণমুখী প্রকল্পগুলি সম্পর্কে অবহিত হতে পারবেন। তাছাড়া আগামী ১৫ জুন থেকে ১৭ জুন পর্যন্ত আগরতলা পুর নিগম সহ রাজ্যের বিভিন্ন ব্লক, পুর পরিষদ এবং নগর পঞ্চায়েত এলাকায় এ ধরনের কর্মসূচির আয়োজন করা হবে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ড.) মানিক সাহা, আগরতলা পুরনিগমের মেয়র ও বিধায়ক দীপক মজুমদার, বিধায়ক অভিষেক দেবরায়সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনেয়াল 'জনকল্যাণ শিবির'-এ যোগ দেওয়ার পাশাপাশি বিশিষ্ট নাগরিকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন, কেন্দ্র সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প ও উদ্যোগ নিয়ে আয়োজিত প্রদর্শনী পরিদর্শন করেন, 'প্রগতি পথ যাত্রা'-য় অংশ নেন এবং গুরখাবস্তিতে নির্মীয়মাণ বহুতল ☛৫ এর পাতায় দেখুন

মনীষা দাস মৃত্যুর তদন্তে কর্মরত বিচারপতি চাইছেন বিরোধী দলনেতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জুন ।। ত্রিপুরা শান্তিনিকেতন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের কর্মী মনীষা দাসের মৃত্যুর ঘটনায় ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ের তদন্তের পরিবর্তে সিটিং জজ অথবা উচ্চপদস্থ পুলিশ আধিকারিকের মাধ্যমে নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানিয়েছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী। রবিবার সিপিআই(এম)-এর রাজ্য কার্যালয়ে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি এই দাবি উত্থাপন করেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে জিতেন্দ্র চৌধুরী বলেন, মনীষা দাসের মৃত্যু কোনও স্বাভাবিক ঘটনা নয় এবং ঘটনাটির সঙ্গে একাধিক প্রশ্ন জড়িয়ে রয়েছে। তিনি জানান, সম্প্রতি তিনি মনীষার বাড়িতে গিয়ে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেছেন। পরিবারের কাছ থেকে জানা যায়, প্রায় দু'বছর আগে মনীষা শান্তিনিকেতন মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রী নিবাসে কর্মী হিসেবে যোগদান করেন। প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে কাজ শেষ

হওয়ার কথা থাকলেও কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে অতিরিক্ত কাজের চাপ দেওয়া হতো এবং কাজ করতে অস্বীকৃতি জানালে চাকরি থেকে ছাঁটাইয়ের হুমকি দেওয়া হত বলেও অভিযোগ রয়েছে।

বিরোধী দলনেতার দাবি, ঘটনার দিন মনীষার অসুস্থতার খবর দিয়ে পরিবারের সদস্যদের কলেজে ডাকা হয়। সেখানে পৌঁছে তারা দেখতে পান মনীষার নিথর দেহ একটি কক্ষের সিলিং ফ্যানে ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে। তিনি বলেন, ঘটনাস্থলের পরিস্থিতি নিয়ে একাধিক অসঙ্গতি রয়েছে। যে চেয়ারে দাঁড়িয়ে আত্মহত্যার দাবি করা হচ্ছে, সেটি মৃতার পায়ের কাছে ছিল না। এছাড়া ঘরের ভেতরে একাধিক পায়ের ছাপ, অগোছালো বিছানা এবং অন্যান্য বিষয় ঘটনাটিকে আরও রহস্যজনক করে তুলেছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

জিতেন্দ্র চৌধুরী আরও বলেন, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট প্রকাশের আগেই সংশ্লিষ্ট এসডিপিও ঘটনাটিকে আত্মহত্যা বলে মন্তব্য করেছেন, যা তদন্ত প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্নের জন্ম দেয়। একইসঙ্গে তিনি অভিযোগ ☛৫ এর পাতায় দেখুন

ভাটি অভয়নগরে যুবকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জুন ।। রাজধানীর ভাটি অভয়নগর এলাকায় এক যুবকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। রবিবার সকালে নিজ বাড়ির ঘর থেকে ২৩ বছর বয়সি শ্যামসুন্দর সাউয়ের দেহ উদ্ধার হয়। ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে পরিবার ও এলাকাজুড়ে।

পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, শ্যামসুন্দর সাউ পেশায় একটি পণ্যবাহী গাড়ির চালক ছিলেন। এর আগে তিনি একটি ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তবে ব্যবসায় ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে আর্থিক সংকটে পড়েন এবং ঋণগ্রস্ত হয়ে যান। পরিবারের সদস্যরা জানান, বিষয়টি জানতে পেরে তাঁর বাবা ঋণের একটি বড় অংশ পরিশোধ করে দেন। এরপর তিনি গাড়ি চালানোর কাজ শুরু করেন। রবিবার সকালে ☛৫ এর পাতায় দেখুন

ভিক্ষা করতে এসে মোবাইল চুরি ঃ মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশ্রামগঞ্জ, ১৪ জুন ।। বিশ্রামগঞ্জ বাজারের একটি মোবাইল ফোন বিক্রয় কেন্দ্র থেকে প্রায় ২৮ হাজার টাকা মূল্যের একটি মোবাইল ফোন চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে বাজারের মাহি এন্টারপ্রাইজ নামে একটি মোবাইল ফোনের দোকানে।

দোকান সূত্রে জানা যায়, এক ব্যক্তি ভিক্ষা করার উদ্দেশ্যে দোকানে প্রবেশ করে।

সেই সময় সুযোগ বুঝে দোকানে রাখা একটি মোবাইল ফোন নিয়ে সেখান থেকে চলে যায়। পরে দোকানের কর্মীরা বিষয়টি টের পেয়ে দোকানে লাগানো সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ পরীক্ষা করলে চুরির পুরো ঘটনাটি ধরা পড়ে।

দোকানের কর্মচারী প্রসেনজিৎ মজুমদার জানান, চুরি যাওয়া মোবাইল ফোনটির মূল্য প্রায় ২৮ হাজার টাকা।

ঘটনার পরপরই বিশ্রামগঞ্জ থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে এবং পুলিশের হাতে সিসিটিভি ফুটেজও তুলে দেওয়া হয়েছে।

ইতিমধ্যে বিশ্রামগঞ্জ থানার পুলিশ অভিযোগ গ্রহণ করে তদন্ত শুরু করেছে।

তবে এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যবসায়ী মহল ও স্থানীয়দের মধ্যে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশ সিসিটিভি ফুটেজের ভিত্তিতে অভিযুক্তের পরিচয় শনাক্ত করে তাকে দ্রুত গ্রেপ্তারের চেষ্টা চালাচ্ছে বলে জানা গেছে।

শহরের প্রাণকেন্দ্রে উল্টে গেল পাথর বোঝাই লরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জুন ।। রাজধানী আগরতলার মেলারমাঠ এলাকায় রাস্তা সংস্কারের কাজ চলাকালীন এক পাথরবোঝাই লরি উল্টে যাওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। রবিবার ছুটির দিনে মহিলা কমিশন কার্যালয় সংলগ্ন এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। তবে সৌভাগ্যবশত ঘটনায় কোনও প্রাণহানি বা হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত কয়েকদিন ধরে মেলারমাঠ থেকে প্যারাডাইস চৌমুহনি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কারের কাজ চলছে। রবিবার একটি পাথরবোঝাই লরি ওই রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় আচমকা গাড়িটির পেছনের চাকা রাস্তার নিচে বসে যায়। ☛৫ এর পাতায় দেখুন

বজ্রপাতে ১২ বছরের কিশোরের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাব্রুম, ১৪ জুন ।। বজ্রপাতে মৃত্যু হলো এক ১২ বছর বয়সি কিশোরের। মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটেছে সাব্রুম মহকুমার অন্তর্গত উত্তর তইছামা এডিসি ভিলেজের খিলামপাড়া এলাকায়। মৃত কিশোরের নাম রিয়েল ত্রিপুরা। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রবিবার দুপুর প্রায় ১২টা নাগাদ এলাকায় বৃষ্টিপাত চলাকালীন আচমকাই বজ্রপাত হয়। সেই সময় বজ্রাঘাতে গুরুতরভাবে আহত হয় রিয়েল ত্রিপুরা। ঘটনাস্থলে উপস্থিত স্থানীয়রা দ্রুত তাকে উদ্ধার করে কলাছড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান।

তবে চিকিৎসকদের সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে শেষ পর্যন্ত কিশোরটির মৃত্যু হয়। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে আসার কিছুক্ষণ পরই তাকে মৃত ঘোষণা করা হয়। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকাজুড়ে শোকের ☛৫ এর পাতায় দেখুন

পরীক্ষামূলক ভাবে

সাব্রুমে পৌঁছল ১২ কোচের বৈদ্যুতিন মেমু ট্রেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জুন ।। ত্রিপুরার রেল যোগাযোগ ব্যবস্থায় আরও এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক স্পর্শ করল ভারতীয় রেল। রবিবার পরীক্ষামূলকভাবে ১২ কোচ বিশিষ্ট বৈদ্যুতিক মেইনলাইন ইলেকট্রিক মাল্টি পল ইউনিট (মেমু) ট্রেন সফলভাবে সাব্রুম রেলওয়ে স্টেশনে পৌঁছায়। এই ট্রায়াল রানকে কেন্দ্র করে সাব্রুম ও পার্শবর্তী এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও আগ্রহের সৃষ্টি হয়।

রবিবার দুপুরে ট্রেনটি সাব্রুম স্টেশনে পৌঁছালে বহু স্থানীয় বাসিন্দা, যাত্রী ও রেলপ্রেমী স্টেশনে উপস্থিত হয়ে ঐতিহাসিক এই মুহূর্তের সাক্ষী থাকেন। বৈদ্যুতিক ট্রেনের আগমনকে ঘিরে স্টেশন এলাকায় উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

রেল সূত্রে জানা গেছে, উত্তর-পূর্বাঞ্চলে নিয়মিত বৈদ্যুতিক ট্রেন পরিষেবা চালুর প্রস্তুতির অংশ হিসেবেই এই ট্রায়াল রান পরিচালনা করা হয়েছে। পরীক্ষামূলক যাত্রার মাধ্যমে রেলপথের অবকাঠামোগত সক্ষমতা, বৈদ্যুতিক সংযোগ ব্যবস্থা এবং অন্যান্য কারিগরি বিষয়গুলি খতিয়ে দেখা হয়।

সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান, ট্রায়াল চলাকালীন সংগৃহীত বিভিন্ন কারিগরি তথ্য ও পর্যবেক্ষণ পর্যালোচনা করে পরবর্তী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। নিয়মিত পরিষেবা চালুর আগে রেল কর্তৃপক্ষ এই প্রতিবেদন উচ্চপর্যায়ে জমা দেবে। সূত্রের খবর, ভবিষ্যতে এই মেমু ট্রেন পরিষেবা সাব্রুম ও করিমগঞ্জের মধ্যে চালু করা হতে পারে। এর ফলে দৈনন্দিন যাত্রীদের পাশাপাশি দূরপাল্লার যাত্রীরাও দ্রুত, আরামদায়ক ও সাশ্রয়ী যাতায়াতের সুযোগ পাবেন। পাশাপাশি বৈদ্যুতিক ☛৫ এর পাতায় দেখুন

CMYK

Page 1.pmd 1 15-06-2026, 00:52

জাগরণ আগরতলা ১৫ জুন, ২০২৬ ইং
৩১ জৈষ্ঠ্য, সোমবার, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

তৃণমূলের কুড়ি জন বিদ্রোহী সাংসদ ত্রিপুরার এনসিপিআইতে!

তৃণমূল কংগ্রেসের ২০ জন বিদ্রোহী সাংসদ আইনি জটিলতা ও দলত্যাগ বিরোধী আইন এড়াইতে ত্রিপুরার একটি অনামী দল ”ন্যাশনালিস্ট সিটিজেনস পার্টি অফ ইন্ডিয়া”র সাথে যুক্ত হইতেছেন। দেব, সায়নী ঘোষ ও কাকলি ঘোষ দস্তিদারের মতো হেভিওয়েট সাংসদদের এই আকস্মিক পদক্ষেপে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে এক বড়সড় তোলপাড় তৈরি হইয়াছে। লোকসভায় তৃণমূলের মোট সাংসদ সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশের বেশি (২০ জন) এই গ্রুপে থাকায়, দলত্যাগ বিরোধী আইন এড়াইতে তাহারা ত্রিপুরার এই নির্বাচন কমিশনের নথিভুক্ত কিন্তু অস্বীকৃত দলটির সাথে মিশিয়া যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়াছেন।বিদ্রোহী গোষ্ঠীর অন্যতম প্রধান মুখ কাকলি ঘোষ দস্তিদারের বক্তব্য অনুযায়ী, তাহারা স্পিকারের কাছে আলাদা বসিবার অনুরোধ জানাইয়াছেন এবং আগামীদিনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে এনডিএ জোটের শরিক হিসেবে কাজ করিতে চান।যে দলটির সাথে তারা যুক্ত হইতেছেন, পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে তাহার কোনো অস্তিত্বই প্রায় নাই। ২০২৩ সালে নির্বাচন কমিশন থেকে স্বীকৃতি পাওয়া এই দলের ফেসবুক পেজে ফলোয়ার সংখ্যা মাত্র ৭৪ এবং এর আগে তাহারা ত্রিপুরার বিধানসভা নির্বাচনে অংশ নিয়াছিল। এই ফাটল রুখিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুই দূত সাগরিকা ঘোষ এবং কীর্তি আজাদ লোকসভার স্পিকারের কাছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি চিঠি পৌঁছিয়া দিয়াছেন, যেখানে তৃণমূলকে একক দল হিসেবে বিবেচনা করিবার এবং কোনো বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠীকে স্বীকৃতি না দেওয়ার আর্জি জানানো হইয়াছে।মমতাকে গুগলি দেব, সায়নীদের! ত্রিপুরার অনামী দলের সঙ্গে জুড়িয়াছেন তৃণমূলের ২০ সাংসদ। যে দলের কার্যত কোনও অস্তিত্বই নাই পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে।শেষবেলায় গুগলি দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের ‘বিদ্রোহী’ সাংসদরা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের থেকে তৃণমূলের প্রতীক ছিনাইয়া নেওয়ার পথে হাঁটিলেন না। বরং ত্রিপুরার একটি ছোটো দলের সঙ্গে তাঁহারা মিশিয় যাইতেছেন বলিয়া সূত্রের খবর। আপাতত যাহা খবর মিলিয়াছে, তাহাতে ত্রিপুরার ছোটো দল ন্যাশনালিস্ট সিটিজেনস পার্টি অফ ইন্ডিয়ার (এনসিপিআই) সঙ্গে যুক্ত হইয়া যাইতেছেন দেব, সায়নী ঘোষ-সহ তৃণমূলের ২০ জন ”বিদ্রোহী” সাংসদ। সেই মর্মে ইতিমধ্যে লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার কাছে চিঠি জমা পড়িয়া গিয়াছে বলিয়া জানাইয়াছেন বাঁকুড়ার সাংসদ অরূপ চক্রবর্তী। তিনি জানাইয়াছেন, পশ্চিমবঙ্গে দলীয় কার্যালয় খোলা হইবে। তবে সরকারিভাবে বিষয়টি নিয়া আপাতত কিছু জানানো হয়নি। কোনও মন্তব্য করেননি লোকসভার স্পিকারও।লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের বিদ্রোহী সাংসদের বৈঠক।সাংসদের বৈঠক।

অভিষেকের চিঠি, পৌঁছিয়া দিলেন মমতার দুই দূত।

এমনিতে লোকসভার স্পিকারের সঙ্গে বিদ্রোহী সাংসদের সাক্ষাতের আগে তাঁহার বাসভবনে যান মমতার দুই ”দূত” সাগরিকা ঘোষ এবং কীর্তি আজাদ। তাঁরা তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা একটি চিঠি দেন। তাহাতে দাবি করা হয়, যে সংসদে তৃণমূলকে যেন একটি দল হিসাবেই বিবেচনা করা হয়। কোনও বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠীকে যাহাতে স্বীকৃতি না দেওয়া হয়, সেই আর্জিও জানানো হয়।সেই চিঠি দেওয়ার পরে সাগরিকা বলেন, ‘আমরা (লোকসভার স্পিকারের কাছে) একটি চিঠি দিয়াছি যে, তৃণমূল কংগ্রেস একটি অবিভাজ্য দল। লোকসভার ভিতরে আপনারা আলাদা কোনও গোষ্ঠী গঠন করিতে পারেন না। এটি সংবিধান-বিরোধী। আমরা চিঠিতে জানাইয়াছি যে, যাঁরা তৃণমূল কংগ্রেসকে ভাঙিয়া লোকসভার ভিতরে আলাদা গোষ্ঠী গড়িতে চাইছেন, তাঁহারা সেটা করিতে পারেন না, কারণ তাহা সংবিধানের পরিপন্থী। সংবিধান এর অনুমতি দেয় না। এটি বেআইনি। এটি আপনাদের নৈতিক দুর্বলতারই প্রতিফলন যে, দল যখন পরাজিত হয়, তখন আপনারা সেই দল, সেই নেতা এবং সেই প্রতীককেই পরিত্যাগ করেন- যাঁহার ওপর ভর করে আপনারা জয়ী হইয়াছিলেন।” যদিও শেষপর্যন্ত কাহাদের আর্জি গৃহীত হইবে, তাহা নির্ভর করিতেছে স্পিকারের উপরে। রাজনৈতিক মহলের মতে, আইনি প্যাঁচে না পড়িতে এমন পদক্ষেপ করিয়াছেন তৃণমূলের বিদ্রোহী সাংসদরা। কারণ একই দলের দুটি ব্লক থাকিতে পারে না। আবার আসল তৃণমূল নিয়া আইনি লড়াই হইতে পারে। সেই পরিস্থিতিতে নয়া দলেই যোগ দিলেন বিদ্রোহী সাংসদরা। যাঁহারা সংখ্যার জোরে দলত্যাগ বিরোধী আইনের আওতায় পড়িবেন না বলিয়া দাবি করা হইয়াছে।

মহারানীপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় অনুষ্ঠিত হলো “জনতার দরবার” কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জুন: গ্রামীণ জনগণের সুখ-দুঃখ, দাবি-দাওয়া ও আর্থিক স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে রবিবার ২৯ কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের ২০,২১ও ২২ নং বুথের মহারানীপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় অনুষ্ঠিত হলো “জনতার দরবার” কর্মসূচি। মহারানীপুর কালী মন্দির সংলগ্ন কমিউনিটি হল ঘরে আয়োজিত জনতার দরবার কর্মসূচিতে সকাল থেকেই গ্রামবাসীদের ব্যাপক উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ২৯ কৃষ্ণপুর মণ্ডলের সহ-সভাপতি গোপাল দাস, খোয়াই জেলা পরিষদের সদস্য রঞ্জিত সরকার, গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও অন্যান্য জনপ্রতিনিধিরা।সভায় বিশেষভাবে গুরুত্ব পায় গ্রামীণ মহিলাদের অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা। মন্ত্রী তুঁত চাষ ও রেশম শিল্পকে কেন্দ্র করে মহিলাদের স্বাবলম্বী হওয়ার সম্ভাবনার কথা তুলে ধরেন। তিনি জানান, সরকারি উদ্যোগে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মহিলারা রেশম শিল্পে যুক্ত হয়ে আয়ের নতুন পথ তৈরি করতে পারবেন।

পাশাপাশি তিনি জানান, জিরানিয়া মহকুমার চম্পকনগরে শীঘ্রই রেশম শিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু হতে চলেছে, যেখানে তুঁত চাষ ও রেশম উৎপাদন বিষয়ে আধুনিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।“জনতার দরবার” সভায় এলাকাবাসীরা সরাসরি রাস্তা-ঘাটের বেহাল অবস্থা, পানীয় জলের সংকট, বিদ্যুৎ পরিষেবার অনিয়মসহ বিভিন্ন পরিকাঠামোগত সমস্যার কথা তুলে ধরেন। পাশাপাশি বার্ধক্য ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, রেশন কার্ড সংশোধন ও বিপিএল রেশন কার্ড সংক্রান্ত একাধিক ব্যক্তিগত আবেদনও মন্ত্রীর কাছে জমা পড়ে।সমস্ত অভিযোগ ও আবেদন মনোযোগ সহকারে শোনেন মন্ত্রী এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলিকে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন বলে জানা গেছে।

তিনি বলেন, জনগণের সমস্যা সমাধানই সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার এবং দ্রুত সমাধানই প্রশাসনের লক্ষ্য।সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মন্ত্রী শিক্ষা ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, বাল্যবিবাহ রোধ এবং যুব সমাজকে নেশার করাল গ্রাস থেকে দূরে রাখার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি গ্রামীণ মহিলাদের স্বনির্ভর করার ক্ষেত্রে রেশম শিল্প ও তুঁত চাষকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে উল্লেখ করেন।এই কর্মসূচিতে গ্রামবাসীদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো, বিশেষ করে মহিলাদের অংশগ্রহণ ছিল উল্লেখযোগ্য।

ভারতের সেবায় বিজ্ঞানের ১২ বছর

ড. জিতেন্দ্র সিং

ভারত সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং ভূ-বিজ্ঞান মন্ত্রকের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, কর্মী, পারমাণবিক শক্তি ও মহাকাশ বিভাগের প্রতিমন্ত্রী জম্মুর ডোডা জেলায় যখন কোনো ল্যাভেন্ডার চাষি মৌসুমের প্রথম ফুলটি তোলেন, তখন তাঁর চিন্তায় বিজ্ঞান- নীতির কোনো বিষয় থাকে না। অথচ, সুপরিকল্পিত ও সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক দশকের বিনিয়োগই কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সেই রুক্ষ পাহাড়ের ঢালকে সুবাসিত বেগুনি ফুলের ক্ষেতে রূপান্তরিত করেছে- যা আসলে গবেষণাগারে সূচিত গ্রামীণ জীবিকার একটি বিপ্লব। মূলত, ভারতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রতি গত বারো বছরের নিরবচ্ছিন্ন অঙ্গীকারের অর্থ এটাই: কেবল জ্ঞানের প্রসারের জন্য জ্ঞানের চর্চা নয়, বরং নাগরিকদের দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞানকে এক জীবন্ত ও প্রাণবন্ত শক্তিতে পরিণত করা।

২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দায়িত্বভার গ্রহণ করার সময় এমন এক দৃষ্টিভঙ্গিকে তুলে ধরেছিলেন যা বিজ্ঞানকে কেবল কোনো নির্দিষ্ট বিভাগের কার্যক্রম হিসেবে নয়, বরং একটি জাতীয় লক্ষ্য বা ‘মিশন’ হিসেবে বিবেচনা করতে আমাদের উদ্বুদ্ধ করেছিল। পরবর্তী বছরগুলোতে সেই দৃষ্টিভঙ্গি এমন সব সাফল্যের জন্ম দিয়েছে, যা মাত্র এক প্রজন্ম আগেও ছিল অভাবনীয়। আজ ভারত চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে মহাকাশযান অবতরণ করিয়েছে, প্রথমবারের মতো নিজস্ব অ্যান্টিবায়োটিক তৈরি করেছে, পুনে থেকে পাটনা পর্যন্ত সুপারকম্পিউটার গড়ে তুলেছে এবং দেশীয় স্টার্টআপ-সমৃদ্ধ এক মহাকাশ-অর্থনীতি গড়ে তুলেছে। তবে এর পেছনের যে গভীরতর ও তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়টি তুলে ধরা প্রয়োজন, তা হলো- কীভাবে এই প্রতিটি অর্জন সাধারণ মানুষের জীবনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।

বিজ্ঞান এখন আর কেবল গবেষণাগারের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নেইএটি জাতীয় উন্নয়ন ও নাগরিকদের ক্ষমতায়নের সবচেয়ে শক্তিশালী চালিকাশক্তিতে পরিণত হয়েছে।

কৃষকদের কথাই ভাবুন। আবহাওয়া, যা ভারতীয় কৃষির চিরকালের নীরব অধিপতি, গত দশকে তা অনেক বেশি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আমাদের ভূ-পর্যবেক্ষণ ও পূর্বাভাস পরিকাঠামোর ব্যাপক সংস্কার এখন কৃষকদের নির্ভুল, অতি-স্থানীয় আবহাওয়ার পূর্বাভাস প্রদান করছে সম্ভাবনার অস্পষ্ট ভাষায় নয়, বরং এমন নির্ভুলতার সাথে যা একটি পরিবারকে আগামীকাল ফসল কাটবে নাকি অপেক্ষা করবে, সেই সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করছে। আজ যখন বঙ্গোপসাগরে একটি ঘূর্ণিঝড় তৈরি হয়, তখন আমাদের আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থা উপকূলীয় সম্প্রদায়গুলোকে কয়েক ঘণ্টা কখনও কখনও কয়েক দিন আগে থেকেই সতর্ক করে দেয়। এই পার্থক্য পরিসংখ্যানগত নয়; এটি পরিমাপ করা হয় বাঁচানো জীবন এবং রক্ষা করা জীবিকার নিরিখে।

জম্মু ও কাশ্মীরের পাহাড় ও উপত্যকা অঞ্চলে বিজ্ঞানের ছোঁয়া লেগেছিল ‘অ্যারোমা মিশন’-এর হাত ধরে। এটি এমন একটি কর্মসূচি যা সেখানে ল্যাভেন্ডার চাষের সূচনা করেছিল এবং প্রযুক্তি, উন্নত মানের বীজ ও বাজার-সংযোগের মাধ্যমে কৃষকদের সহায়তা জুগিয়েছিল। একটি পরীক্ষামূলক প্রকল্প হিসেবে শুরু হওয়া এই উদ্যোগটিই কালক্রমে ভারতের ‘পার্পল রেভোলিউশন’ বা ‘বেগুনি বিপ্লব’ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। আজ হাজার হাজার কৃষক পরিবার সুগন্ধি ও ঔষধি উদ্ভিদ চাষের মাধ্যমে সম্মানজনক আয় করছে, আর এই সমৃদ্ধির নেপথ্যে নীরবে কাজ করে চলেছে বিজ্ঞান। জাফরান চাষের প্রসার, ঔষধি ভেষজ উৎপাদন এবং ভারতে প্রথমবারের মতো হিং (অ্যাসাফয়েটিডা) চাষের প্রবর্তনের মতো উদ্যোগগুলো প্রমাণ করেছে যে, মাটির সাথে নিবিড়ভাবে যুক্ত উদ্ভাবনও যেকোনো শিল্প-প্রযুক্তির মতোই আমূল পরিবর্তন আনার ক্ষমতা রাখে।

বিজ্ঞানের মাধ্যমে গ্রামীণ ক্ষমতায়ন কৃষিক্ষেত্রের বাইরেও ব্যাপকভাবে প্রসারিত হয়েছে। সাশ্রয়ী গ্রামীণ নির্মাণের জন্য ডিজাইন করা থ্রিডি-প্রিন্টেড আবাসন প্রোটোটাইপ থেকে শুরু করে খাদ্যে ভেজাল শনাক্তকারী এআই-চালিত সিস্টেম পর্যন্ত, প্রযুক্তিকে সচেতনভাবে সেইসব সমস্যা সমাধানের দিকে পরিচালিত করা হচ্ছে, যা সামর্থ্যহীন মানুষের জন্য সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আন্তঃবিভাগীয় সাইবার-ফিজিক্যাল সিস্টেমস বিষয়ক জাতীয় মিশন- যা কম্পিউটিং, সেন্সিং এবং ফিজিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংকে সংযুক্ত করে- তা সারা দেশে পঁচিশটি প্রযুক্তি উদ্ভাবন কেন্দ্র স্থাপন করেছে, যা নির্ভুল কৃষি, বিশুদ্ধ জলের সহজলভ্যতা এবং গ্রামীণ স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করার মতো বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে কাজ করা এক হাজারেরও বেশি স্টার্টআপ এর বীজ বপন করেছে।

ভারতের নিরাময়-প্রয়াস: জৈবপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে যুগান্তকারী সাফল্য- ভারতীয় বিজ্ঞানের রূপান্তরের ক্ষমতাকে জৈবপ্রযুক্তি ও স্বাস্থ্যসেবার মতো আর কোনো ক্ষেত্র হয়তো এতটা স্পষ্টভাবে তুলে ধরে না। কয়েক দশক ধরে ভারতের ওষুধ শিল্পের মূল শক্তি ছিল মূলত উৎপাদন-কেন্দ্রিক। অর্থাৎ অন্য দেশে আবিষ্কৃত ওষুধের “জেনেরিক” সংস্করণ তৈরি করা। কিন্তু সেই চিত্র এখন পাল্টাচ্ছে। “নাফিথ্রোমাইসিন” -এর উদ্ভাবন- ভারতে নিজস্ব প্রযুক্তিতে আবিষ্কৃত প্রথম অ্যান্টিবায়োটিক। এটি কেবল একটি বৈজ্ঞানিক মাইলফলকই নয়, বরং গত কয়েক দশকের মধ্যে এটি ওষুধ শিল্পের ক্ষেত্রে ভারতের আত্মনির্ভরশীলতার একটি বলিষ্ঠ ঘোষণা বলা চলে। গবেষক ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে সরকারি সহায়তায় গড়ে ওঠা এক যৌথ উদ্যোগের ফসল এই ওষুধটি প্রমাণ করে যে, ভারত এখন এমন এক সক্ষমতা অর্জন করেছে, যা বিশ্বের হাতেগোনা কয়েকটি দেশই কেবল দেখাতে পেরেছে। আর তা হলো ওষুধ আবিষ্কারের ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত উন্মোচন বা উদ্ভাবনী নেতৃত্ব।

ভেলোরের ক্রিশ্চিয়ান মেডিকেল কলেজে হিমোফিলিয়ার জন্য দেশের প্রথম সফল ও নিজস্ব প্রযুক্তিতে তৈরি জিন থেরাপি ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালটিও সমানভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। হিমোফিলিয়া এমন একটি রোগ যার জন্য আজীবন ব্যয়বহুল চিকিৎসার প্রয়োজন হয়। জিন থেরাপি কেবল রোগের লক্ষণগুলোর উপশম না করে বরং এর মূল কারণ হিসেবে থাকা জিনগত ত্রুটি সংশোধন করার মাধ্যমে কাজ করে। তাই জিনগত রোগের ব্যাপক প্রকোপ থাকা একটি দেশের জন্য এর গুরুত্ব অপরিসীম। এর পাশাপাশি ‘জিনোমইন্ডিয়া প্রজেক্ট’-এর আওতায় ভারতের অত্যন্ত বৈচিত্র্যময় জনগোষ্ঠীর মধ্য থেকে দশ হাজারেরও বেশি মানুষের জিনোম সিকোয়েন্সিং সম্পন্ন করা হয়েছে। এসবের সমন্বয়ে আমরা এমন এক ভবিষ্যতের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি গড়ে তুলছি, যেখানে চিকিৎসা পদ্ধতি প্রতিটি রোগীর নিজস্ব জৈবিক গঠন বা বৈশিষ্ট্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। কোভিড-১৯ মহামারি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে যে, জাতীয় নিরাপত্তার জন্য দেশের নিজস্ব বায়োমেডিক্যালস এর সক্ষমতা অর্জন করাটা কতটা অপরিহার্য। ভারতের গৃহীত পদক্ষেপঅর্থাৎ নিজস্ব টিকা ব্যাপক পরিসরে তৈরি ও উৎপাদন করা এবং ১৪০ কোটি মানুষের কাছে তা পৌঁছে দেওয়া- সম্ভব হয়েছিল আমাদের বায়োটেকনোলজি বা জৈব-প্রযুক্তি বিষয়ক পরিকাঠামো ও ব্যবস্থায় দীর্ঘদিনের বিনিয়োগের সুবাদেই। বায়োটেকনোলজি ইন্ডাস্ট্রি রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্স কাউন্সিল (বিআইআরএসি) এক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তারা বায়োটেক স্টার্টআপগুলোর বিকাশে সহায়তা করেছে, প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা ও বাণিজ্যিক উৎপাদনের মধ্যে সেতুবন্ধন গড়ে তুলেছে এবং বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবন যাতে প্রকৃত প্রয়োজনে থাকা মানুষের কাছে পৌঁছায়, তা নিশ্চিত করেছে। বর্তমানে বায়ো-উদ্যোক্তাদের এক নতুন প্রজন্ম প্রিসিশন মেডিসিন (ব্যক্তি-নির্দিষ্ট চিকিৎসা), পরিবেশ-বান্ধব জৈব- উপাদান এবং অত্যাধুনিক রোগনির্ণয় প্রযুক্তির মতো ক্ষেত্রগুলোতে কাজ করছে এবং তারা কেবল সিলিকন ভ্যালিতেই নয়, বরং ভারতের বিভিন্ন শহর ও শিক্ষাঙ্গন থেকেও এই কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

জিনোমইন্ডিয়া প্রজেক্ট দশ হাজারেরও বেশি মানুষের জিনোম সিকোয়েন্স বা বিন্যাস নির্ণয় করেছে- যা প্রতিটি ভারতীয়’র অনন্য জৈবিক বৈশিষ্ট্যের সাথে মানানসই চিকিৎসা পদ্ধতির ভিত্তি স্থাপন করছে।

তারার জন্য পৌঁছানো, প্রতিটি নাগরিককে গ্রাউন্ডিং করা- -২৩শে আগস্ট ২০২৩-এ, চন্দ্রযান-৩-এর বিক্রম ল্যান্ডার যখন চাঁদের দক্ষিণ মেরুর দিকে চূড়ান্ত অবতরণ করেছিল তখন লক্ষ লক্ষ ভারতীয় এক সম্মিলিত নিঃশ্বাস নিয়ে সেই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করছিলো। এটি চাঁদের এমন একটি অঞ্চল যেখানে কোনও দেশ এর আগে কখনও পৌঁছায়নি। টাচডাউনের মুহূর্তটি কেবল একটি প্রযুক্তিগত বিজয় ছিল না; এটি একটি জাতীয় নিশ্চিতকরণ ছিল। ভারত যা করেছে তা অন্য কেউ করতে পারেনি। এরপর যা হয়েছিল চাঁদের পৃষ্ঠের বিশ্লেষণ, তিন লক্ষ আশি হাজার কিলোমিটার মহাকাশ জুড়ে ডেটা প্রেরণ করা গ্রহ বিজ্ঞানের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কিন্তু সেই অবতরণটি একটি দেশের কল্পনাকে কী করেছে তা ছিল ততটা গুরুত্বপূর্ণ।

গত বারো বছরে ভারতের মহাকাশ অভিযানের ইতিহাস একই সঙ্গে উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও উপযোগিতার এক অনন্য মেলবন্ধন হয়ে উঠেছে। একদিকে যখন ‘চন্দ্রযান-৩’ বিশ্বজুড়ে সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, ঠিক তখনই সূর্যের ওপর গবেষণার লক্ষ্যে ভারতের প্রথম নিবেদিত সৌর মানমন্দির ‘আদিত্য-এল১’ নীরবে তার কার্যক্রম শুরু করেছে। এর মাধ্যমে মহাকাশের আবহাওয়া- যা পৃথিবীর কৃত্রিম উপগ্রহ, বিদ্যুৎ গ্রিড ও যোগাযোগ ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে, সে সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান আরও সমৃদ্ধ হচ্ছে। ‘স্পাডেক্স’ অভিযানের সফলতার মধ্য দিয়ে ভারত এমন এক অভিজাত দেশগুলোর তালিকায় স্থান করে নিয়েছে যারা কক্ষপথে দুটি মহাকাশযানের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের (ডকিং) সক্ষমতাকে প্রমাণ করেছে। ভবিষ্যতের মহাকাশ স্টেশন ও নভোচারী-সহ মহাকাশ অভিযানের জন্য এই সক্ষমতা অত্যন্ত জরুরি। আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে গ্রুপ ক্যাপ্টেন শুভাংশু শুক্লার ঐতিহাসিক আঠারো দিনের অবস্থান ভারতের মানব-মহাকাশ অভিযানের উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে কেবল কল্পনার গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ না রেখে বাস্তবে রূপ দিয়েছে। ভারতের মহাকাশ খাতের রূপান্তর কেবল বিভিন্ন অভিযানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। যদিও সেই অভিযানগুলো অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ২০২৩ সালের ‘ভারতীয় মহাকাশ নীতি’ উৎক্ষেপণ যান, কৃত্রিম উপগ্রহ এবং গ্রাউন্ড সিস্টেম বা ভূ-ভিত্তিক ব্যবস্থার মতো পুরো ‘ভ্যালু চেইন’ বা উৎপাদন ও পরিষেবা ব্যবস্থাকে বেসরকারি উদ্যোগের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছে। এর ফলাফল হয়েছে অভাবনীয় ও উদ্দীপনাপূর্ণ। ২০১৪ সালে যেখানে মাত্র এগারোটি মহাকাশ-কেন্দ্রিক স্টার্টআপ ছিল, আজ সেখানে চার শতাধিক স্টার্টআপ সক্রিয় রয়েছে। তারা রকেট তৈরি করছে, কৃত্রিম উপগ্রহের নকশা করছে এবং কৃষি পর্যবেক্ষণ করা থেকে শুরু করে দুর্যোগ মোকাবিলা করা পর্যন্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় অ্যাপ্লিকেশন বা পরিষেবা তৈরি করছে। ২০১৪ সাল থেকে ভারতের উৎক্ষেপণ যানগুলো ৩৯৯টি বিদেশি কৃত্রিম উপগ্রহকে কক্ষপথে স্থাপন করেছে, যা ভারতকে বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন মহাকাশ সংস্থার কাছে একটি পছন্দের অংশীদার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। মহাকাশ অর্থনীতি এখন আর কেবল সরকারি খাতের একচ্ছত্র বিষয় নয়; এটি এখন হাজার হাজার তরুণ প্রকৌশলী ও উদ্যোক্তাদের হাতে গড়ে ওঠা এক জাতীয় সম্পদে পরিণত হয়েছে। ২০৩৫ সালের মধ্যে ‘ভারতীয় মহাকাশ স্টেশন’ স্থাপনের পরিকল্পনা এবং ২০৪০ সালের মধ্যে মানুষসহ চন্দ্রাভিযানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের মধ্য দিয়ে ভারতের এই উচ্চাকাঙ্ক্ষার পরিধি যেমন বিস্তৃত হয়েছে, তেমনি এর অগ্রযাত্রাও এখন ঊর্ধ্বমুখী।

উদ্ভাবনের মাধ্যমে আত্মনির্ভরতা “আত্মনির্ভর ভারত”- অর্থাৎ স্বয়ংসম্পূর্ণ ভারত- কেবল কোনো রাজনৈতিক স্লোগান নয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে এটি এখন একটি মূল চালিকাশক্তি বা নীতিতে পরিণত হয়েছে। ছয় হাজার কোটি টাকারও বেশি অর্থায়নে পরিচালিত “জাতীয় কোয়ান্টাম মিশন” কেবল একটি প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ নয়, বরং একবিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তিগত প্রতিযোগিতায় ভারতের কৌশলগত অবস্থান সুদৃঢ় করার একটি পদক্ষেপ। কোয়ান্টাম কম্পিউটিং এমন সব সমস্যার সমাধানের প্রতিশ্রুতি প্রদান করছে, যা সাধারণ বা “ক্লাসিক্যাল” কম্পিউটারের পক্ষে সম্ভব নয়। কোয়ান্টাম যোগাযোগ ব্যবস্থা তাত্ত্বিকভাবে অভেদ্য এনক্রিপশন বা সুরক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করে; এবং কোয়ান্টাম সেন্সিং নেভিগেশন, মেডিকেল ইমেজিং ও ভূতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন আনতে সক্ষম। বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং শিল্পখাতকে একত্রিত করে গড়ে তোলা বিশেষায়িত কেন্দ্রের মাধ্যমে ভারত এখন দেশেই এই সক্ষমতাগুলো গড়ে তুলছে। “ন্যাশনাল সুপারকম্পিউটিং মিশন”-এর আওতায় পুনে, চেন্নাই, খড়গপুরসহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন কম্পিউটিং পরিকাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে। এর ফলে ভারতীয় গবেষক, প্রকৌশলী এবং স্টার্টআপগুলো এমন এক কম্পিউটেশনাল ক্ষমতার নাগাল পাচ্ছে, যা একসময় কেবল গুটিকয়েক অভিজাত প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। পাশাপাশি, দেশের প্রথম সরকারি অর্থায়নে পরিচালিত বহুভাষিক “জেনারেটিভ এআই” কর্মসূচি “ভারতজেন” এমন সব “লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল” তৈরি করছে যা ভারতীয় ভাষায় চিন্তা ও যোগাযোগ করতে সক্ষম। এর মাধ্যমে নিশ্চিত করা হচ্ছে যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সুফল যেন কেবল ইংরেজি-ভাষী ব্যবহারকারীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থাকে।

আত্মনির্ভরতার এই লক্ষ্যে সিএসআইআর-এর অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের জন্য তৈরি ‘হংস-এনজি’ প্রশিক্ষণ বিমানটি ভারতীয় প্রকৌশলীদের সম্পূর্ণ নিজস্ব প্রচেষ্টায় গড়ে তোলার মত ঘটনা সক্ষমতার এক অনন্য নিদর্শন। ভারতের প্রথম হাইড্রোজেন ফুয়েল-সেল চালিত জলযানটি পরিবেশ-বান্ধব সামুদ্রিক পরিবহনের সম্ভাবনার ইঙ্গিত দেয়। সুস্থায়ী বিমান জ্বালানি নিয়ে কাজ করার ফলে বিদেশি প্রযুক্তির ওপর নির্ভরতা ছাড়াই বিমান চলাচলে কার্বন নিঃসরণ কমানোর পথ প্রশস্ত হচ্ছে। ভারতের প্রথম ‘সিএসআইআর ইনোভেশন কমপ্লেক্স’-কে এমন একটি কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে যেখানে গবেষণাগারের গবেষণার সাথে উদ্যোক্তা- সুলভ উদ্দীপনার মেলবন্ধন ঘটে অর্থাৎ, এটি এমন একটি স্থান যেখানে কোনো বৈজ্ঞানিক ধারণা এবং বাজারজাতকরণের উপযোগী পণ্যের মধ্যবর্তী দূরত্ব সুপরিকল্পিতভাবে কমিয়ে আনা হয়।

২০১৪ সালে মাত্র ১১টি মহাকাশ-বিষয়ক স্টার্টআপ থাকলেও বর্তমানে ভারতে এমন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৪০০-এরও বেশিযা সরকারি নীতি, রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ এবং উদ্যোক্তা-সুলভ মানসিকতার সম্মিলিত শক্তিরই এক উজ্জ্বল নিদর্শন।

জ্বালানি নিরাপত্তা ও ভবিষ্যৎ-উপযোগী প্রযুক্তি ভারতের বৈজ্ঞানিক রূপান্তরের কোনো আলোচনাই পূর্ণতা পাবে না যদি না পারমাণবিক শক্তি খাতে গড়ে ওঠা কৌশলগত সক্ষমতার বিষয়টি স্বীকার করা হয়। ২০২৬ সালের এপ্রিলে কালপক্কমে ৫০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার “প্রোটোটাইপ ফাস্ট ব্রিডার রিঅ্যাক্টর”-এর প্রথম ক্রিটিক্যালিটি (বা পারমাণবিক শৃঙ্খল বিক্রিয়া শুরুর পর্যায়) অর্জন এক ঐতিহাসিক মাইলফলক। “ইন্দিরা গান্ধী সেন্টার ফর অ্যাটমিক রিসার্চ”-এর ভারতীয় বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলীদের দ্বারা সম্পূর্ণভাবে উদ্ভাবিত এবং “ভারতীয় নাভিকীয় বিদ্যুৎ নিগম” কর্তৃক নির্মিত এই রিঅ্যাক্টরটি ভারতের তিন-পর্যায়ের পারমাণবিক কর্মসূচির দ্বিতীয় ধাপে উত্তরণের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেতুবন্ধন। এই কর্মসূচির লক্ষ্য হলো শেষ পর্যন্ত দেশের বিশাল থোরিয়াম ভাণ্ডারকে কাজে লাগানো-যা ভারতের মাটিতে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। জ্বালানি রূপান্তরের এই যুগে দেশীয় জ্বালানি ব্যবহার করে নিরবচ্ছিন্ন ও পরিচ্ছন্ন বিদ্যুৎ উৎপাদনের সক্ষমতা কেবল অর্থনৈতিক বিষয়ই নয়, বরং এটি দেশের সার্বভৌম নিরাপত্তার জন্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পারমাণবিক খাতের পরিধি চিকিৎসা ক্ষেত্রেও বিস্তৃত হয়েছে। ইন্টারন্যাশনাল অ্যাটমিক এনার্জি এজেন্সি (আইএইএ) কর্তৃক টাটা মেমোরিয়াল হাসপাতালকে ‘রেজ অফ হোপ’ অ্যাঙ্কর সেন্টার হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান, হোমি ভাবা ক্যানসার হাসপাতাল নেটওয়ার্কের আওতায় ক্যানসার হাসপাতালের সম্প্রসারণ এবং উন্নত রেডিও ফার্মাসিউটিক্যালসের (ক্যানসার নির্ণয় ও চিকিৎসায় তেজস্ক্রিয় কণা ব্যবহারকারী ওষুধ) ব্যবহারএসব উদ্যোগ সারা দেশের রোগীদের জন্য বিশ্বমানের ক্যানসার চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করছে। ‘শান্তি’ (এসএইচএএনটিআই) আইন, ২০২৫ ভারতের পারমাণবিক খাতের আইনি কাঠামোকে আধুনিক করেছে। এর ফলে এমন একটি শিল্পে অধিকতর অংশগ্রহণ ও বিনিয়োগের সুযোগ তৈরি হয়েছে, যা আমাদের স্বচ্ছ শক্তির ভবিষ্যতের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এরই পাশাপাশি, ‘ডিপ ওশান মিশন’ (গভীর সমুদ্র অভিযান) আমাদের গ্রহের সর্বশেষ বিশাল ও অনাবিষ্কৃত অঞ্চলে ভারতের বৈজ্ঞানিক কার্যক্রমের পরিধিকে সম্প্রসারিত করছে। সমুদ্রতলে রয়েছে স্বচ্ছ শক্তি প্রযুক্তির জন্য অপরিহার্য খনিজ সম্পদের বিশাল ভাণ্ডার-যেমন পলিম্যাটালিক নোডিউল এবং কোবাল্ট- সমৃদ্ধ আস্তরণ- যা গুরুত্বপূর্ণ খনিজ আমদানির ওপর ভারতের নির্ভরতা কমাতে সহায়তা করতে পারে। এছাড়া, এই মিশনের আওতায় এমন সব ডুবোযান ও সেন্সর প্রযুক্তি তৈরি করা হচ্ছে, যা সমুদ্রসীমার ওপর ভারতের কৌশলগত ও বৈজ্ঞানিক উপস্থিতিকে আরও সুদৃঢ় করবে।

বিকশিত ভারতের পথে: নিয়তি হিসাবে বিজ্ঞান যেহেতু ভারত ২০৪৭ সালকে লক্ষ্য রেখে গণনা শুরু করছে এটি আমাদের স্বাধীনতার শতবর্ষ এবং একটি সম্পূর্ণ উন্নত দেশ হওয়ার লক্ষ্যমাত্রার বছর, যা কেবল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যাত্রাকেই সমর্থন করবে না। তারা এর গতি এবং চরিত্র নির্ধারণ করবে। গত বারো বছরে করা বিনিয়োগগুলি কেবল প্রতিষ্ঠান এবং পরিকাঠামোই তৈরি করেনি, বরং আরও সুস্থায়ী কিছু তৈরি করেছে, সে হল: বৈজ্ঞানিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা, উদ্যোক্তা শক্তি এবং জাতীয় আস্থার সংস্কৃতি। মিশন-ভিত্তিক বিজ্ঞান, শিক্ষাজগৎ ও শিল্পের মধ্যে সহযোগিতা এবং তরুণ গবেষকদের ক্ষমতায়নের মাধ্যমে ভারতের গবেষণা-পরিবেশকে আমূল বদলে দেওয়ার লক্ষ্যে গঠিত ‘অনুসন্ধান ন্যাশনাল রিসার্চ ফাউন্ডেশন’ এবং এক লক্ষ কোটি টাকার তহবিল-সহ নবগঠিত ‘গবেষণা, উন্নয়ন ও উদ্ভাবন তহবিল’এগুলি ভারতের নিজস্ব মেধা ও বুদ্ধিবৃত্তিক সক্ষমতার ওপর এযাবৎকালের সবচেয়ে বড় বাজি। এগুলি এমন এক দৃঢ় প্রত্যয়েরই প্রতিফলন- যা গত বারো বছরের অভিজ্ঞতালব্ধ প্রমাণের ভিত্তিতে আরও সুদৃঢ় হয়েছে- যে, আমাদের সবচেয়ে জরুরি ও কঠিন চ্যালেঞ্জগুলোর সমাধান লুকিয়ে আছে আমাদের নিজেদেরই গবেষণাগার, শিক্ষাঙ্গন ও সমাজের অভ্যন্তরে।

ডোডার ল্যাভেন্ডার চাষি, ভেলোরের জিনোমিক্স গবেষক, বেঙ্গালুরুর মহাকাশ-বিষয়ক স্টার্টআপের প্রতিষ্ঠাতা কিংবা কল্পক্কমের পারমাণবিক প্রকৌশলী- এগুলো সবই একই আখ্যানের একেকটি চরিত্র। এটি এমন এক জাতির গল্প, যারা সচেতন ও সুদৃঢ়ভাবে বিজ্ঞানকে নিজেদের উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দুতে স্থাপন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। গত বারো বছরে যা গড়ে উঠেছে, তা কেবল সাফল্যের কোনো তালিকা নয়; বরং এটি এমন এক সুদৃঢ়, গভীর ও বিস্তৃত ভিত্তি, যার ওপর দাঁড়িয়ে গড়ে উঠবে এক উন্নত, স্বনির্ভর ও বিজ্ঞান-মনস্কতায় আস্থাশীল ভারত।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

রবিবার বটতলা এলাকায় শান্তিনিকেতন মেডিক্যাল কলেজে মৃত্যুর ঘটনায় এআইএমএসএস'র প্রতিবাদ বিক্ষোভ। ছবি নিজস্ব।

১০০ শতাংশ ইথানল জ্বালানির ব্যবহারে অনুমোদন, জীবাশ্ম জ্বালানি আমদানি কমাতেই উদ্যোগ: নিতিন গড়করি

নয়াদিল্লি, ১৪ জুন (আইএএনএস): দেশের জীবাশ্ম জ্বালানির আমদানির উপর নির্ভরতা কমাতে ১০০ শতাংশ ইথানল জ্বালানির ব্যবহারে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক মন্ত্রী নিতিন গড়করি।

এনডিএ সরকারের ১২ বছর পূর্তি উপলক্ষে নাগপুরে আয়োজিত এক সাংবাদিক বৈঠকে গড়করি জানান, "গতকাল রাত ৮টায় আমি ফাইলে স্বাক্ষর করেছি। এর মাধ্যমে ১০০ শতাংশ ইথানলের ব্যবহারকে আইনগতভাবে অনুমোদন দেওয়ার সমস্ত নিয়ম চূড়ান্ত হয়েছে।"

মন্ত্রী বলেন, পেট্রলের বিকল্প হিসেবে ইথানলের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে এবং এর মাধ্যমে ভারতের বিপুল জ্বালানি আমদানি ব্যয় কমানো সম্ভব হবে। তিনি জানান, এই ধারণা প্রথমদিকে অনেকেই গুরুত্ব দেননি এবং সমালোচনাও করেছিলেন।

গড়করি বলেন, "আমি যখন এই স্বপ্নের কথা বলতাম, তখন অনেকে হাসতেন। এমনকি কিছু বন্ধু সমালোচনাও করতেন।"

তিনি আরও জানান, আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই বেশ কয়েকটি বড় গাড়ি নির্মাতা সংস্থা ১০০ শতাংশ ইথানল-সামঞ্জস্যপূর্ণ যানবাহন বাজারে আনতে চলেছে। তাঁর দাবি, টয়োটা, সুজুকি, এমজি এবং হুন্ডাই আগামী দেড় মাসের মধ্যেই এই ধরনের গাড়ি চালু করবে।

উল্লেখ্য, গত সপ্তাহে কেন্দ্র সরকার ই৮৫ জ্বালানি চালু করেছে, যা ই৮৫-সামঞ্জস্যপূর্ণ ফ্লেক্স-ফুয়েল গাড়ির জন্য ব্যবহৃত হবে।

এদিকে, কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী সম্প্রতি জানান, ইথানল মিশ্রণের ক্ষেত্রে ভারত নির্ধারিত লক্ষ্য সময়ের আগেই অর্জন করেছে।

আইএএনএস-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, "২০১৪ সালে পেট্রোলে ইথানল মিশ্রণের হার ছিল মাত্র ১.৫ শতাংশ। ২০২২ সালের নভেম্বরে তা ১০ শতাংশে পৌঁছায়। ২০৩০ সালের মধ্যে ২০ শতাংশ মিশ্রণের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হলেও আমরা ২০২৪ সালেই সেই লক্ষ্য পূরণ করেছি।"

পুরী আরও জানান, সরকার বর্তমানে অটোমোবাইল শিল্প, সিয়াম এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থার সঙ্গে ব্যাপক আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে। পাশাপাশি, শুধুমাত্র উপযুক্ত ফ্লেক্স-ফুয়েল গাড়ির জন্য ই৮৫ জ্বালানিও চালু করা হয়েছে।

২০৩০ সালের মধ্যে ১০০ গিগাওয়াট বায়ুশক্তি উৎপাদনের লক্ষ্য গোয়ায় গ্লোবাল উইন্ড ডে সম্মেলনের আয়োজন ভারতের

নয়াদিল্লি, ১৪ জুন (আইএএনএস): ২০৩০ সালের মধ্যে ১০০ গিগাওয়াট এবং ২০৩৬ সালের মধ্যে ১৫৬ গিগাওয়াট বায়ুশক্তি উৎপাদন ক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্য নিয়ে সোমবার গোয়ায় 'গ্লোবাল উইন্ড ডে ২০২৬' সম্মেলনের আয়োজন করতে চলেছে ভারত। 'উইন্ড এনার্জি: ফ্রম অ্যাম্বিশন টু অ্যাক্সেলারেশন' শীর্ষক এই সম্মেলনে দেশের বায়ুশক্তি খাতের ভবিষ্যৎ রূপরেখা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে।

সরকারি তথ্য অনুযায়ী, স্থাপিত বায়ুশক্তি উৎপাদন ক্ষমতার নিরিখে ভারত বর্তমানে বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম দেশ। ২০১৪ সালের মার্চ মাসে যেখানে দেশের বায়ুশক্তি উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ২১.০৪ গিগাওয়াট, সেখানে ২০২৬ সালের মার্চে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৬.০৯ গিগাওয়াটে, যা প্রায় ২.৬৬ গুণ বৃদ্ধি।

এছাড়াও আরও ২৮ গিগাওয়াট ক্ষমতার প্রকল্প বর্তমানে বাস্তবায়নের পর্যায়ে রয়েছে।

সম্মেলনে বায়ুশক্তি খাতের পরবর্তী পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি যেমন সম্পদ পর্যাপ্ততা, বিদ্যুৎ গ্রিডের প্রস্তুতি, উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি, দেশীয় উৎপাদন শিল্পের প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতা, রফতানির সুযোগ, পূর্বাভাস প্রযুক্তি এবং নবায়নযোগ্য শক্তির স্থিতিশীলতা নিয়ে আলোচনা হবে। এই অনুষ্ঠানে 'এলিভেটিং ইন্ডিয়াস উইন্ড টারবাইন এক্সপোর্টস ফর গ্লোবাল মার্কেটস' শীর্ষক একটি শিল্প-প্রতিবেদনও প্রকাশ করা হবে। সম্মেলনে কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষ, সোলার এনার্জি কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়ান রিনিউয়েবল এনার্জি ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ উইন্ড এনার্জি, গ্রিড ইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন কেন্দ্রীয় সংস্থা, রাজ্য সরকার এবং শিল্পমহলের প্রতিনিধিরা অংশ নেবেন।

২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ভারত বায়ুশক্তি ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বার্ষিক সংযোজনের রেকর্ড গড়েছে। ওই সময়ে ৬.০৫ গিগাওয়াট নতুন ক্ষমতা যুক্ত হয়েছে, যা আগের বছরের ৪.১৫ গিগাওয়াটের রেকর্ডকে ছাড়িয়ে গেছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, দেশের মোট বায়ুশক্তি উৎপাদনের প্রায় ৪৫ শতাংশ সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ চাহিদার সময়ে উৎপন্ন হয়, যা সৌরশক্তির পরিপূরক হিসেবে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার নির্ভরযোগ্যতা বাড়ায়।

নবায়নযোগ্য শক্তি মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, ভূমি থেকে ১২০ মিটার উচ্চতায় ভারতের সম্ভাব্য মোট বায়ুশক্তি উৎপাদন ক্ষমতা ৬৯৫.৫ গিগাওয়াট এবং ১৫০ মিটার উচ্চতায় তা ১,১৬৩.৯ গিগাওয়াট। ১৫০ মিটার উচ্চতায় মূল্যায়িত সম্ভাবনার বড় অংশই কেন্দ্রীভূত রয়েছে আটটি রাজ্যে রাজস্থান (২৮৪.২ গিগাওয়াট), গুজরাট (১৮০.৮ গিগাওয়াট), মহারাষ্ট্র (১৭৩.৯ গিগাওয়াট), কর্ণাটক (১৬৯.৩ গিগাওয়াট), অন্ধ্রপ্রদেশ (১২৩.৩ গিগাওয়াট), তামিলনাড়ু (৯৫.১ গিগাওয়াট), মধ্যপ্রদেশ (৫৫.৪ গিগাওয়াট) এবং তেলেঙ্গানা (৫৪.৭ গিগাওয়াট)। দেশজুড়ে ৯০০-রও বেশি বায়ু পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে, যার মাধ্যমে সম্ভাবনাময় এলাকাগুলি চিহ্নিত করা হচ্ছে। ৫০ মিটার থেকে ১৫০ মিটার পর্যন্ত বিভিন্ন উচ্চতায় বায়ুশক্তির সম্ভাবনার মানচিত্রও তৈরি করা হয়েছে।

এদিকে, দেশের বায়ুচালিত টারবাইন উৎপাদন ক্ষমতাও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৪ সালে যেখানে এই ক্ষমতা ছিল ১০ গিগাওয়াট, ২০২৬ সালের মার্চে তা বেড়ে প্রায় ২৪ গিগাওয়াটে পৌঁছেছে।

সরকারি তথ্য অনুযায়ী, বায়ুশক্তি শিল্পে গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রাংশ উৎপাদনে বর্তমানে ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ দেশীয়করণ অর্জিত হয়েছে। ব্লেড, টাওয়ার, গিয়ারবক্সসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সরঞ্জামের জন্য শক্তিশালী দেশীয় সরবরাহ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন এবং বহুমুখী ব্যবহারের মাধ্যমে আগামী দিনে ভারতের বিদ্যুৎ ব্যবস্থায় বায়ুশক্তির ভূমিকা আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে।

বিহার পুলিশ নিয়োগ পরীক্ষার্থীদের বিক্ষোভে অশান্তি, পরিস্থিতি স্বাভাবিক পাটলিপুত্র রেলস্টেশনে

পাটনা, ১৪ জুন (আইএএনএস): বিহার পুলিশ নিষেধাজ্ঞা বিভাগের নিয়োগ পরীক্ষায় অংশ নিতে আসা পরীক্ষার্থীদের বিক্ষোভ ঘিরে রবিবার পাটনার পাটলিপুত্র রেলস্টেশন এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। পাথর ছোড়া, ভাঙচুর এবং সাময়িকভাবে রেল পরিষেবা ব্যাহত হওয়ার ঘটনায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে বিপুল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়। বর্তমানে স্টেশনে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে।

রাত গভীর হলে ট্রেনের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা না থাকার অভিযোগ তুলে পরীক্ষার্থীরা পাটলিপুত্র রেলস্টেশনে বিক্ষোভ শুরু করেন। অভিযোগ, বিক্ষোভ চলাকালীন বহু পরীক্ষার্থী রেললাইনে নেমে পড়ে ট্রেন চলাচল বন্ধ করে দেন এবং স্লোগান দিতে থাকেন। পরিস্থিতি সামাল দিতে রেল ও জেলা প্রশাসনের কর্তাদের হস্তক্ষেপ করতে হয়।

বিক্ষোভের সময় পাথর ছোড়ার ঘটনায় কয়েকজন আধিকারিক সামান্য আহত হন। এরপর স্টেশন এলাকায় নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। সূত্রের খবর, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটায়, সতর্কতামূলক গুলি চালায় এবং লাঠিচার্জও করে।

ঘটনা সম্পর্কে পাটনার জেলা শাসক ড. থিয়াগারাজন এস. এম. সাংবাদিকদের বলেন, "রাতের দিকে খবর পাই যে কয়েকজন রেলস্টেশনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছেন। আমরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে ন্যূনতম বলপ্রয়োগের মাধ্যমে ভিড় ছত্রভঙ্গ করি। বর্তমানে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ শান্ত এবং নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।"

তিনি আরও জানান, "ট্রেনের ব্যবস্থা নিয়ে কিছু পরীক্ষার্থী ক্ষোভ প্রকাশ করছিলেন। যদিও বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল এবং দুটি বিশেষ ট্রেন স্টেশনে প্রস্তুতও ছিল। কিন্তু বিক্ষোভকারীদের মধ্যে কিছু সমাজবিরোধী উপাদান মিশে গিয়ে পাথর ছোড়া শুরু করে।"

পাটনার আইজি জিতেন্দ্র রানা বলেন, "প্রায় ২০০ থেকে ২৫০ জন ছাত্র ট্রেন ছাড়তে বাধা দিচ্ছিলেন। পুলিশ, আরপিএফ, জিআরপি এবং জেলা পুলিশের যৌথ দল তাঁদের বোঝানোর চেষ্টা করলে কিছু বিক্ষোভকারী পাথর ছুড়তে শুরু করেন। প্রাণ ও সম্পদের ক্ষতি এড়াতে পুলিশ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে।"

তিনি জানান, পুলিশের হস্তক্ষেপের পর ভিড় ছত্রভঙ্গ হয় এবং সমস্ত ট্রেন পরিষেবা পুনরায় চালু করা হয়েছে।

আইজি আরও বলেন, "আমাদের কয়েকজন পুলিশকর্মীও পাথরের আঘাতে আহত হয়েছেন। তবে কোনও গুরুতর আহতের ঘটনা ঘটেনি।"

লন্ডনে ছুরিকাঘাতে নিহত ভারতীয় বংশোদ্ভূত যুবক তদন্তে নেমেছে পুলিশ

লন্ডন, ১৪ জুন (আইএএনএস): ব্রিটেনের রাজধানী লন্ডনের পশ্চিমাঞ্চলীয় সাউথলে ছুরিকাঘাতে এক ভারতীয় বংশোদ্ভূত যুবকের মৃত্যু হয়েছে। ঘটনায় খুনের মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে মেট্রোপলিটন পুলিশ।

নিহত যুবকের নাম গুরভেজ সিং (২৬)। পুলিশ জানিয়েছে, নর্থ রোড এবং ডরমার্স ওয়েলস লেনের সংযোগস্থলের কাছে একটি দোকানের বাইরে বুধবার রাত প্রায় ১২টা ৩০ মিনিট নাগাদ তাঁর উপর হামলা হয়। মেট্রোপলিটন পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, ওই এলাকায় ছুরিকাঘাতের ঘটনার খবর পেয়ে লন্ডন অ্যাম্বুল্যান্স সার্ভিসের ডাকে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। সেখানে দুই আহত ব্যক্তিকে উদ্ধার করা হয়। গুরভেজ সিং গুরুতরভাবে ছুরিকাহত হয়েছিলেন। চিকিৎসকদের সব চেষ্টা সত্ত্বেও ঘটনাস্থলেই তাঁকে মৃত ঘোষণা করা হয়। তাঁর পরিবারের পাশে রয়েছেন বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিকরা।

ঘটনাস্থল থেকে আরও এক আহত ব্যক্তিকে উদ্ধার করা হয়, যার বয়স ৩০ বছরের কোঠায় বলে মনে করা হচ্ছে। তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল এবং বর্তমানে তিনি চিকিৎসার পর ছাড়া পেয়েছেন।

পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার পরপরই ২০ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে বয়সী সাতজন ব্যক্তিকে খুনের সন্দেহে গ্রেপ্তার করা হয়। তবে পরবর্তী তদন্তের ভিত্তিতে ছয়জনকে কোনও অভিযোগ ছাড়াই মুক্তি দেওয়া হয়েছে। অপর এক ব্যক্তিকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়েছে এবং পরবর্তী সময়ে তাঁকে আবার হাজিরা দিতে হবে।

তদন্তকারীরা প্রত্যক্ষদর্শীদের এগিয়ে আসার আবেদন জানিয়েছেন। বিশেষ করে সিসিটিভি ফুটেজ বা মোবাইল ফোনে ধারণ করা ভিডিও থাকলে তা পুলিশের হাতে তুলে দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। মেট্রোপলিটন পুলিশের স্পেশালিস্ট ক্রাইম কমান্ডের ডিটেকটিভ চিফ ইন্সপেক্টর অ্যালিসন ফক্সওয়েল বলেন, "মিস্টার সিংয়ের মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনায় আমাদের তদন্ত অব্যাহত রয়েছে। এই কঠিন সময়ে আমার সমবেদনা তাঁর পরিবার ও প্রিয়জনদের সঙ্গে রয়েছে।" পুলিশ জানিয়েছে, মধ্যরাতের কিছু পর দোকানের বাইরে ঘটে যাওয়া এই হামলার আগে ও পরে কী কী ঘটেছিল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। হামলার উদ্দেশ্য এখনও স্পষ্ট নয় এবং ঘটনার সঙ্গে জড়িত সকলকে শনাক্ত করার চেষ্টা চলছে।

মেট্রোপলিটন পুলিশ আবারও সাধারণ মানুষের সহযোগিতা চেয়ে জানিয়েছে, সামান্য তথ্যও এই হত্যাকাণ্ডের তদন্তে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যুবার্ষিকীতে আবেগঘন পোস্ট বোন শ্বেতার, 'কিছু আত্মা সময়ের চেয়েও বড় হয়ে ওঠে'

মুম্বই, ১৪ জুন (আইএএনএস): বলিউড অভিনেতা সুশান্ত সিং রাজপুত-এর প্রয়াণের ছয় বছর পূর্ণ হল শনিবার। ২০২০ সালের ১৪ জুন মুম্বইয়ের বান্দ্রার বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন তিনি। ভাইয়ের মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁকে স্মরণ করে আবেগঘন বার্তা শেয়ার করেছেন তাঁর দিদি শ্বেতা সিং কীর্তি।

নিজের ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেলে শ্বেতা লিখেছেন, সুশান্ত কীভাবে পৃথিবী ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন, তার চেয়ে তিনি বরং মনে রাখতে চান কীভাবে তিনি জীবন কাটিয়েছিলেন।

শ্বেতা লেখেন, "ছয় বছর... সময় কেটে গিয়েছে, কিন্তু কিছু আত্মা সময়ের চেয়েও বড় হয়ে ওঠে। আজ ভাইয়ের কথা ভাবলে আমি তাঁর চলে যাওয়ার কথা ভাবি না, ভাবি তিনি কীভাবে বেঁচেছিলেন। তাঁর শিশুসুলভ কৌতূহল, জীবন, নক্ষত্র, মহাবিশ্ব এবং মানুষের মনের রহস্য নিয়ে তাঁর অফুরন্ত আগ্রহের কথা মনে পড়ে।"

তিনি আরও বলেন, "আমি এমন একজন মানুষের কথা ভাবি, যিনি মানুষকে তাদের পরিচয় বা অবস্থান না দেখে সম্মান করতেন। তিনি আমাদের শিখিয়েছেন, সহমর্মিতা ছাড়া সাফল্যের খুব বেশি মূল্য নেই।"

ভাইয়ের স্মৃতিচারণায় শ্বেতা জানান, সময়ের সঙ্গে তিনি একটি সুন্দর উপলব্ধিতে পৌঁছেছেনভালোবাসা কখনও সময়ের নিয়ম মানে না।

তাঁর কথায়, "একটি শরীর হয়তো আমাদের চোখের আড়াল হয়ে যেতে পারে, কিন্তু একটি সুন্দর আত্মার প্রভাব অসংখ্য মানুষের জীবনে ছড়িয়ে থাকে। যখনই কেউ রাগের বদলে দয়া, অজ্ঞতার বদলে জ্ঞান, হতাশার বদলে আশা এবং বিচার করার বদলে ভালোবাসাকে বেছে নেয়, তখন ভাইয়ের আদর্শের একটি অংশ বেঁচে থাকে।"

শ্বেতার মতে, সুশান্তকে শ্রদ্ধা জানানোর সবচেয়ে বড় উপায় শোক প্রকাশ নয়, বরং তাঁর আদর্শকে জীবনে ধারণ করা। কৌতূহলী থাকা, দয়ালু হওয়া, শেখার আগ্রহ বজায় রাখা, নির্ভয়ে স্বপ্ন দেখা এবং পৃথিবীকে কখনও হৃদয়কে কঠোর করে তুলতে না দেওয়ার মধ্যেই রয়েছে প্রকৃত শ্রদ্ধাঞ্জলি।পোস্টের শেষে তিনি লেখেন, "একটি জীবনের প্রকৃত মূল্য নির্ধারিত হয় না তা কতদিন স্থায়ী হয়েছে তার উপর, বরং কতগুলি হৃদয়কে সে জাগিয়ে তুলেছে তার উপর। সেই মাপকাঠিতে ভাই আজও বেঁচে আছেন। তুমি লক্ষ লক্ষ মানুষকে অনুপ্রাণিত করে চলেছ। চিরকাল ভালোবাসার, চিরকাল স্মরণীয়।"

উল্লেখ্য, সুশান্তসিং রাজপুত ২০২০ সালের ১৪ জুন তাঁর মুম্বইয়ের বাসভবনে মৃত অবস্থায় উদ্ধার হন। তাঁর অকালপ্রয়াণ গোটা দেশকে স্তম্ভিত করেছিল এবং এখনও তাঁর অনুরাগীরা তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন।

গবেষণা ও উদ্ভাবনকে সহজতর করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সরকার: জিতেন্দ্র সিং

নয়াদিল্লি, ১৪ জুন (আইএএনএস): বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির মূল্যায়ন এখন ক্রমশ তার সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাবের ভিত্তিতে করা উচিত বলে মনে করছে কেন্দ্র সরকার। এই প্রেক্ষাপটে গবেষণাগার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং শিল্পক্ষেত্রের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সমন্বয়ের উপর জোর দিয়েছেন কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী (স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত) ড. জিতেন্দ্র সিং।

বেঙ্গালুরুতে অনুষ্ঠিত 'রাইজ কনক্লেভ ২০২৬'-এর পার্শবর্তী এক শিল্প সংলাপ সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, গবেষণার ফল যেন শুধুমাত্র পরীক্ষামূলক পর্যায়ে সীমাবদ্ধ না থেকে বৃহত্তর পরিসরে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছায়, তা নিশ্চিত করতে হবে।

উদ্ভাবনের অনুকূল পরিবেশ গড়ে তুলতে সরকারের অঙ্গীকারের কথা উল্লেখ করে ড. সিং শিল্প প্রতিনিধিদের আহ্বান জানান, সরকারি অর্থায়নে পরিচালিত গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে তাঁরা যে সমস্যার মুখোমুখি হন, তা খোলাখুলিভাবে তুলে ধরতে।

তিনি জানান, সরকারি অর্থায়নে তৈরি দেশীয় প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়াতে নানা উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। বর্তমানে সিএসআইআর-এর টেকনোলজি শোকেস পোর্টালে ৮০০-রও বেশি প্রযুক্তি উপলব্ধ রয়েছে। এর মাধ্যমে শিল্পসংস্থা, উদ্যোক্তা এবং স্টার্টআপগুলি নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী প্রযুক্তি বেছে নিয়ে দ্রুত তা গ্রহণ করতে পারবে। ড. সিং বলেন, প্রযুক্তি সম্পূর্ণ বিকশিত হওয়ার পরে নয়, বরং গবেষণা প্রকল্পের ধারণা তৈরির পর্যায় থেকেই শিল্পক্ষেত্রের সঙ্গে সহযোগিতা শুরু হওয়া উচিত। এতে গবেষণার লক্ষ্য বাজারের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে, প্রযুক্তি হস্তান্তর সহজ হবে এবং বাণিজ্যিক সাফল্যের সম্ভাবনাও বাড়বে।

তিনি গবেষণা প্রতিষ্ঠান, শিল্পসংস্থা এবং স্টার্টআপগুলির মধ্যে আরও গভীর সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন, যাতে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান দ্রুত বাজারোপযোগী পণ্য ও সমাধানে রূপান্তরিত হয় এবং দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে।

সিএসআইআরের বিভিন্ন গবেষণাগারের উদাহরণ তুলে ধরে তিনি বলেন, সরকারি বিনিয়োগে গড়ে ওঠা উন্নত গবেষণা অবকাঠামোকে উদ্ভাবক এবং শিল্পক্ষেত্রের জন্য সাধারণ ব্যবহারের প্ল্যাটফর্ম হিসেবে আরও বেশি উন্মুক্ত করা উচিত। তিনি একটি লিথিয়াম ব্যাটারি উৎপাদন কেন্দ্রের উদাহরণও তুলে ধরেন, যেখানে প্রতিদিন প্রায় ১,০০০টি সেল উৎপাদনের ক্ষমতা রয়েছে। তাঁর মতে, এই ধরনের বৈজ্ঞানিক অবকাঠামো দেশীয় প্রযুক্তি বিকাশে প্রতিষ্ঠিত শিল্প এবং নতুন উদ্যোগউভয়কেই সহায়তা করতে পারে।

এছাড়া, অগ্রগামী প্রযুক্তি ক্ষেত্রে কাজ করা স্টার্টআপগুলিকে উৎসাহিত করতে বিশেষ ইনকিউবেশন ব্যবস্থাও ক্রমশ গড়ে তোলা হচ্ছে বলে জানান কেন্দ্রীয় মন্ত্রী।

মূল অভিযুক্ত গ্রেপ্তারের পর উগ্রপন্থা-গুপ্তচরবৃত্তি চক্রের তদন্তে জোর মধ্যপ্রদেশ এটিএসের

নয়াদিল্লি, ১৪ জুন (আইএএনএস): কথিত উগ্রপন্থী কার্যকলাপ ও বিদেশি শক্তির সঙ্গে যোগাযোগের অভিযোগে তদন্ত আরও জোরদার করেছে মধ্যপ্রদেশ অ্যান্টি-টেররিজম স্কোয়াড (এটিএস)। টানা দ্বিতীয় দিনের অভিযানে এই মামলার মূলচক্রী ও সিনিয়র এজেন্ট বলে অভিযুক্ত নঈম কুরেশিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

এটিএস সূত্রে জানা গিয়েছে, উত্তরপ্রদেশের সারাংপুর এলাকা থেকে কুরেশিকে আটক করা হয়। পরে তাকে আদালতে পেশ করা হলে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য চার দিনের এটিএস হেফাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়।

তদন্তকারীদের অভিযোগ, নঈম কুরেশি বিদেশি যোগাযোগের কাছে সংবেদনশীল তথ্য পাঠাতেন। তিনি ভোপালের বাসিন্দা মহম্মদ ফারাজকে প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন এবং তাকে আফগানিস্তানে পাঠানোর পরিকল্পনাও করেছিলেন বলে অভিযোগ। তদন্তে জিহাদি সাহিত্য, সন্দেহজনক নথি এবং আফগানিস্তান ও পাকিস্তানে ফোনকলের প্রমাণ মিলেছে বলে দাবি করেছে এটিএস।

কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, তদন্ত চলাকালীন জিহাদ-সংক্রান্ত সন্দেহভাজন সাহিত্য, বিভিন্ন নথি এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত আর্থিক লেনদেনের তথ্য উদ্ধার হয়েছে।

এটিএস সূত্রের দাবি, অভিযুক্তের মোবাইল ফোনের ডিজিটাল পরীক্ষায় আফগানিস্তান ও পাকিস্তানভিত্তিক একাধিক নম্বরের সঙ্গে যোগাযোগের প্রমাণ পাওয়া গেছে। এছাড়াও বিদেশি যোগাযোগ রক্ষার জন্য একটি বিশেষ অ্যাপ ব্যবহার করা হত বলেও তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন।

তদন্তে আরও উঠে এসেছে যে উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন শহরের ছবি ও ভিডিও পাকিস্তানে পাঠানো হচ্ছিল বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। ফলে আন্তঃরাজ্য পর্যায়ে বিস্তৃত একটি বড় নেটওয়ার্ক সক্রিয় থাকার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

তদন্তকারীদের ধারণা, এই চক্রটি একাধিক রাজ্যে বিস্তৃত এবং 'স্লিপার সেল'-এর মতো কাঠামোয় কাজ করছিল। নেটওয়ার্কের অন্যান্য সদস্যদের চিহ্নিত করতে এবং এর প্রকৃত বিস্তার নির্ধারণে বিভিন্ন সংস্থা কাজ করছে।

মধ্যপ্রদেশ এটিএসের প্রকাশিত এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, অভিযানের অংশ হিসেবে আরও কয়েকজনকে গ্রেপ্তার ও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। মধ্যপ্রদেশের ধার জেলা থেকে হাজি আজহার নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পাশাপাশি হরিয়ানার নুহ থেকে এক সন্দেহভাজনকে ভোপালে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

এটিএস আরও অভিযোগ করেছে, সৌদি আরবে বসে থাকা এক 'হ্যান্ডলার' যুবকদের উগ্রপন্থা-সংক্রান্ত কার্যকলাপে প্ররোচিত করছিল।

কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, তদন্ত এখনও চলছে। ডিজিটাল তথ্য, আর্থিক লেনদেনের সূত্র এবং যোগাযোগের নথি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্তের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আরও গ্রেপ্তারির সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

রবিবার বটতলা দশমীঘাট এলাকায় বস্ত্র বিতরণ কর্মসূচি। ছবি নিজস্ব।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

মুসুর ডাল দিয়েই বানান হেলদি টেস্টি পাউরুটি

ওজন কমাতে এবং ফিট থাকতে ডায়েটে রাখুন এই উচ্চ-প্রোটিনযুক্ত মুসুর ডালের পাউরুটি, যা আটা বা ময়দা ছাড়াই তৈরি করা যায় অত্যন্ত সহজে। এটি একই সঙ্গে পুষ্টিকর এবং দীর্ঘক্ষণ পেট ভরা রাখতে সাহায্য করে।

আজকাল স্বাস্থ্য সচেতন মানুষের কাছে রোজকার ডায়েটে স্বাস্থ্যকর বিকল্প খুঁজে পাওয়া বেশ বড় চ্যালেঞ্জ। বিশেষ করে যাঁরা ওজন নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছেন বা রিফাইন্ড ময়দা ও গমের আটা খাওয়া কমাতে চাইছেন, তাঁদের অনেকেরই পাউরুটি থাড়া একেবারেই চলে না। কারণ ব্রেকফাস্ট বা বিকেলের খিদেতে অনেকেরই অন্যতম প্রিয় খাবার পাউরুটি।

আপনি যদি এমন কোনও ব্রেড খুঁজে থাকেন যা একই সঙ্গে জিভে জল আনা সুস্বাদু এবং শরীরের জন্য দারুণ পুষ্টিকর, তবে মুসুর ডাল দিয়ে বাড়িতেই বানিয়ে ফেলুন এই পাউরুটি। এর সবচেয়ে বড় বিশেষত্ব হল, এটি বানাতে রিফাইন্ড ময়দা বা গমের আটার একদমই প্রয়োজন পড়ে না। তা সত্ত্বেও এই রুটি বেশ নরম হয় এবং খেতেও চমৎকার লাগে।

মুসুর ডাল উদ্ভিজ প্রোটিন, ফাইবার এবং একাধিক প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদানের উৎস। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হেল্‌থ গবেষণা অনুসারে, ডালে থাকা এই পুষ্টিগুণ দীর্ঘক্ষণ পেট ভরা রাখতে এবং অপ্রয়োজনীয় খিদে নিয়ন্ত্রণ করতে দারুণ সাহায্য করে। তাই যাঁরা নিয়মিত শরীরচর্চা করেন, তাঁরা এটিকে অনায়াসে খাদ্য তালিকায় রাখতে পারেন।

এই পুষ্টিকর ব্রেডটি বাড়িতে তৈরি করার জন্য আপনার প্রয়োজন হবে ৫০ গ্রাম মুসুর ডাল, ২ টেবিল চামচ এক্সট্রা ভার্জিন অলিভ অয়েল, ২ টেবিল চামচ টক দই, ১ চা চামচ নুন, ১ চা চামচ পাপরিকা, ১ চা চামচ রসুন গুঁড়ো, ১ চা চামচ মিক্সড হার্বস, ১ চা চামচ বেকিং পাউডার এবং ২০ গ্রাম ইসবগুলের গুঁড়ো (সিলিয়াম হাস্ক পাউডার)। এছাড়া ওপরে ছড়ানোর জন্য সামান্য তিল লাগবে।

ব্রেড তৈরির প্রথম ধাপে মুসুর ডাল ভালো করে পরিষ্কার জলে ধুয়ে নিয়ে প্রায় দুই ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখতে হবে। ডাল পর্যাপ্ত ভিজে নরম হয়ে গেলে তা মিক্সার জারে বাটা বা ব্লেন্ড করার কাজ অনেক সহজ হয়ে যায়। এরপর বেকিংয়ের মূল কাজ শুরু করার ঠিক আগে ওভেনটিকে ১৮০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় প্রি-হিট করে নিতে হবে।

এবার ভিজিয়ে রাখা নরম ডাল একটি মিক্সার জারে নিয়ে তাতে টক দই, অলিভ অয়েল, নুন, পাপরিকা, রসুনের গুঁড়ো এবং মিক্সড হার্বস যোগ করে খুব ভালোভাবে ব্লেন্ড করে নিন। এই মিশ্রণটি বেশ ঘন তৈরি হবে, তবে খেয়াল রাখতে হবে যেন তা সহজে বেকিং ট্রে-তে ছড়িয়ে দেওয়া যায়। এবার এই ঘন মিশ্রণটি একটি আলাদা পাত্রে ঢেলে নিয়ে তাতে বেকিং পাউডার এবং ইসুবগুলের গুঁড়ো দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। ইসুবগুল মূলত এই মিশ্রণটিকে একটি সুন্দর ও পারফেক্ট ব্রেডের গঠন বা বাইন্ডিং দিতে সাহায্য করে। এরপর একটি বেকিং ট্রে-র ওপর পার্চমেন্ট পেপার বিছিয়ে মিশ্রণটি ঢেলে একটি সুন্দর লোফ বা রুটির আকার দিন এবং ওপরে সামান্য তিল ছড়িয়ে দিন। এবার ১৮০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে ওভেনে ২৫ থেকে ৩০ মিনিট ধরে ব্রেডটি বেক করতে হবে।

ব্রেডের ওপরের অংশ হালকা সোনালি রঙের হয়ে এলে এবং এটি ভালোভাবে জমে বা সেট হয়ে গেলে ওভেন থেকে বের করে নিন। গরম অবস্থা থেকে কিছুটা ঠান্ডা হওয়ার পর এটিকে টুকরো করে কেটে সবুজ চাটনি, ঘন দইয়ের ডিপ কিংবা গরম স্যুপের সঙ্গে পরিবেশন করুন। পরিশোধিত ময়দা না থাকায় এটি প্রচলিত সাদা রুটির তুলনায় অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর এবং ওজন কমাতেও সাহায্য করবে।

মানি প্ল্যান্ট দ্রুত বড় করার উপায় কিভাবে

খুঁজছেন? ঘরের সৌন্দর্য্য বাড়াতে এই ইনডোর প্ল্যান্টের জুড়ি মেলা ভার, কিন্তু সঠিক পরিচর্যার অভাবে অনেক সময় এর বৃদ্ধি থমকে যায়। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, কোনও কঠিন খাটনি ছাড়াই সাধারণ কিছু নিয়মে মানি প্ল্যান্টের লতা ও পাতা দ্রুত বাড়ানো সম্ভব। গাছও থাকবে সতেজ।

ঘরের কোণে বা জানলার পাশে একটি মানি প্ল্যান্ট শুধু যে সৌন্দর্য্য বাড়ায় তা নয়, এর সবুজ পাতা মনকেও সতেজ রাখে। আবার বাস্তুশাস্ত্র অনুযায়ী বাড়িতে মানি প্ল্যান্ট রাখা ভালো। তবে অনেকেই অভিযোগ করেন যে তাঁদের সাধের গাছটি বেঁচে থাকলেও কিছুতেই বড় হচ্ছে না। আসলে সঠিক পদ্ধতিতে পরিচর্য্যা না করলে এই এভারগ্রিন ক্লাইম্বারের বৃদ্ধি এক জায়গায় থমকে যেতে পারে।

মানি প্ল্যান্ট কম আলোতেও বেঁচে থাকতে পারে ঠিকই, তবে দ্রুত বৃদ্ধির জন্য এর প্রয়োজন পর্যাপ্ত কিন্তু পরোক্ষ সূর্যালোক বা ব্রাইট ইনডাইরেক্ট সানলাইট। ঘরের তীব্র অন্ধকার কোণায় রাখলে পাতার আকার ছোট হয়ে যায় এবং লতার মাঝের দূরত্ব বেড়ে গাছকে ফাঁকা দেখায়। তাই গাছটিকে এমন জানলার পাশে রাখুন যেখানে ভোরের নরম রোদ পাওয়া গেলেও দুপুরের কড়া রোদ সরাসরি না লাগে।

গাছে রোজ জল দেওয়ার অভ্যেস থাকলে তা আজই বন্ধ করা প্রয়োজন, কারণ অতিরিক্ত জলের কারণে গাছের শিকড় পচে গিয়ে বৃদ্ধি পুরোপুরি আটকে যায়। টবের মাটির উপরিভাগ আঙুল দিয়ে ছুঁয়ে দেখে যখন সম্পূর্ণ শুকনো মনে হবে, তখনই কেবল নতুন করে জল দেওয়া উচিত। বিশেষজ্ঞরা বলেন, মাটির আর্দ্রতা বুঝে জল দিলে শিকড় পুষ্টি উপাদান ঠিকঠাক শোষণ করতে

পারে এবং লতা দ্রুত বাড়ে। বসন্ত থেকে গরমকাল হল মানি প্ল্যান্টের বাড়বাড়ন্তের আসল সময় এবং এই মরশুমে গাছে সঠিক পুষ্টি দেওয়া অত্যন্ত জরুরি। প্রতি চার থেকে ছয় সপ্তাহ অন্তর জলে গুলে সাধারণ লিকুইড ফার্টিলাইজার বা তরল সার গাছের গোড়ায় ব্যবহার করলে ম্যাজিকের মতো কাজ হয়। তবে অতিরিক্ত সার দিলে শিকড় পুড়ে গিয়ে পাতা হলুদ হয়ে নষ্ট হতে পারে, তাই পরিমাণের দিকে খেয়াল রাখুন।

অনেক সময় গাছের বাইরে কোনও সমস্যা না থাকলেও টবের ভেতরের শিকড় জট পাকিয়ে যায়, যাকে হর্টিকালচারের ভাষায় 'রুট বাউন্ড' বলা হয়ে থাকে। টবের নিচের ড্রেনেজ হোল দিয়ে শিকড় বেরোতে দেখলে বুঝবেন গাছটির এবার বড় ঘরের প্রয়োজন। পুরনো টবের চেয়ে সামান্য বড় সাইজের একটি টবে নতুন উর্বর মাটি দিয়ে গাছটি রিপট করলে শিকড় ছড়ানোর জায়গা পাবে এবং গাছটি দ্রুত বাড়বে।

মানি প্ল্যান্টকে যদি আপনি নীচের দিকে ঝুলিয়ে দেওয়ার চেয়ে ওপরের দিকে ওঠার সুযোগ করে দেন, তবে এর বৃদ্ধির গতি বহুগুণ বেড়ে যায়। একটি কাঠি বা নারকেলের ছোবড়ার তৈরি কোয়ার পোল টবের মাঝখানে পুঁতে তার গায়ে লতা জড়িয়ে দিলে পাতাগুলো দ্রুত বড় ও সতেজ হয়ে ওঠে। ওপরের দিকে ওঠার সময় গাছটি বাড়তি এনার্জি পায়, যা লতার দৈর্ঘ্য নিমেষেই বাড়িয়ে দেয়।

ট্রপিক্যাল অঞ্চলের গাছ হওয়ায় মানি প্ল্যান্ট একটু উষ্ণ পরিবেশ এবং বাতাসে স্বাভাবিক আর্দ্রতা বা হিউমিডিটি বেশি পছন্দ করে। ঘরের তাপমাত্রা আচমকা ওঠানামা করলে বা কনকনে ঠান্ডা হাওয়া লাগলে গাছের বৃদ্ধি থমকে যেতে বাধ্য। সেই কারণে এসি-র হাওয়া সরাসরি লাগে এমন জায়গায় কিংবা শীতকালে সারাক্ষণ খোলা থাকে এমন জানলার পাশে এই গাছ রাখা একদমই উচিত নয়। গাছকে দ্রুত বড় করতে ছাঁটাই বা প্রুনিং করাটা অদ্ভুত শোনালেও, ঘন মানি প্ল্যান্ট পাওয়ার এটাই সবচেয়ে সেরা বৈজ্ঞানিক উপায়। লতার বাড়তি অংশ বুদ্ধি খাটিয়ে ছেঁটে দিলে সেখান থেকে একাধিক নতুন ডালপালা গজায় এবং গাছটি লিকলিকে না হয়ে বেশ খাটো ও ভরতি দেখায়। কাটিং থেকে কেটে নেওয়া লতাগুলো আবার ওই একই টবের মাটিতে পুঁতে দিলে গাছটি আরও ঘন হয়ে উঠবে।

জামায় ঘামের দাগ কি করে দূর করবেন

গরমের দিনে জামায় ঘামের জেদি দাগ এবং হলদেটে ছোপ পড়া খুবই সাধারণ সমস্যা। সাধের পোশাকটি নষ্ট হওয়ার হাত থেকে বাঁচাতে এবং চটজলদি সেই দাগ দূর করতে ৮টি জাদুকরী ঘরোয়া শর্টকাট উপায়। সমপরিমাণ লেবুর রস ও জল একসঙ্গে মিশিয়ে নিন। এবার জামার ঘামের দাগ লাগা অংশে এই মিশ্রণটি স্প্রে করে বা ঢেলে হালকা ঘষুন। লেবুর প্রাকৃতিক অ্যাসিড দাগ নিমেষেই তুলে দেবে।

৩ চামচ বেকিং সোডার সঙ্গে সামান্য জল মিশিয়ে একটি ঘন পেস্ট তৈরি করুন। এই পেস্টটি দাগের ওপর লাগিয়ে একটি পুরনো টুথব্রাশ দিয়ে হালকা হাতে ঘষে আধ ঘণ্টা রেখে দিন। তারপর স্বাভাবিকভাবে ধুয়ে ফেলুন। এক বালতি জলে ১ কাপ সাদা ভিনেগার মিশিয়ে নিন। এবার দাগ লাগা জামাটি ওই জলে অন্তত ৩০ মিনিট ভিজিয়ে রাখুন। ভিনেগারের অ্যাসিড জেদি হলদে ছোপ আলগা করে দেয়। মাথা ব্যথার দুটি অ্যাসপিরিন ট্যাবলেট গুঁড়ো করে আধ কাপ গরম জলে গুলে নিন। এই তরলটি ঘামের দাগের ওপর ঢেলে ২-৩ ঘণ্টা রেখে দিন। এরপর ডিটারজেন্ট দিয়ে ধুয়ে নিলেই দাগ উধাও। ৪ চামচ নুন ১ লিটার গরম জলে গুলে নিন। এবার একটি স্পঞ্জ বা সুতির কাপড় ওই নুন জলে ভিজিয়ে জামার দাগ ধরা অংশে আলতো করে ঘষতে থাকুন, যতক্ষণ না দাগ ফিকে হচ্ছে। ১ ভাগ ডিশওয়াশ লিকুইডের সঙ্গে ২ ভাগ হাইড্রোজেন পারক্সাইড মিশিয়ে দাগের ওপর লাগান। ১ ঘণ্টা রেখে ধুয়ে ফেলুন। বিশেষ করে সাদা জামার হলদে দাগ তুলতে এটি অত্যন্ত কার্যকরী।

সমপরিমাণ ভদকা বা রাবিং অ্যালকোহল ও জল একসঙ্গে মিশিয়ে জামার বগলের বা কলারের দাগে স্প্রে করুন। কিছুক্ষণ রেখে ধুয়ে ফেললে দাগের পাশাপাশি ঘামের দুর্গন্ধও চলে যাবে। জামায় ঘামের দাগ বসার আগেই অর্থাৎ হালকা ভেজা থাকাকালীনই ওই অংশে প্রচুর পরিমাণে ট্যালকম পাউডার ছড়িয়ে ইস্ত্রি করে নিন। পাউডার ঘামের তেল ও দাগ শুষে নেবে, ফলে স্থায়ী দাগ বসবে না।

প্রেসার কুকারেই বানান তুলতুলে স্মোকি তন্দুরি রুটি

ছুটির দিনে গরম গরম ডাল মাখানি বা পনির বাটার মশলার সঙ্গে রেস্তোরাঁ স্টাইল তন্দুরি রুটি খেতে কার না ভালো লাগে বলুন? কিন্তু বাড়িতে তো আর কয়লার বড় তন্দুর থাকে না, তাই ইচ্ছা থাকলেও মনমতো খাস্তা ও স্মোকি রুটি বানানো হয়ে ওঠে না। এবার সেই সমস্যার সমাধান নিয়ে এসেছেন জনপ্রিয় শেফ আমান বিসারিয়া, যার একটি সহজ প্রেসার কুকার হ্যাক আপনার রান্নাঘরের ভোল বদলে দেবে।

এই দুর্দান্ত তন্দুরি রুটি বানানোর জন্য খুব বেশি ঝক্কি পোহাতে হবে না, সাধারণ কিছু উপকরণ হলেই চলবে। আপনার প্রয়োজন ১ কাপ আটা, ১ টেবিল চামচ টক দই, এক চিমটে বেকিং পাউডার, সামান্য নুন এবং ১ চা চামচ তেল। এর সঙ্গে রুটি বেলার সময় উপর থেকে ছড়ানোর জন্য লাগবে সামান্য কালোজিরে, ধনেপাতা কুচি এবং পরিবেশনের জন্য বেশ কিছুটা মাখন বা ঘি।

প্রথমে একটি বড় পাত্রে আটা, টক দই, বেকিং পাউডার, নুন এবং তেল একসঙ্গে ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। এরপর অল্প অল্প করে জল মিশিয়ে প্রায় ৫ থেকে ৭ মিনিট ধরে ঠেসতে হবে, যতক্ষণ না একটি নরম ও মসৃণ মণ্ড তৈরি হচ্ছে। মাখা হয়ে গেলে আটার মণ্ডটি ঢাকা দিয়ে অন্তত ২০ মিনিট রেখে দিতে হবে, যা রুটিগুলোকে ভেতর থেকে নরম করতে সাহায্য করবে। আটা সেট হয়ে যাওয়ার পর তা থেকে সমান আকারের কয়েকটি লেচি কেটে নিতে হবে। এবার লেচিগুলো নিয়ে মাঝারি পুরু করে রুটি বেলে নিন, খেয়াল রাখবেন রুটি যেন খুব বেশি পাতলা না হয়ে যায়। একটু মোটা করে বেললে তন্দুরি রুটির আসল টেক্সচার পাওয়া যায় এবং আগুনের আঁচেও সেটি ভেতর থেকে নরম ও তুলতুলে থাকে। রুটি বেলা হয়ে গেলে তার একদিকের পিঠে ব্রাশ দিয়ে সামান্য জল ভালো করে মাখিয়ে নিতে হবে। এই জল দেওয়ার ধাপটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটিই রুটিটিকে প্রেসার কুকারের ভেতরের দেওয়ালে আটকে থাকতে সাহায্য করবে। ঠিক যেভাবে ঐতিহ্যবাহী মাটির তন্দুরের গায়ে রুটি আটকে দেওয়া হয়, এখানেও সেই একই নিয়ম কাজ করবে।

এবার গ্যাসে প্রেসার কুকারটি উপুড় করে বসিয়ে বেশ ভালোমতো গরম করে নিতে হবে। কুকার গরম হলে জলের প্রলেপ দেওয়া রুটির দিকটি সাবধানে কুকারের ভেতরের দেওয়ালে চেপে আটকে দিন। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখবেন রুটিটি ফুলতে শুরু করেছে এবং তার গায়ে হালকা বাদামি রঙের ছোট ছোট দাগ বা বাবল দেখা যাচ্ছে।

রুটির একদিকটা একটু সেঁকা হয়ে গেলেই প্রেসার কুকারটি সাবধানে হাতল ধরে উল্টে সরাসরি আগুনের শিখার ওপর ধরতে হবে। কুকারটি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে চারপাশ থেকে এমনভাবে ধরুন যাতে রুটির ওপরের পিঠটি সরাসরি আগুনের তাপে চমৎকারভাবে পুড়ে যায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখবেন রুটির গায়ে রেস্তোরাঁর মতো সুন্দর গাঢ় পোড়া দাগ বা চারকোল স্পট তৈরি হয়ে গিয়েছে।

রুটি পুরোপুরি সেঁকা হয়ে গেলে একটি চিমটের সাহায্যে আলতো করে কুকারের দেওয়াল থেকে সেটি ছাড়িয়ে প্লেটে নামিয়ে নিন। এবার গরম রুটির ওপর ইচ্ছেমতো গলানো মাখন বা ঘি ব্রাশ করে পরিবেশন করুন সাধের ডাল মাখনি, চিকেন কারি কিংবা কাবাবের সঙ্গে। কোনও রেস্তোরাঁর বিল না বাড়িয়ে বাড়িতেই তৈরি এই ধোঁয়া ওঠা স্মোকি তন্দুরি রুটি প্রথম কামড়েই বাড়ির সবাইকে চমকে দেবে।

লোহার তাওয়াকেই সহজ ভাবে চমৎকার নন-স্টিক প্যানে পরিণত করা যেতে পারে

চিকিৎসকরা ননস্টিক প্যান ব্যবহার করতে বারণ করেন। লোহার তাওয়াকেই সহজ ৫টি ঘরোয়া ধাপে চমৎকার নন-স্টিক প্যানে পরিণত করতে পারবেন। কীভাবে? জেনে নিন শেফ সঞ্জীব কাপুরের বিশেষ কিচেন হ্যাকস।

নন-স্টিক প্যান রান্না সহজ করলেও এর রাসায়নিক কোটিং শরীরের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে এবং এই কারণেই আজকাল চিকিৎসকেরা লোহা বা কাস্ট আয়রনের বাসন ব্যবহারের পরামর্শ দিচ্ছেন। লোহার চাটুতে রান্না করলে খাবারে প্রাকৃতিক উপায়ে আয়রনের মাত্রা বাড়ে যা অ্যানিমিয়ার মতো সমস্যা দূর করতে সাহায্য করে কিন্তু অনেকেই এই বাসনে খাবার আটকে যাওয়ার ভয়ে রান্না করতে চান না। তবে চিন্তা নেই কারণ শেফ সঞ্জীব কাপুর থেকে শুরু করে পুষ্টিবিদরা জানাচ্ছেন যে মাত্র কয়েকটি ঘরোয়া ধাপে সাধারণ লোহার তাওয়াকেই একদম মসৃণ নন-স্টিক বানিয়ে ফেলা সম্ভব।

লোহার তাওয়া নন-স্টিক করার প্রথম ধাপে চাটুটিকে গরম জল দিয়ে খুব ভালো করে পরিষ্কার করে ধুয়ে নিতে হবে। এই পরিষ্কার করার প্রক্রিয়ায় কোনও ধরনের কড়া ডিটারজেন্ট বা ডিশওয়াশার লিকুইড ব্যবহার করা থেকে একদম বিরত থাকতে হবে। ধোয়ার ঠিক পরপরই একটি পরিষ্কার শুকনো সুতির কাপড় বা কিচেন টাওয়েল দিয়ে তাওয়াটি সম্পূর্ণ মুছে শুকিয়ে নিতে হবে যাতে কোনওভাবেই মরচে না পড়ে। দ্বিতীয় ধাপে শুকনো ও পরিষ্কার লোহার তাওয়াটি গ্যাসের ওভেনে বসিয়ে মাঝারি আঁচে অন্তত ২ থেকে ৩ মিনিট ভালো করে গরম করে নিতে হবে। চাটুটি ঠিকঠাক গরম হলে তার ওপর ১ টেবিল চামচ রান্নার তেল ঢেলে চারদিকে সমানভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে। এই সেজনিং প্রক্রিয়ার জন্য সর্ষের তেল, বাদাম তেল বা সূর্যমুখীর মতো বেশি ধোঁয়া ওঠা বা হাই-স্মোক-পয়েন্ট তেল ব্যবহার করা সবচেয়ে কার্যকরী।

তৃতীয় ধাপে তাওয়ার ওই গরম তেলের ওপর ২ থেকে ৩ চামচ সাধারণ নুন সমানভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে। নুন ও তেলের এই মিশ্রণসহ তাওয়াটিকে পুনরায় মাঝারি আঁচে আরও ২ থেকে ৩ মিনিট ভালো করে গরম হতে দিতে হবে। এরপর গ্যাস বন্ধ করে একটি পরিষ্কার নরম সুতির কাপড় বা টিস্যু পেপার দিয়ে আলতো করে ঘষে সমস্ত নুন তাওয়া থেকে পুরোপুরি পরিষ্কার করে ফেলে দিতে হবে।

চতুর্থ তথা শেষ ধাপে তাওয়াটিতে আরও একবার সামান্য তেল মাখিয়ে একদম কম আঁচে ৫ থেকে ৭ মিনিট বসিয়ে রাখতে হবে। এরপর গ্যাস বন্ধ করে তেলসহ তাওয়াটি স্বাভাবিক তাপমাত্রায় আসা পর্যন্ত সম্পূর্ণ ঠান্ডা হওয়ার জন্য রেখে দিতে হবে। চাটু ঠান্ডা হলে ওপরের অতিরিক্ত তেলটুকু টিস্যু দিয়ে আলতো করে মুছে নিলেই আপনার লোহার তাওয়া রান্নার জন্য সম্পূর্ণ তৈরি হয়ে যাবে।

বিখ্যাত শেফ সঞ্জীব কাপুর একটি চমৎকার কিচেন হ্যাকস শেয়ার করে জানিয়েছেন যে লোহার চাটুতে ধোসা বা অমলেটের ব্যাটার যাতে আটকে না যায় তার জন্য একটি সহজ উপায় রয়েছে। রান্না শুরু করার আগে একটি পেঁয়াজ অর্ধেক কেটে তেলে ডুবিয়ে তাওয়ার ওপর ভালো করে ঘষে গরম করে নিলেই চাটু চমৎকার কাজ করবে। পেঁয়াজ ব্যবহার করতে না চাইলে একটি পরিষ্কার মসলিন কাপড় তেলে ভিজিয়ে তাওয়ার ওপর বুলিয়ে নিলেও একই উপকার পাওয়া যায়।

ন্যাশনাল লাইব্রেরি অফ মেডিসিনের একটি গবেষণা অনুসারে লোহার বাসনে রান্না করলে খাবারের পুষ্টিগুণ এবং রক্তের হিমোগ্লোবিনের মাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। তবে মনে রাখতে হবে যে লোহার চাটু বা কড়াইতে কখনও লেবুর রস বা টমেটোর মতো কোনও অ্যাসিডিক উপাদান দিয়ে রান্না করা উচিত নয়। টক জাতীয় খাবার লোহার সংস্পর্শে এলে খাবারে ধাতব স্বাদ চলে আসে এবং প্যানের তৈলাক্ত কোটিং নষ্ট হয়ে যায়। পুষ্টিবিদদের মতে পালং শাক, আলু-বেগুন, রাজমা, ছোলা বা ভিন্দির মতো পদ লোহার বাসনে রান্না করলে তার স্বাদ ও পুষ্টি বহুগুণ বেড়ে যায়। তবে যাদের শরীরে অতিরিক্ত আয়রনের সমস্যা বা হিমোক্রোমাটোসিস রয়েছে তাদের লোহার বাসনে রান্না করা খাবার এড়িয়ে চলাই শ্রেয়। সেই সঙ্গেই মনে রাখবেন লোহার চাটুতে রান্না শেষ হওয়া মাত্রই খাবারটি দ্রুত অন্য পাত্রে ঢেলে নিতে হবে।

সবজির খোসা দিয়েই বানিয়ে ফেলুন টোস্টের স্প্রেড, চিপস

রান্নাঘরে রান্নার পর সবজির খোসা, ডাঁটা কিংবা অবশিষ্টাংশ ফেলে দেন সকলেই। কিন্তু একটু বুদ্ধি খাটালেই এই ফেলনা অংশগুলো দিয়ে চমৎকার সব পদ তৈরি করা সম্ভব। পরিবেশ বাঁচানোর পাশাপাশি খাবারের স্বাদ বাড়াতে এই জিরো-ওয়েস্ট রান্না আপনার পেট আর মন দুই-ই ভরাবে।

বিটের খোসা দিয়েই বানিয়ে ফেলুন চমৎকার লালচে রঙের ক্রিস্পি স্ন্যাক্স। সামান্য অলিভ অয়েল আর পছন্দের মশলা মাখিয়ে ওভেনে বেক করে নিলেই তৈরি হয়ে যাবে মুচমুচে চিপস। বিটমুলের খোসার এই চিপস বিকেলের আড্ডায় বা স্যালাডের টপিং হিসেবে দারুণ জমে যাবে।

ব্রকোলির ফুলগুলো রান্না করার পর অনেকেই এর শক্ত ডাঁটাটি ডাস্টবিনে ফেলে দেন। অথচ এই ডাঁটা পাতলা করে কেটে রসুন, সোয়া সস এবং তিল দিয়ে স্টার-ফ্রাই করলে চমৎকার সাইড ডিশ তৈরি হয়। এটি যেমন পুষ্টিকর, তেমনই খেতেও দারুণ সুস্বাদু ও ক্রাঞ্চি। গাজরের উপরের সবুজ পাতাগুলো সাধারণত সকলেই ফেলে দেন। অথচ এই

পাতাগুলো দিয়ে ইতালীয় স্টাইলের সুস্বাদু পেস্তো সস বানিয়ে নিতে পারেন। অলিভ অয়েল, বাদাম, রসুন আর চিজের সঙ্গে গাজরের পাতা ব্লেন্ড করে নিলেই তৈরি হবে পাস্তা বা টোস্টের স্প্রেড। আলুর খোসা দিয়ে তৈরি চিপস কিন্তু আলুর চিপসের চেয়েও বেশি মুচমুচে হতে পারে। খোসাগুলোর সঙ্গে সামান্য তেল, নুন এবং প্যাপরিকা পাউডার মাখিয়ে এয়ার-ফ্রাই বা বেক করে নিন। মুচমুচে এই স্ন্যাক্সটি একবার খেলে আপনি আর কখনও আলুর খোসা ফেলবেন না। পেঁয়াজের খোসা, গাজরের প্রান্ত, মাশরুমের ডাঁটা আর ধনেপাতার কাণ্ড জমিয়ে রাখুন ফ্রিজে। এই সব উপাদান একসঙ্গে রসুন ও মশলা দিয়ে ফুটিয়ে বানিয়ে নিন খাঁটি ভেজিটেবল স্টক। স্যুপ, বা তরকারি রান্নায় এই ঘরোয়া স্টক ব্যবহার করলে স্বাদ দ্বিগুণ হয়ে যায়। তরমুজ খাওয়ার পর ভেতরের সাদা অংশটি আমরা অনেকেই ফেলে দেন। অথচ পেঁয়াজ, টমেটো এবং ভারতীয় মশলা দিয়ে এই অংশটির একটি চমৎকার ডালনা বা কারি রান্না করা যায়। ভাতের সঙ্গে এই ইউনিক পদটি মুখে দিলে কেউ ধরতেই পারবে না এটি কী দিয়ে তৈরি হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

বৃহৎ পরিসরে উদ্ভাবন করছে। ভারত টেকসই ভবিষ্যতের জন্য উদ্ভাবন করছে। ভারত সমগ্র বিশ্বের জন্য উদ্ভাবন করছে।"

ফরাসি রাষ্ট্রপতি ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ-এর সঙ্গে যৌথভাবে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী।

প্রযুক্তিগত উন্নয়ন নিয়ে ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন, দেশের মূল লক্ষ্য হল "মানবতার জন্য প্রযুক্তি" এবং মানবকেন্দ্রিক উদ্ভাবন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, "উদ্ভাবন ভারতের ডিএনএ-তে রয়েছে।" তাঁর মতে, নতুন চিন্তা, সৃজনশীলতা এবং সমস্যা সমাধানের মানসিকতা ভারতের সংস্কৃতি ও জীবনধারার অবিচ্ছেদ্য অংশ।

ভারত-ফ্রান্স সম্পর্কের প্রশংসা করে প্রধানমন্ত্রী জানান, দুই দেশের সম্পর্ক অভিন্ন মূল্যবোধ, পারস্পরিক আস্থা এবং অভিন্ন স্বার্থের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে।

তিনি বলেন, নিরাপত্তা থেকে টেকসই উন্নয়ন, কৌশলগত সহযোগিতা থেকে উদ্ভাবনবিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারত ও ফ্রান্সের অংশীদারিত্ব ক্রমশ শক্তিশালী হচ্ছে।

মোদি বলেন, "ভারত-ফ্রান্স অংশীদারিত্ব নিরাপত্তা থেকে টেকসই উন্নয়ন পর্যন্ত বিস্তৃত।"

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ফরাসি রাষ্ট্রপতি ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ প্রধানমন্ত্রী মোদির উপস্থিতিকে ফ্রান্সের জন্য সম্মানের বিষয় বলে উল্লেখ করেন।

তিনি ভারতের নেতৃত্বে ১২ বছর পূর্ণ করার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানান এবং ভারত-ফ্রান্স সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করতে তাঁর ভূমিকার প্রশংসা করেন।

'ভারত ইনোভেটস ২০২৬' অনুষ্ঠানে ভারত, ফ্রান্স এবং অন্যান্য দেশের শীর্ষস্থানীয় স্টার্টআপ, ভেঞ্চার ক্যাপিটাল সংস্থা, উদ্ভাবক এবং প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞরা অংশগ্রহণ করেছেন।

এদিকে,ফ্রান্সের নিস শহরে 'ভারত ইনোভেটস' শীর্ষ সম্মেলনের উদ্বোধনের আগে ভারত, ফ্রান্স এবং অন্যান্য দেশের নির্বাচিত বিনিয়োগকারী ও ভেঞ্চার ক্যাপিটাল সংস্থার প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি উদ্ভাবন ও প্রযুক্তিকেন্দ্রিক এই সম্মেলনের যৌথ উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী মোদি এবং ফরাসি রাষ্ট্রপতি ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ।এই সম্মেলনে ভারত, ফ্রান্স এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শীর্ষস্থানীয় স্টার্টআপ, বিনিয়োগকারী, উদ্যোক্তা এবং প্রযুক্তি ক্ষেত্রের অংশীদাররা অংশগ্রহণ করবেন। উদ্ভাবন, বিনিয়োগ এবং পারস্পরিক সহযোগিতার নতুন সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করাই হবে এই সম্মেলনের মূল লক্ষ্য।

বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর এই বৈঠক এমন এক সময়ে অনুষ্ঠিত হল, যখন ভারত ও ফ্রান্স তাদের বিশেষ বৈশ্বিক কৌশলগত অংশীদারিত্বের আওতায় উদীয়মান প্রযুক্তি, উদ্ভাবন এবং উদ্যোক্তা ক্ষেত্রে সহযোগিতা আরও গভীর করার চেষ্টা করছে।মনে করা হচ্ছে, 'ভারত ইনোভেটস' শীর্ষ সম্মেলন দুই দেশের স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমের মধ্যে সম্পর্ক আরও মজবুত করার পাশাপাশি সীমান্ত-পেরিয়ে বিনিয়োগ বৃদ্ধির একটি গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ হয়ে উঠবে।

এদিকে নিসে প্রধানমন্ত্রী মোদি ও রাষ্ট্রপতি ম্যাক্রোঁর মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হওয়ারও কথা রয়েছে। সেখানে ভারত-ফ্রান্স সম্পর্কের সামগ্রিক অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হবে।সূত্রের খবর, উদ্ভাবন, প্রযুক্তি, বাণিজ্য, প্রতিরক্ষা সহযোগিতা এবং অন্যান্য কৌশলগত বিষয় নিয়ে দুই নেতার মধ্যে বিস্তারিত আলোচনা হতে পারে। এর মাধ্যমে দুই দেশের ক্রমবর্ধমান বহুমাত্রিক সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হবে বলে মনে করা হচ্ছে।প্রধানমন্ত্রী মোদির ফ্রান্স সফর ১৩ জুন থেকে ১৮ জুন পর্যন্ত চলবে। সফরসূচিতে রয়েছে ফ্রান্সের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ শহর নিস, এভিয়াঁ এবং প্যারিস ফ্রান্সে পৌঁছনোর পর নিসে ভারতীয় প্রবাসী সম্প্রদায়ের সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন প্রধানমন্ত্রী। সেই অভিজ্ঞতার কথা সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ শেয়ার করে তিনি লেখেন, "নিসের ভারতীয় সম্প্রদায়ের কাছ থেকে স্মরণীয় অভ্যর্থনা পেয়েছি। তারা দেশ থেকে হাজার হাজার কিলোমিটার দূরে থাকলেও ভারতের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক আগের মতোই অটুট রয়েছে।"ফ্রান্সে পৌঁছনোর পর আরেকটি পোস্টে প্রধানমন্ত্রী জানান, তাঁর এই সফরের কর্মসূচি নিস, এভিয়াঁ এবং প্যারিস এই তিন শহরকে কেন্দ্র করেই অনুষ্ঠিত হবে।

ত্রিপুরা গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার ঃ সনোয়াল

● প্রথম পাতার পর

মোদি সরকারের গত ১২ বছরের মূল ভিত্তি। এই সময়ে প্রশাসন আরও স্বচ্ছ, প্রযুক্তিনির্ভর এবং জনমুখী হয়েছে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দূরদর্শী নেতৃত্ব ভারতকে আত্মবিশ্বাসী ও সক্ষম রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত উন্নয়নের সুফল পৌঁছে গেছে এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলও তার অন্যতম বড় উপকারভোগী।

ত্রিপুরার উন্নয়নের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, একসময় যোগাযোগ ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতায় পিছিয়ে থাকা এই রাজ্য আজ নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছে। উন্নত সড়ক যোগাযোগ, রেল পরিষেবার সম্প্রসারণ, ডিজিটাল সংযোগ এবং আধুনিক অবকাঠামো ত্রিপুরাকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে আরও নিবিড়ভাবে যুক্ত করেছে। ফলে কৃষি, ব্যবসা ও শিল্পক্ষেত্রে নতুন সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

ত্রিপুরার বিখ্যাত কুইন আনারসের আন্তর্জাতিক বাজারে ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রসঙ্গ তুলে ধরে তিনি বলেন, উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা ও বাজার সংযোগের ফলে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কৃষিপণ্য এখন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রপ্তানির সুযোগ পাচ্ছে। এর মাধ্যমে কৃষক এবং গ্রামীণ অর্থনীতি সরাসরি উপকৃত হচ্ছে।

নারী ও যুবশক্তির ক্ষমতায়নের বিষয়েও বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। তিনি বলেন, বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্প, দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি, স্বনিযুক্তি উদ্যোগ এবং প্রত্যক্ষ আর্থিক সহায়তা প্রকল্পের মাধ্যমে নারী ও যুবসমাজ দেশের উন্নয়নের মূলধারায় যুক্ত হয়েছে। বর্তমানে তরুণ প্রজন্মের সামনে উদ্ভাবন, স্টার্টআপ এবং উদ্যোগ গড়ে তোলার নতুন নতুন সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সামগ্রিক পরিবর্তনের প্রসঙ্গে সোনোয়াল বলেন, একসময় দেশের প্রান্তিক অঞ্চল হিসেবে পরিচিত উত্তর-পূর্বাঞ্চল এখন জাতীয় উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে এসেছে। উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, শান্তিচুক্তি, বৃহৎ অবকাঠামো বিনিয়োগ এবং জনমুখী প্রশাসনের ফলে এই অঞ্চলের প্রকৃত সম্ভাবনার বিকাশ ঘটেছে। বর্তমানে উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে ভারতের 'অষ্টলক্ষ্মী' এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রবেশদ্বার হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে।

এদিন প্রগতি পথ যাত্রার অংশ হিসেবে গুরখাবস্তিতে নির্মীয়মাণ বহুতল সরকারি অফিস কমপ্লেক্সের অগ্রগতি পর্যালোচনা করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। তিনি বলেন, এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে প্রশাসনিক পরিষেবা আরও গতিশীল হবে এবং সাধারণ মানুষের কাছে সরকারি পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া সহজতর হবে। একইসঙ্গে তিনি মুখ্যমন্ত্রী ড. মানিক সাহার নেতৃত্বে রাজ্যে অবকাঠামো উন্নয়ন ও প্রশাসনিক সংস্কারের প্রশংসা করেন।

পরিবেশ সংরক্ষণের গুরুত্ব তুলে ধরে 'এক পেড় মা কে নাম' কর্মসূচিতে বৃক্ষরোপণের সময় সোনোয়াল বলেন, মা এবং প্রকৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের এই উদ্যোগ পরিবেশ রক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। উন্নয়নের পাশাপাশি পরিবেশ সংরক্ষণকেও সমান গুরুত্ব দিতে হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

সর্বানন্দ সোনোয়াল আরও বলেন, গত ১২ বছরে গৃহীত পদক্ষেপগুলি ২০৪৭ সালের মধ্যে 'বিকশিত ভারত' গড়ার লক্ষ্যে একটি শক্তিশালী ভিত্তি তৈরি করেছে। তিনি দেশের নাগরিকদের অমৃত কালের এই যাত্রায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে জাতি গঠনের কাজে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা বলেন, উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলি দেশের মূলভাগের উন্নয়ন কর্মযজ্ঞের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ক্রমশ এগিয়ে চলছে। এই অঞ্চলের রাজ্যগুলির জিডিপি বৃদ্ধি, পর্যটনের উন্নয়ন, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির অ্যাক্ট ইস্ট পলিসির মাধ্যমেই সম্ভবপর হচ্ছে। এবছর প্রথমবারের মতো নীতি আয়োগ আলাদা করে উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রীদের নিয়ে উক্ত অঞ্চলের উন্নয়নমূলক কাজ নিয়ে বৈঠক করেছে। যা উত্তর পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সদর্থক মনোভাবেরই প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও মন্ত্রী পরিষদের সদস্যদের নিয়ে টিম ইন্ডিয়া হিসেবে দেশের উন্নয়নের কাজ করা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর চিন্তাধারা সমূহ দেশের জনগণের সার্বিক কল্যাণে রাজ্য সরকারগুলিও বাস্তবায়ন করছে। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন সরকারের আমলে দেশের জনগণের মধ্যে নতুন গতি সঞ্চারিত হয়েছে। জনগণের মনের মধ্যে এসেছে আত্মবিশ্বাস, জাগ্রত হচ্ছে জনকল্যাণের স্পৃহা। মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির চিন্তাধারার ভুয়সী প্রশংসা করে এক পের মা কে নাম, মেরা মাটি মেরা দেশ, সীমান্ত গ্রাম, অমৃতবাটিকা, হর ঘর তিরাঙ্গা, স্টার্টআপ ইন্ডিয়া, ডিজিটাল ইন্ডিয়া, ইউপিআই লেনদেন, জিএসটি ব্যবস্থা চালু সহ কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণমুখী প্রকল্প নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

রাজ্যের উন্নয়নের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন বর্তমানে রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা দিক থেকে সমগ্র দেশের রাজ্য গুলির মধ্যে নিচের দিক থেকে ত্রিপুরা দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। ক্যাবিনেট থেকে শুরু করে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থা পর্যন্ত ই-অফিস চালু, সুশাসন বিভাগ চালু করা হয়েছে। রাজ্যের প্রায় সব অংশের জনগণকে স্বাস্থ্য বীমার আওতায় আনা সম্ভবপর হয়েছে। জি.এস.ডি.পি. ও মাথাপিছু আয় এর দিক দিয়ে ত্রিপুরা উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। বর্তমানে রাজ্যে এক লক্ষ আট হাজারের উপর লাখপতি দিদি রয়েছেন। আগামী দিনে এই সংখ্যা আরো ২৫ হাজার বাড়ানোর লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে বলে মুখ্যমন্ত্রী জানান।

মেমু ট্রেন

● প্রথম পাতার পর

ট্রেন পরিষেবা চালু হলে জ্বালানি সাশ্রয় এবং পরিবেশবান্ধব পরিবহণ ব্যবস্থার প্রসারেও ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।

ট্রায়াল রানে অংশ নেওয়া লোকো পাইলট ও রেলকর্মীরা প্রাথমিকভাবে ট্রেনের কার্যকারিতা নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। ট্রায়াল চলাকালীন ট্রেনের পারফরম্যান্স সন্তোষজনক ছিল বলে জানা গেছে।

এদিকে সাব্রুম ও দক্ষিণ ত্রিপুরার বাসিন্দারা এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন। তাদের মতে, নিয়মিত বৈদ্যুতিক মেমু পরিষেবা চালু হলে দক্ষিণ ত্রিপুরার সঙ্গে রাজ্যের অন্যান্য অংশের যোগাযোগ আরও সহজ ও দ্রুত হবে। একইসঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা এবং পর্যটন ক্ষেত্রেও এর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে বলে আশা প্রকাশ করেছেন স্থানীয়রা।

রেল কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে আগামী দিনে ত্রিপুরায় নিয়মিত বৈদ্যুতিক ট্রেন পরিষেবা চালুর পথ আরও সুগম হবে বলে মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল।

বোঝাই লরি

● প্রথম পাতার পর

মুহূর্তের মধ্যেই ভারসাম্য হারিয়ে লরিটি রাস্তার উপর উল্টে পড়ে।

দুর্ঘটনার বিকট শব্দ শুনে আশপাশের ব্যবসায়ী ও স্থানীয় বাসিন্দারা ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। পরে লরিচালক গাড়ি থেকে নিরাপদে বেরিয়ে আসেন। তাঁর অভিযোগ, রাস্তার নিচে থাকা বড় গর্ত বা দুর্বল অংশ যথাযথভাবে ভরাট না করেই উপরিভাগে পিচঢালাই করা হয়েছে। এর ফলেই রাস্তার অংশ ভেঙে গিয়ে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে।

এলাকাবাসীর অভিযোগ, শুরু থেকেই রাস্তা সংস্কারের কাজে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার এবং নির্মাণে অনিয়মের অভিযোগ উঠছিল। পথচারী ও স্থানীয় বাসিন্দারা একাধিকবার কাজের গুণগত মান নিয়ে প্রশ্ন তুললেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে পর্যাপ্ত তদারকি করা হয়নি বলে অভিযোগ রয়েছে।তবে রবিবার ছুটির দিন হওয়ায় রাস্তায় মানুষের চলাচল তুলনামূলকভাবে কম ছিল। ফলে বড় ধরনের দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়েছে। অন্যথায় প্রাণহানির আশঙ্কাও ছিল বলে মনে করছেন স্থানীয়রা। ঘটনার পর স্মার্ট সিটি প্রকল্পের আওতায় চলা উন্নয়নমূলক কাজের মান নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। স্থানীয় বাসিন্দারা রাস্তা সংস্কারের কাজে ব্যবহৃত উপকরণ ও নির্মাণ প্রক্রিয়ার নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানিয়েছেন। পাশাপাশি ভবিষ্যতে এ ধরনের দুর্ঘটনা এড়াতে নির্মাণকাজে কঠোর নজরদারি ও গুণগত মান নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়েছেন তারা।

থানায় আশ্রয়

● প্রথম পাতার পর

ছেলের মধ্যে বড় ছেলে সরকারি চাকরিজীবী এবং ছোট ছেলে বাচ্চু সরকার পেশায় অটোচালক।

বৃদ্ধার অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে ছোট ছেলে বাচ্চু সরকার তাঁর ওপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালিয়ে আসছে। শুধু তাই নয়, তাঁকে নিয়মিত খাবার না দিয়ে উল্টো প্রতি মাসে তাঁর কাছ থেকে দুই হাজার টাকা করে নিয়ে যায়। শনিবারও একইভাবে ছেলের নির্যাতনের শিকার হন তিনি। অভিযোগ, ওই দিন বাচ্চু সরকার একটি চেয়ার দিয়ে তাঁর ওপর হামলা চালায়, যার ফলে তিনি আহত হন।

প্রাণনাশের আশঙ্কায় বৃদ্ধা রানুবালা সরকার আমতলী থানায় গিয়ে ছেলের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তবে অভিযোগ দায়েরের পরও পুলিশ এখনও ঘটনাস্থলে যায়নি এবং অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়নি বলে দাবি তাঁর। রবিবার সকালে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে যাওয়ার পথে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে কান্নাজড়িত কণ্ঠে রানুবালা সরকার বলেন, 'আমি বাঁচতে চাই, তোমরা আমাকে বাঁচাও।' তাঁর এই আর্তনাদ উপস্থিত সকলকে আবেগাপ্লুত করে তোলে।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা রাজ্য মহিলা কমিশন ও পুলিশ প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত এবং অভিযুক্তের বিরুদ্ধে দ্রুত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন। এখন দেখার বিষয়, অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ প্রশাসন এবং মহিলা কমিশন কী পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং নির্যাতিত বৃদ্ধা মা ন্যায়বিচার পান কি না।

বিরোধী দলনেতা

● প্রথম পাতার পর

করেন, এখনও পর্যন্ত কলেজ কর্তৃপক্ষকে যথাযথভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে বলে জানা যায়নি।মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসকের নেতৃত্বে ম্যাজিস্ট্রেট তদন্তের সিদ্ধান্ত নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, এমন সংবেদনশীল ঘটনার প্রকৃত সত্য উদঘাটনে বিচার বিভাগীয় বা উচ্চপর্যায়ের স্বাধীন তদন্তই অধিক গ্রহণযোগ্য হবে। সিপিআই(এম)-এর পক্ষ থেকে মনীষা দাসের পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর আশ্বাস দিয়ে বিরোধী দলনেতা বলেন, পরিবারের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে রাজ্য সরকারের উদ্যোগী হওয়া উচিত।এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে আনন্দনগর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এক ছাত্রীকে দীর্ঘ সময় আটকে রেখে নির্যাতনের অভিযোগ সম্পর্কেও প্রতিক্রিয়া জানান জিতেন্দ্র চৌধুরী। তিনি ঘটনার তীব্র নিন্দা করে দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ এবং নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানান।

দেহ উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

পরিবারের সদস্যরা ঘরের ভেতরে শ্যামসুন্দরের ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে উদ্ধার করে আগরতলার জিবি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ হাসপাতালে পৌঁছে প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া শুরু করে। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে না পাওয়া পর্যন্ত মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা সম্ভব নয়। এটি আত্মহত্যা নাকি অন্য কোনও কারণে মৃত্যু হয়েছে, তা তদন্ত এবং ময়নাতদন্তের রিপোর্টের ভিত্তিতেই স্পষ্ট হবে। ঘটনায় শোকস্তব্ধ হয়ে পড়েছেন পরিবারের সদস্যরা। পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

কিশোরের মৃত্যু

● প্রথম পাতার পর

ছায়া নেমে আসে। অকালেই পরিবারের একমাত্র সন্তানকে হারিয়ে ভেঙে পড়েছেন পরিজনরা। কান্নায় ভারী হয়ে ওঠে গোটা পরিবেশ।স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, বর্ষাকালে বজ্রপাতের ঘটনা বেড়ে যাওয়ায় জনসাধারণকে আরও বেশি সতর্ক থাকার প্রয়োজন রয়েছে। বিশেষ করে খোলা জায়গায় অবস্থান না করা এবং প্রতিকূল আবহাওয়ার সময় নিরাপদ আশ্রয়ে থাকার জন্য সচেতনতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন তারা। এই মর্মান্তিক ঘটনায় এলাকাবাসী গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন।

সড়ক নিরাপত্তা সচেতনতায় ধর্মনগরে আর্ট প্রতিযোগিতা ও সচেতনতা কর্মসূচি

ধর্মনগর, ১৪ জুন সড়ক দুর্ঘটনা রোধ এবং ট্রাফিক আইন সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে রবিবার ধর্মনগর কালিবাড়ি প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয় আর্ট প্রতিযোগিতা ও রোড সেফটি অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম। ধর্মনগর ট্রাফিক ইউনিট ও স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, ধর্মনগর শাখার যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে।

প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীরা সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ক চিত্রাঙ্কনের মাধ্যমে ট্রাফিক নিয়ম মেনে চলার বার্তা তুলে ধরে। হেলমেট ও সিটবেল্ট ব্যবহার, গাড়ি চালানোর সময় মোবাইল ফোন ব্যবহার না করা এবং মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি না চালানোর মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ট্রাফিক বিভাগের ডিএসপি দেবজ্যোতি সিনহা, ধর্মনগর থানার এসআই মনোজ পাল, ট্রাফিক বিভাগের এএসআই অতিকা রঞ্জন দাসসহ অন্যান্য পুলিশ ও প্রশাসনিক আধিকারিকরা। উপস্থিত অতিথিরা শিক্ষার্থী ও সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে সড়ক নিরাপত্তা বিধি মেনে চলার আহ্বান জানান।

ডিএসপি দেবজ্যোতি সিনহা বলেন, "সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধে প্রশাসনের পাশাপাশি নাগরিকদেরও সচেতন হতে হবে। ছোটবেলা থেকেই শিশু-কিশোরদের মধ্যে ট্রাফিক নিয়ম সম্পর্কে শিক্ষা ও সচেতনতা গড়ে তুলতে পারলে ভবিষ্যতে দুর্ঘটনার হার অনেকটাই কমানো সম্ভব।"

অনুষ্ঠান শেষে অংশগ্রহণকারীদের উৎসাহিত করা হয় এবং নিরাপদ ও সচেতন সমাজ গঠনে সড়ক নিরাপত্তা সংক্রান্ত বার্তা প্রচারের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। উপস্থিত অতিথিরা আশা প্রকাশ করেন, এ ধরনের উদ্যোগ ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

ভলেন্টিয়ার ব্লাড ডোনার অ্যাসোসিয়েশন এবং কমলপুর মহকুমা হাসপাতালের যৌথ উদ্যোগে রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ১৪ জুন: বিশ্ব রক্তদাতা দিবস উপলক্ষে কমলপুর ভলেন্টিয়ার ব্লাড ডোনার অ্যাসোসিয়েশন এবং কমলপুর মহকুমা হাসপাতালের যৌথ উদ্যোগে রবিবার কমলপুর মহকুমা হাসপাতালে এক স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়।

মানবতার সেবায় এবং জরুরি প্রয়োজনে রক্তের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে রবিবার কমলপুর মহকুমা হাসপাতালে এক স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়।আয়োজিত এই কর্মসূচিতে এলাকার বহু স্বেচ্ছাসেবী ও রক্তদাতা অংশগ্রহণ করেন।অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী পর্বে উপস্থিত ছিলেন কমলপুর মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক শুভাশিস দাস, কমলপুর ভলেন্টিয়ার ব্লাড ডোনার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি অর্জুন দেব, সমাজসেবী তপন যাদব সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

বক্তারা তাঁদের বক্তব্যে বলেন, রক্তদান একটি মহৎ মানবিক কাজ। একজন স্বেচ্ছা রক্তদাতার দান করা রক্ত একাধিক মানুষের জীবন বাঁচাতে পারে। তাই সমাজের সকল সুস্থ ও সচেতন নাগরিককে নিয়মিত রক্তদানে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তাঁরা। এদিনের রক্তদান শিবিরে উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে বহু যুবক-যুবতী স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। আয়োজকদের পক্ষ থেকে রক্তদাতাদের ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানানো হয়। বিশ্ব রক্তদাতা দিবসের এই উদ্যোগ মানবতার সেবায় এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে বলে মত প্রকাশ করেন উপস্থিত অতিথিরা।

ফিলিপাইনে শক্তিশালী ভূমিকম্পে মৃত ৬১ আহত ১,৪০০-র বেশি

ম্যানিলা, ১৪ জুন (আইএএনএস): ফিলিপাইনের দক্ষিণাঞ্চলীয় মিন্ডানাও দ্বীপের উপকূলে ৮ জুন আঘাত হানা ৭.৮ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্পে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৬১-এ পৌঁছেছে। এখনও নিখোঁজ রয়েছেন ৪০ জন। আহত হয়েছেন অন্তত ১,৪০৩ জন বলে রবিবার জানিয়েছে দেশটির জাতীয় দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল (এনডিআরআরএমসি)।

এনডিআরআরএমসি-র তথ্য অনুযায়ী, ভূমিকম্পে ৭৫,৩০০-রও বেশি পরিবার, অর্থাৎ ৩ লক্ষ ৪৬ হাজারের বেশি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। ৪৫ হাজারেরও বেশি মানুষকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যেতে হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ১২,৬০০-রও বেশি বাড়ি। সংস্থাটি জানিয়েছে, ভূমিকম্পের জেরে অন্তত ৪৫টি আনুষঙ্গিক ঘটনা ঘটেছে, যার মধ্যে অধিকাংশই ভূমিধস। এছাড়া ৪৫টি সড়ক, আটটি সেতু, একটি বিমানবন্দর এবং দুটি সমুদ্রবন্দরের পরিষেবা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কৃষি, পশুপালন এবং মৎস্য শিল্পেও ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। ৪৮টি শহর ও পৌর এলাকায় বিদ্যুৎ পরিষেবা ব্যাহত হয়েছে।

ফিলিপাইন ইনস্টিটিউট অব ভলকানোলজি অ্যান্ড সিসমোলজি জানিয়েছে, স্থানীয় সময় সকাল ৭টা ৩৭ মিনিটে ভূমিকম্পটি আঘাত হানে। ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল ছিল মিন্ডানাও দ্বীপের সারাঙ্গানি প্রদেশের মাসিম শহরের উপকূল থেকে প্রায় ৩২ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে। ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল ভূপৃষ্ঠের ৩৩ কিলোমিটার গভীরে।

এর আগে ফিলিপাইনের সিভিল ডিফেন্স অফিসের মুখপাত্র জুনি কাস্তিয়ো জানিয়েছিলেন, দক্ষিণ কোটাবাটোর জেনারেল সান্তোস শহরে অন্তত ১০ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। সেখানে এখনও অন্তত ১২ জন নিখোঁজ রয়েছেন।

কর্তৃপক্ষের মতে, ধ্বংসাবশেষ ভেঙে পড়া, ভবন ধস এবং ভূমিধসের কারণে অধিকাংশ মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। ফিলিপাইন ন্যাশনাল পুলিশ জানিয়েছে, প্রাথমিকভাবে অন্তত ১৩৪ জন আহত হয়েছিলেন।

জেনারেল সান্তোস শহরে একটি দোতলা স্কুল ভবন ধসে পড়ে। সেই সময় ভবনের ভিতরে কয়েকজন পড়ুয়া আটকে পড়েছিলেন বলে জানা গেছে। প্রশাসন এখনও ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তথ্য যাচাই করছে। সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং রেস্তোরাঁর ভবন ধসে পড়ার দৃশ্য দেখা গিয়েছে। বহু বাণিজ্যিক ভবনেও কাঠামোগত ক্ষতি হয়েছে। বিভিন্ন দোকান ও প্রতিষ্ঠানের সাইনবোর্ড ভেঙে পড়েছে এবং জানালার কাচ চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে। আতঙ্কিত বাসিন্দারা দ্রুত ঘরবাড়ি ছেড়ে খোলা জায়গায় আশ্রয় নেন।

গ্রীষ্মকালীন ছুটির পর ফিলিপাইনের স্কুলগুলি পুনরায় খোলার অল্প সময়ের মধ্যেই এই শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হানে। বিভিন্ন স্কুলের সিসিটিভি ফুটেজে প্রবল কম্পনের দৃশ্য ধরা পড়েছে। শিক্ষক ও পড়ুয়ারা তড়িঘড়ি ভবন থেকে বেরিয়ে যান অথবা বেঞ্চের নিচে আশ্রয় নেন।

স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে শিক্ষা দফতরের তথ্য উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে, ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত স্কুলের সংখ্যা বেড়ে ৮,৬৪২-এ পৌঁছেছে। ছয়টি অঞ্চলের ৪৩টি শিক্ষা বিভাগের অধীনে থাকা স্কুলগুলি এর আওতায় রয়েছে।

অসমের চার ঐতিহ্যবাহী পণ্য পেল জিআই স্বীকৃতি, গ্রামীণ জীবিকা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণে নতুন দিগন্ত

গুয়াহাটি, ১৪ জুন (আইএএনএস): অসমের চারটি ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক ও হস্তশিল্পজাত পণ্য ভৌগোলিক নির্দেশক (জিআই) স্বীকৃতি লাভ করেছে। ভারতের জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশনস রেজিস্ট্রি এই স্বীকৃতি প্রদান করেছে, যা রাজ্যের আদিবাসী ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং গ্রামীণ জীবিকার উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক বলে মনে করা হচ্ছে।

নতুন করে জিআই স্বীকৃতি পাওয়া চারটি পণ্য হল কার্বি আংলং হ্যান্ডলুম পণ্য, অসম বিহু পেপা, অসম বাঁশশিল্প (বাঁশের হস্তশিল্প) এবং দেউরি হ্যান্ডলুম পণ্য। এই পণ্যগুলি অসমের ঐতিহ্যবাহী কারুশিল্প, জনজাতীয় সংস্কৃতি এবং সাংস্কৃতিক পরিচয়ের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিনিধিত্ব করে।

এই জিআই নিবন্ধন প্রক্রিয়ায় সহায়তা ও সমন্বয় করেছে কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য জাতীয় ব্যাংক (ন্যাবার্ড)। সংস্থাটি দীর্ঘদিন ধরেই অসমের বিশেষ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন পণ্যগুলির জিআই স্বীকৃতির জন্য কাজ করে আসছে।

ন্যাবার্ড অসমের মুখ্য মহাব্যবস্থাপক লোকেন দাস বলেন, এই স্বীকৃতি সংশ্লিষ্ট পণ্যগুলির স্বকীয়তা ও বিশ্বাসযোগ্যতাকে আরও শক্তিশালী করবে এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে তাদের সম্ভাবনাও বৃদ্ধি করবে।

তিনি বলেন, "এই স্বীকৃতি শুধু পণ্যগুলির পরিচয় ও মৌলিকত্বকে সুরক্ষিত করবে না, বরং তাদের বাজার সম্ভাবনাকেও বহুগুন বাড়িয়ে তুলবে। এই অর্জনের মাধ্যমে ন্যাবার্ডের সহায়তায় জিআই স্বীকৃতি পাওয়া পণ্যের সংখ্যা ১২-তে পৌঁছেছে, যা ঐতিহ্যনির্ভর গ্রামীণ জীবিকার প্রসারে একটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য।"

অসম তার সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের জন্য সুপরিচিত। রাজ্যের হ্যান্ডলুম শিল্প, দেশজ হস্তশিল্প এবং লোকসংস্কৃতি বহু প্রজন্ম ধরে গ্রামীণ সমাজের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

কর্তৃপক্ষের মতে, জিআই স্বীকৃতির ফলে এই পণ্যগুলি নকল বা অননুমোদিত ব্যবহারের বিরুদ্ধে আইনি সুরক্ষা পাবে। একই সঙ্গে শিল্পী, তাঁতি ও কারুশিল্পীদের জন্য উন্নত বাজার, অধিক মূল্য এবং বৃহত্তর স্বীকৃতির সুযোগ তৈরি হবে।

এই উদ্যোগের ফলে রাজ্যের হাজার হাজার গ্রামীণ শিল্পী, কারিগর ও তাঁতির নতুন অর্থনৈতিক সুযোগ সৃষ্টি হবে বলে আশা করা হচ্ছে। পাশাপাশি তাদের প্রাচীন দক্ষতা ও ঐতিহ্যও সংরক্ষিত থাকবে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রসঙ্গে লোকেন দাস জানান, ন্যাবার্ড জিআই পণ্যগুলিকে কেন্দ্র করে একটি পূর্ণাঙ্গ পরিবেশভিত্তিক উন্নয়ন কৌশল গ্রহণ করতে চায়। এর মধ্যে ব্র্যান্ডিং, বিপণন, দক্ষতা বৃদ্ধি, বাজার সংযোগ এবং উদ্যোগ বিকাশের মতো বিষয়গুলিকে গুরুত্ব দেওয়া হবে।

ন্যাবার্ডের মতে, এখন শুধু স্বীকৃতি অর্জন নয়, বরং একটি শক্তিশালী মূল্যশৃঙ্খল (ভ্যালু চেইন) গড়ে তোলাই প্রধান লক্ষ্য, যাতে জিআই স্বীকৃত পণ্যগুলি টেকসই ও লাভজনক জীবিকার উৎসে পরিণত হতে পারে।

দাস বলেন, "আমাদের মূল লক্ষ্য হল জিআই স্বীকৃত পণ্যগুলিকে টেকসই, সম্প্রসারণযোগ্য এবং লাভজনক জীবিকার সুযোগে রূপান্তর করা, একই সঙ্গে অসমের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক গ্রামীণ উন্নয়ন নিশ্চিত করা।"

সাম্প্রতিক এই স্বীকৃতিগুলি অসমের ক্রমবর্ধমান জিআই পণ্যের তালিকাকে আরও সমৃদ্ধ করেছে এবং গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নে ঐতিহ্যগত জ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সম্পদকে কাজে লাগানোর প্রচেষ্টাকে আরও জোরদার করেছে।

"জনতার দরবার" কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জুন: গ্রামীণ জনগণের সুখ-দুঃখ, দাবি-দাওয়া ও আর্থিক স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে রবিবার ২৯ কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের ২০,২১ও ২২ নং বুথের মহারানীপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় অনুষ্ঠিত হলো "জনতার দরবার" কর্মসূচি। মহারানীপুর কালী মন্দির সংলগ্ন কমিউনিটি হল ঘরে আয়োজিত জনতার দরবার কর্মসূচিতে সকাল থেকেই গ্রামবাসীদের ব্যাপক উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ২৯ কৃষ্ণপুর মণ্ডলের সহ-সভাপতি গোপাল দাস, খোয়াই জেলা পরিষদের সদস্য রঞ্জিত সরকার,গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও অন্যান্য জনপ্রতিনিধিবা।সভায বিশেষভাবে গুরুত্ব পায় গ্রামীণ মহিলাদের অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা। মন্ত্রী তুঁত চাষ ও রেশম শিল্পকে কেন্দ্র করে মহিলাদের স্বাবলম্বী হওয়ার সম্ভাবনার কথা তুলে ধরেন। তিনি জানান, সরকারি উদ্যোগে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মহিলারা রেশম শিল্পে যুক্ত হয়ে আয়ের নতুন পথ তৈরি করতে পারবেন।পাশাপাশি তিনি জানান, জিরানিয়া মহকুমার চম্পকনগরে শীঘ্রই রেশম শিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু হতে চলেছে, যেখানে তুঁত চাষ ও রেশম উৎপাদন বিষয়ে আধুনিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।"জনতার দরবার" সভায় এলাকাবাসীরা সরাসরি রাস্তা-ঘাটের বেহাল অবস্থা, পানীয় জলের সংকট, বিদ্যুৎ পরিষেবার অনিয়মসহ বিভিন্ন পরিকাঠামোগত সমস্যার কথা তুলে ধরেন। পাশাপাশি বার্ধক্য ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, রেশন কার্ড সংশোধন ও বিপিএল রেশন কার্ড সংক্রান্ত একাধিক ব্যক্তিগত আবেদনও মন্ত্রীর কাছে জমা পড়ে।সমস্ত অভিযোগ ও আবেদন মনোযোগ সহকারে শোনেন মন্ত্রী এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলিকে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন বলে জানা গেছে।তিনি বলেন, জনগণের সমস্যা সমাধানই সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার এবং দ্রুত সমাধানই প্রশাসনের লক্ষ্য।সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মন্ত্রী শিক্ষা ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, বাল্যবিবাহ রোধ এবং যুব সমাজকে নেশার করাল গ্রাস থেকে দূরে রাখার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি গ্রামীণ মহিলাদের স্বনির্ভর করার ক্ষেত্রে রেশম শিল্প ও তুঁত চাষকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে উল্লেখ করেন।এই কর্মসূচিতে গ্রামবাসীদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো, বিশেষ করে মহিলাদের অংশগ্রহণ ছিল উল্লেখযোগ্য। "পাশে সরকার" এই আহ্বানকে সামনে রেখে আয়োজিত এই জনতার দরবারকে ঘিরে এলাকায় ইতিবাচক সাড়া দেখা যায়।

কৈলাশহরে কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা

কৈলাশহর, ১৪ জুন: শিক্ষাক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জনকারী ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করতে কৈলাশহরের ইংলিশ মিডিয়াম নেতাজি বিদ্যাপীঠ স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র সংসদের উদ্যোগে এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। রবিবার অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের কৃতী ও উদীয়মান ছাত্র-ছাত্রীদের সম্মাননা প্রদান করা হয়।অনুষ্ঠানে মোট ২০ জন কৃতী ছাত্র-ছাত্রীকে মেমেন্টো ও সম্মাননা স্মারক প্রদান করে সংবর্ধিত করা হয়। আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, বর্তমান প্রজন্মের সাফল্যকে স্বীকৃতি দেওয়া এবং আগামী দিনের নেতৃত্ব গড়ে তুলতে তাদের অনুপ্রাণিত করাই এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের সদ্য প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক সিত দত্ত, বর্তমান স্কুল ইনচার্জ সর্বাণী দাস, প্রাক্তন ছাত্র সংসদের সম্পাদক গৌরব রায় এবং সভাপতি দেবপ্রিয় সিনহাসহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

বক্তারা তাদের বক্তব্যে ছাত্র-ছাত্রীদের অধ্যবসায়, পরিশ্রম ও সাফল্যের প্রশংসা করেন এবং ভবিষ্যতে আরও বড় সাফল্য অর্জনের জন্য উৎসাহ জোগান। তারা বলেন, শিক্ষার্থীদের এই ধরনের সম্মাননা তাদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করার পাশাপাশি অন্য শিক্ষার্থীদেরও ভালো ফলাফল অর্জনে উদ্বুদ্ধ করবে।

অনুষ্ঠানটি শিক্ষার্থী, অভিভাবক এবং প্রাক্তনীদের উপস্থিতিতে এক আন্তরিক ও উৎসবমুখর পরিবেশে সম্পন্ন হয়।

বিশ্রামগঞ্জ হাসপাতালে অ্যাম্বুলেন্স চালকের ঘরে ভেঙে পড়ল বিশাল তুলা গাছ, অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচলেন চালক

বিশ্রামগঞ্জ, ১৪ জুন: অল্পের জন্য বড়সড় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেলেন বিশ্রামগঞ্জ হাসপাতালের ১০২ নম্বর অ্যাম্বুলেন্সের এক চালক। রবিবার একটি বৃহৎ আকারের তুলা গাছ ভেঙে হাসপাতাল চত্বরে অবস্থিত অ্যাম্বুলেন্স চালকদের আবাসিক কক্ষের উপর পড়ে গেলে এই ঘটনা ঘটে।

জানা যায়, হাসপাতাল প্রাঙ্গণে থাকা বিশাল একটি পুরনো তুলা গাছ আচমকাই ভেঙে পড়ে ১০২ অ্যাম্বুলেন্স চালক রূপন দেবনাথের কক্ষের উপর। ঘটনার সময় তিনি ঘরের ভেতরেই অবস্থান করছিলেন। গাছ ভেঙে পড়ার বিকট শব্দ শুনে দ্রুত সতর্ক হয়ে তিনি খাটের নিচে আশ্রয় নেন। ফলে বড় ধরনের দুর্ঘটনা এড়িয়ে অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা পান।

গাছটি ভেঙে পড়ায় ঘরের একাংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং এলাকায় আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ঘটনাস্থলে ছুটে আসে এবং পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে।

বিশ্রামগঞ্জ হাসপাতালের চিকিৎসক ডা. দেববীর দাস জানান, ঘটনার বিষয়ে বন দপ্তর, বিশালগড় মহকুমা প্রশাসন এবং বিদ্যুৎ বিভাগকে অবহিত করা হয়েছে। দ্রুত গাছটি অপসারণ এবং ক্ষয়ক্ষতির মূল্যায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলিকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানানো হয়েছে। এই ঘটনায় কেউ আহত না হলেও অল্পের জন্য একটি বড় দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়েছে বলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।

শিশু সাহিত্য বিষয়ে শ্রুতি-র মাসিক সাহিত্য সভা অনুষ্ঠিত

আগরতলা, ১৪ জুন: শিশুদের সৃজনশীল বিকাশ ও সাহিত্যচর্চাকে উৎসাহিত করতে রবিবার সন্ধ্যা ৬টায় আগরতলার শ্রুতি সভাগৃহে অনুষ্ঠিত হলো মাসিক সাহিত্য আসর। এ মাসের আলোচ্য বিষয় ছিল ‘শিশু সাহিত্য’। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিশু সাহিত্যিক বিমলেন্দ্র চক্রবর্তী।

অনুষ্ঠানের সূচনায় গল্পকার সমিত রায়চৌধুরী-র রচিত শিশুতোষ গল্প ‘ভীতু ভূত’ পাঠ করেন পরিচিতা রায়চৌধুরী। এরপর শ্রুতির শিক্ষার্থীরা বিমলেন্দ্র চক্রবর্তীর বিভিন্ন কবিতা আবৃত্তি করে শোনায়। পাশাপাশি শিশু-কিশোররা নিজেদের লেখা গল্প ও কবিতা পাঠ করে তাদের সাহিত্য প্রতিভার পরিচয় দেয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন লেখক ও কমিকস রচয়িতা অলক দাশগুপ্ত, বিশিষ্ট বাচিকশিল্পী উদয়শংকর ভট্টাচার্য-সহ সাহিত্য ও সংস্কৃতি জগতের একাধিক ব্যক্তিত্ব।

আলোচনা পর্বে বিমলেন্দ্র চক্রবর্তী শিশুদের সামগ্রিক বিকাশে এ ধরনের সাহিত্যভিত্তিক আয়োজনের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, সাহিত্য ও সৃজনশীলতার প্রতি ভালোবাসা থেকেই প্রকৃত ও সার্থক সৃষ্টি সম্ভব। ছোটদের নিয়মিত পড়াশোনা, সাহিত্যচর্চা ও কল্পনাশক্তির বিকাশে উৎসাহিত করার ওপরও তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

বর্তমান সময়ে শিশুদের মোবাইল ফোন ব্যবহারের প্রসঙ্গ তুলে ধরে তিনি অভিভাবকদের সতর্ক থাকার আহ্বান জানান। প্রযুক্তির ইতিবাচক ব্যবহার নিশ্চিত করার পাশাপাশি শিশুদের বইপড়া ও সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের প্রতি আরও বেশি করে আগ্রহী করে তোলার পরামর্শ দেন তিনি।

সাহিত্য, আবৃত্তি ও সৃজনশীল পরিবেশনার মধ্য দিয়ে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠা অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন ইন্দ্রানী চন্দ। উপস্থিত সাহিত্যপ্রেমী ও অভিভাবকরা শিশুদের পরিবেশনা এবং সাহিত্যচর্চার প্রতি তাদের আগ্রহের ভূয়সী প্রশংসা করে

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ আইজিএম : ২৩২-৫৬০৬, টি এম সি : ২৩৭ ০৫০৪ চক্ষুব্যাঙ্ক : ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স :** একতা সংস্থা : ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল : ২৫১-৯৯০০, সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা : ৯৮৬২৫৭০১১৬/ সংহতি ক্লাব : ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, অনীক ক্লাব : ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, রামকৃষ্ণ ক্লাব : ৮৭৯৪১৬৮৮১ শতদল সংঘ : ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) : ৯৭৭৪১১৬৬২৪, রেডক্রস সোসাইটি : ২৩১-৯৬৭৮, টিআরটিসি : ২৩২৫৬৮৫, এগিয়ে চলো সংঘ : ৯৪৩৬১২১৪৮৮, লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় : ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, মানব ফাউন্ডেশন: ২৩২৬১০০। চাইল্ড লাইন : ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক :** জিবি : ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), আইজিএম: ২৩২-৫৭৩৬, আই এল এস : ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ কসমোপলিটন ক্লাব : ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান :** নব অঙ্গীকার ৮৭৯৪৫১৪৩১১, সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি : ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, সমাজ কল্যাণ ক্লাব : ৯৭৭৪৬৭০২৪২, সংযোগ সংঘ : ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট : ২৩৮-৫৮৫২, ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন : ২৩৮-৬৪২৬, রিলিভার্স : ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন : ৮৯৭৪৫৮১৮১০, ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি : ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) : ৮৭২৯৯১১২৩৬, আগন্তুক ক্লাব : ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন : ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস :** প্রধান স্টেশন : ১০১/২৩২-৫৬৩০, বাধারঘাট : ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, কুঞ্জবন : ২৩৫-৩১০১, মহারাজগঞ্জ বাজার : ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ :** পশ্চিম থানা : ২৩২-৫৭৬৫, পূর্ব থানা : ২৩২-৫৭৭৪, আমতলী থানা : ২৩৭-০৩৫৮, এয়ারপোর্ট থানা : ২৩৪-২২৫৮, সিটি কন্ট্রোল : ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ :** বনমালীপুর : ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। দুর্গা চৌমুহনী : ২৩২-০৭৩০, জিবি : ২৩৫-৬৪৪৮। বড়দোয়ালী : ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ আইজিএম : ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর** এয়ার ইন্ডিয়া : ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর : ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, ইন্ডিগো : ২৩৪-১২৬৩, স্পাইস জেট : ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস :** রিজার্ভেশন : ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস :** টি আর টি সি বিল্ডিং : ২৩২-৫৬৮৫। আগরতলা রেলস্টেশন : ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সংকটে প্রতিবাদে রবিবার নিদয়া বাজারে সিপিআইএমের মিছিল ও সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঠালিয়া, ১৪ জুন: দ্রব্যমূল্যের লাগামহীন ঊর্ধগতি ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলছে, অপরদিকে কর্মসংস্থান হ্রাস পাচ্ছে! এই অবস্থায় গ্রামীণ এলাকার বাজার গুলিতে কোনরকম নিয়ন্ত্রণ নেই প্রশাসনের। এতে করে গ্রামীণ এলাকার মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত ও শারীরিক শ্রম খাটিয়ে অন্যের কাজ করে তাদের অবস্থা আরো করুন।

এই কথাগুলি রবিবার ধনপুর বিধানসভার অন্তর্গত নিদয়া বাজারে সিপিআইএম নিদয়া অঞ্চল কমিটির উদ্যোগে তিনটি পঞ্চায়েত এলাকার বামপন্থী নেতাকর্মীরা সংঘটিত হয়ে জনগণকে ও সরকারকে জানান দিতে গিয়ে প্রকাশ্য বাজারে মিছিল ও বাজার সভা অনুষ্ঠিত করা হয়

মোটামুটি অত্র এলাকার বামপন্থী নেতা কর্মীদের উপস্থিতি ভালই ছিল। বিকেল পাঁচটায় প্রশাসনের অনুমতি নিয়ে শুরু হয় মিছিল পরিক্রমা বাজার এলাকায় এবং বাণিজ্যিক এলাকার বুক চিরে যাওয়া সোনামুড়া টু বিলোনিয়া বাইপাস সড়কের একটা অংশ। মিছিল শেষে রাস্তার পাশে অনুষ্ঠিত হয় সভা। ওই সভাতে সভাপতিত্ব করেন তপন কর। বক্তা ছিলেন সিপিআইএম সোনামুড়া মহকুমা সম্পাদক তথা বিধায়ক শ্যামল চক্রবর্তী ও অঞ্চল সম্পাদক বিপ্ল আশ্চর্য। অন্যান্য বিশিষ্ট নেতৃতাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএম সোনামুড়া মহকুমা সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য আব্দুল করিম , প্রবীণ বামপন্থী নেতৃত্ব ননী পাল সহ অন্যান্য কর্মীরা।

সোনামুড়ায় পুলিশের বড় সাফল্য, বাড়ির মাটির নিচ থেকে উদ্ধার ১২৯ কেজিরও বেশি গাঁজা

সোনামুড়া, ১৪ জুন: মাদকবিরোধী অভিযানে বড় সাফল্য পেল সোনামুড়া থানার পুলিশ। গোপন সূত্রের ভিত্তিতে পরিচালিত এক বিশেষ অভিযানে সোনামুড়া থানার অন্তর্গত কমলনগর এলাকায় এক সন্দেহভাজন মাদক পাচারকারীর বাড়ি থেকে ১২৯ কেজি ৮০০ গ্রাম শুকনো গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, শনিবার গভীর রাতে সোনামুড়া থানার ওসি তাপস দাসের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশবাহিনী ও টিএসআরের জওয়ানদের নিয়ে ওই বাড়িতে তল্লাশি অভিযান চালানো হয়। তবে পুলিশের উপস্থিতির খবর পেয়ে অভিযুক্ত ব্যক্তি বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যায়।

তল্লাশি চলাকালীন বাড়ির একটি ঘরের মাটির নিচে পুঁতে রাখা অবস্থায় তিনটি ড্রাম উদ্ধার করা হয়। পরে ড্রামগুলি খুলে তার ভেতর থেকে মোট ১২৯ কেজি ৮০০ গ্রাম শুকনো গাঁজা উদ্ধার করে পুলিশ। উদ্ধারকৃত মাদকদ্রব্য সোনামুড়া থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, উদ্ধার হওয়া গাঁজার বাজারমূল্য প্রায় ২৬ লক্ষ টাকা। ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিকে গ্রেফতারের জন্য তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ।

অভিযান প্রসঙ্গে সোনামুড়া থানার ওসি তাপস দাস জানান, মাদক পাচার ও মাদক কারবারের বিরুদ্ধে পুলিশের অভিযান ভবিষ্যতেও একইভাবে জারি থাকবে। সমাজকে মাদকের করাল গ্রাস থেকে মুক্ত করতে পুলিশ কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশ এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত অন্যান্য ব্যক্তিদের খুঁজে বের করার জন্য তদন্ত শুরু করেছে।

পেনশন পুনর্বিন্যাস ও সমতা ভিত্তিক পেনশন ব্যবস্থার দাবিতে ফোরাম অব সিভিল পেনশনার্স এসোসিয়েশনের কনভেনশন অনুষ্ঠিত

আগরতলা, ১৪ জুন: কেন্দ্রীয় সরকারি, আধা সরকারি ও স্বশাসিত সংস্থার অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের পেনশন পুনর্বিন্যাসসহ বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে রবিবার আগরতলার মুক্তধারা অডিটোরিয়ামে এক কনভেনশনের আয়োজন করে ফোরাম অব সিভিল পেনশনার্স এসোসিয়েশন, ত্রিপুরা রাজ্য।

কনভেনশনে বক্তারা অভিযোগ করেন, অষ্টম বেতন কমিশন গঠনের ঘোষণা হলেও অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের পেনশন পুনর্বিন্যাস ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার বিষয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও সুস্পষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। পাশাপাশি ২০২৫ সালের অর্থ বিলের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার ‘ভেলিডেশন অ্যাক্ট’ কার্যকর করে পুরনো ও নতুন পেনশনারদের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে বলেও তারা দাবি করেন।

বক্তারা জানান, এই বৈষম্যমূলক নীতির বিরুদ্ধে দেশের প্রায় ৬৯ লক্ষ পেনশনারের সংগঠন গত এক বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে আন্দোলন ও গণআন্দোলনের কর্মসূচি পালন করে আসছে। ত্রিপুরাতেও ফোরাম অব সিভিল পেনশনার্স এসোসিয়েশনের উদ্যোগে বিভিন্ন প্রতিবাদী কর্মসূচি সংগঠিত হয়েছে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ন্যাশনাল কো-অর্ডিনেশন কমিটি অব পেনশনার্স এসোসিয়েশনের ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল দ্বিজেন্দ্র কুমার দেবনাথ। তিনি পেনশনারদের দীর্ঘদিনের দাবি-দাওয়ার বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের পাশাপাশি সংগঠিত আন্দোলন আরও জোরদার করার আহ্বান জানান।

কনভেনশনে পেনশন ব্যবস্থায় সমতা প্রতিষ্ঠা, পুরনো ও নতুন পেনশনারদের মধ্যে বৈষম্য দূরীকরণ, পেনশন পুনর্বিন্যাস এবং অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার দাবিতে একাধিক প্রস্তাব গৃহীত হয়। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীরা এতে অংশগ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানে সংগঠনের কনভেনার ড. ভূপাল চন্দ্র সিনহা, সভাপতি নির্ণয় সিন্ধু দেবসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। বক্তারা জানান, দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত তাদের গণতান্ত্রিক আন্দোলন অব্যাহত থাকবে।

চে গুয়েভারার জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে রক্তদান শিবির, শ্রদ্ধা নিবেদন বিরোধী দলনেতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জুন: বিপ্লবী নেতা চে গুয়েভারার জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে সিপিআই(এম)-এর সদর বিভাগীয় কমিটির উদ্যোগে রবিবার এক রক্তদান শিবির ও স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরীসহ দলের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ও কর্মী-সমর্থকরা।

অনুষ্ঠানের শুরুতে চে গুয়েভারার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মাধ্যমে তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন উপস্থিত নেতৃত্ব। পরে রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করা হয়। এদিন বহু স্বেচ্ছাসেবী রক্তদান কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী চে গুয়েভারার সংগ্রামী জীবন, আদর্শ এবং বিশ্বব্যাপী শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে তাঁর লড়াইয়ের ইতিহাস তুলে ধরেন। তিনি বলেন, চে গুয়েভারা শুধুমাত্র একজন বিপ্লবী নেতা নন, তিনি ন্যায়, সাম্য ও মানবমুক্তির সংগ্রামের এক অনন্য প্রতীক। তাঁর আদর্শ আজও বিশ্বের কোটি কোটি মানুষকে অনুপ্রাণিত করে চলেছে।

সভায় অন্যান্য বক্তারাও চে গুয়েভারার জীবনাদর্শ ও বিপ্লবী চেতনার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। তাঁরা বলেন, সমাজ পরিবর্তনের সংগ্রামে চে গুয়েভারার আদর্শ আজও প্রাসঙ্গিক এবং নতুন প্রজন্মের কাছে তা পৌঁছে দেওয়া অত্যন্ত জরুরি। অনুষ্ঠানে দলের বিভিন্ন স্তরের নেতৃবৃন্দ, কর্মী-সমর্থক এবং সাধারণ মানুষ উপস্থিত ছিলেন। জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত রক্তদান শিবিরকে কেন্দ্র করে উৎসাহ-উদ্দীপনার পরিবেশ লক্ষ্য করা যায়।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির শাসনকালের ১২ বছর পূর্তি উপলক্ষে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা

আগরতলা, ১৪ জুন: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের ১২ বছর পূর্তি উপলক্ষে আগরতলা পুর নিগমের ২০ নম্বর ওয়ার্ডে বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক ও সামাজিক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। তারই অংশ হিসেবে রবিবার স্মৃতি ক্লাব প্রাঙ্গণে কচিকাঁচাদের নিয়ে এক বসে আঁকো প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

ওয়ার্ডের উদ্যোগে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় ২০ নম্বর ওয়ার্ডের ৫০ জনেরও বেশি প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। শিশুদের উৎসাহ ও সৃজনশীলতা বিকাশের লক্ষ্যে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

প্রতিযোগিতার বিশেষ আকর্ষণ ছিল, এখানে কাউকে বিজয়ী বা পরাজিত ঘোষণা করা হয়নি। অংশগ্রহণকারী সকল শিশুকেই পুরস্কৃত করা হয়। ওয়ার্ডের কর্পোরেটর রত্না দত্তের উদ্যোগে প্রতিযোগীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে কর্পোরেটর রত্না দত্ত সাংবাদিকদের জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকারের ১২ বছর পূর্তি উপলক্ষে আগামী কয়েকদিন ধরে ওয়ার্ডে একাধিক সামাজিক ও জনমুখী কর্মসূচি পালন করা হবে। তিনি বলেন, শিশুদের প্রতিভা বিকাশ এবং তাদের মধ্যে সৃজনশীল চর্চাকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যেই এই বসে আঁকো প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে।

তিনি আরও জানান, সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড এবং জনকল্যাণমূলক উদ্যোগ সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আগামী দিনগুলিতেও বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে অভিভাবক ও শিশুদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। আয়োজকদের পক্ষ থেকে ভবিষ্যতেও এ ধরনের সৃজনশীল ও শিক্ষামূলক কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

ত্রিপুরা বার অ্যাসোঃ নির্বাচন
সভাপতি পদে পৃথা দেব পাল, সহ-সভাপতি পদে জিবন কৃষ্ণ সেন ও সম্পাদক পদে ভাস্কর দেববর্মা জয়ী

নিজস্ব সংবাদদাতা, আগরতলা, ১৩ জুন: ত্রিপুরা বার এসোসিয়েশনের নির্বাচনে জয় জয়কার সংবিধান বাঁচাও মঞ্চের প্রার্থীদের। ত্রিপুরা বার অ্যাসোসিয়েশন নির্বাচন ২০২৬-২০২৮-এর ভোট নির্বাচনে ১৮৬ ভোট পেয়ে সভাপতি পদে নির্বাচিত হয়েছেন পৃথা দেব পাল। সহ-সভাপতি পদে জিবন কৃষ্ণ সেন ২২১ ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছেন। সম্পাদক পদে ভাস্কর দেববর্মা ২৯৮ ভোটে জয়ী হয়েছেন। সহকারী সম্পাদক (মহিলা সংরক্ষিত) পদে মল্লিকা সাহা ৩১৯ ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছেন। সহকারী সম্পাদক পদে ভবানী রঞ্জন ভট্টাচার্য ২১৯ ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছেন। মহিলা সংরক্ষিত সদস্য পদে সর্বাধিক ৩২২ ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছেন রুথি দেববর্মা। তাঁর পরে রয়েছেন লিখা ভৌমিক (২৮০), ভান্ডারী রিয়াং (২৩৭)ভোট পেয়েছেন।

সাধারণ সদস্য পদে সর্বোচ্চ ৩৪২ ভোট পেয়ে শীর্ষস্থান দখল করেছেন স্বরূপ পণ্ডিত। তাঁর পরেই রয়েছেন নীলাদ্রি মুখার্জি (৩১৩), দেবব্রত দেবনাথ (৩০৬), কিশলয় রায় (২৯১), দেবজ্যোতি দেবনাথ (২৭১) অনির্বাণ লোধ (২৬৬), অর্পণ দাস (২৬৬)।

দীর্ঘক্ষণ বিদ্যুৎ বিভ্রাট নিয়ে তামিলনাড়ু সরকারকে নিশানা ডিএমকের, অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি

চেন্নাই, ১৪ জুন (আইএএনএস): রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে দীর্ঘ সময় ধরে চলা বিদ্যুৎ বিভ্রাটের ঘটনায় তামিলনাড়ুর টিভিকে-নেতৃত্বাধীন সরকারকে তীব্র আক্রমণ করলেন প্রাক্তন বিদ্যুৎমন্ত্রী ও ডিএমকে নেতা সেথিল বালাজি। তিনি সরকারের প্রশাসনিক ব্যর্থতার অভিযোগ তুলে অবিলম্বে পরিস্থিতি মোকাবিলায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন।

এক বিবৃতিতে বালাজি বলেন, ক্ষমতায় এসে ব্যাপক পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া সরকার মাত্র এক মাসের মধ্যেই সাধারণ মানুষকে চরম ভোগান্তির মধ্যে ফেলেছে। তাঁর অভিযোগ, রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় ৬ থেকে ১২ ঘণ্টা পর্যন্ত বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন থাকছে, যার জেরে মানুষ মাঝরাতেও রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ ও অবরোধে সামিল হচ্ছেন।

তিনি বলেন, “যে সরকার পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তারা মানুষের কাছে শুধু হতাশাই উপহার দিয়েছে। বিদ্যুৎ বিভ্রাট এতটাই ভয়াবহ আকার নিয়েছে যে শিশু, প্রবীণ এবং অসুস্থ মানুষদেরও রাতে রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ করতে হচ্ছে।”

বালাজি মুখ্যমন্ত্রী সি. জোসেফ বিজয়-এর নীরবতার সমালোচনা করেন এবং বিদ্যুৎমন্ত্রী ভি. সেন্থিলকুমার-এর বিরুদ্ধে প্রকৃত সমস্যা থেকে নজর ঘোরানোর চেষ্টা করার অভিযোগ তোলেন।

সম্প্রতি বিদ্যুৎমন্ত্রীর কিছু মন্তব্যের প্রসঙ্গ তুলে তিনি প্রশ্ন করেন, ফিউজ ক্যারিয়ার চুরি বা হার্ড ডিস্ক নিখোঁজ হওয়ার ঘটনাকে কীভাবে বিদ্যুৎ বিভ্রাটের কারণ হিসেবে দেখানো হচ্ছে।

বালাজি বলেন, “দিনের বেলায় হওয়া একটি চুরির ঘটনা রাতের বিদ্যুৎ বিপর্যয়ের কারণ হতে পারে কীভাবে? পুরো বিদ্যুৎ বণ্টন ব্যবস্থা কি একটি মাত্র ফিউজ ক্যারিয়ারের উপর নির্ভরশীল? প্রকৃত সমস্যার সমাধান না করে মন্ত্রী গল্প তৈরি করে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন।”

তিনি আরও অভিযোগ করেন, বিদ্যুৎ দফতরের কর্মীদের বিরুদ্ধে নাশকতার ইঙ্গিত দেওয়া হচ্ছে, যা সম্পূর্ণ অন্যায়। তাঁর দাবি, এই কর্মীরা বরাবরই নিষ্ঠার সঙ্গে জনসেবা করে এসেছেন।

সরকার নিজেদের ব্যর্থতা আড়াল করতে অন্যদের উপর দোষ চাপানোর চেষ্টা করছে বলেও অভিযোগ করেন ডিএমকে নেতা।

পূর্ববর্তী ডিএমকে সরকারের সাফল্যের কথা উল্লেখ করে বালাজি বলেন, বিদ্যুতের চাহিদা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেলেও তাদের আমলে বড় ধরনের বিদ্যুৎ বিভ্রাট ঘটেনি। তাঁর দাবি, ২০২১ সালে রাজ্যের সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ চাহিদা ছিল ১৬,৪৮১ মেগাওয়াট, যা ২০২৬ সালের এপ্রিল মাসে বেড়ে ২০,৯৭৪ মেগাওয়াটে পৌঁছায়। তবুও ডিএমকে সরকারের সময় নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ বজায় রাখা সম্ভব হয়েছিল।

তিনি আরও দাবি করেন, বিদ্যুৎ সরবরাহের নির্ভরযোগ্যতার ক্ষেত্রে তামিলনাড়ু দেশের অন্যতম সেরা রাজ্য হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছিল এবং প্রায় দুই লক্ষ কৃষককে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয়েছিল।

পরিস্থিতির দ্রুত সমাধানে সরকারের হস্তক্ষেপ দাবি করে বালাজি বলেন, সামাজিক মাধ্যমে প্রচারমূলক কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত না থেকে বিদ্যুৎ সংকট নিরসনে মনোযোগ দেওয়া উচিত।

ডিএমকে সভাপতি এম. কে. স্ট্যালিন-এর বক্তব্য উদ্ধৃত করে তিনি বলেন, “সরকার কিছু সময়ের জন্য মানুষকে বিভ্রান্ত করতে পারে, কিন্তু চিরকাল নয়।” একই সঙ্গে বিদ্যুৎ বিভ্রাট দূর করতে এবং মানুষের আস্থা ফিরিয়ে আনতে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান তিনি।

প্রয়াত সুজয় লস্করের স্মৃতিতে বস্ত্র বিতরণ, চার শতাধিক দুস্থ মানুষের পাশে এলাকাবাসী

আগরতলা, ১৪ জুন: দশমীঘাট এলাকার বাসিন্দা ও সমাজসেবী সুজয় লস্করের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে রবিবার চার শতাধিক দুস্থ মানুষের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হয়। প্রয়াত সুজয় লস্করের বন্ধু-বান্ধব, শুভানুধ্যায়ী এবং এলাকাবাসীর উদ্যোগে এই মানবিক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দশমীঘাট এলাকার পরিচিত মুখ সুজয় লস্কর দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন সামাজিক ও মানবিক কাজে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। সদাহাস্য ও পরোপকারী হিসেবে এলাকায় তাঁর বিশেষ পরিচিতি ছিল। কিডনিজনিত জটিল রোগে আক্রান্ত হয়ে গত ৩১ মে আগরতলার জিবি হাসপাতালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর অকাল প্রয়াণে এলাকাজুড়ে শোকের ছায়া নেমে আসে।

প্রয়াত সুজয় লস্করের স্মৃতিকে অম্লান করে রাখতে এবং তাঁর মানবসেবার আদর্শকে সামনে রেখে রবিবার এলাকার চার শতাধিক দুস্থ ও অসহায় মানুষের হাতে বস্ত্র তুলে দেওয়া হয়। কর্মসূচিতে উপস্থিত থেকে শ্রম দপ্তরের আধিকারিক বিনয় ভূষণ দাসসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা বস্ত্র বিতরণ করেন এবং প্রয়াত সুজয় লস্করের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিনয় ভূষণ দাস বলেন, সুজয় লস্কর মানুষের কল্যাণে নিজেকে সবসময় উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁর স্মৃতির প্রতি সম্মান জানিয়ে শুধুমাত্র এ বছর নয়, আগামী বছরগুলিতেও এ ধরনের সামাজিক ও জনসেবামূলক কর্মসূচি অব্যাহত রাখা হবে।

তিনি আরও জানান, বস্ত্র বিতরণের পাশাপাশি জিবি হাসপাতালে রোগীদের মধ্যে ফল ও মিষ্টি বিতরণের উদ্যোগও গ্রহণ করা হয়েছে। সমাজের অসহায় ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর মধ্য দিয়েই প্রয়াত সুজয় লস্করের মানবিক আদর্শকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

কর্মসূচিতে এলাকার বহু বাসিন্দা, বন্ধু-বান্ধব ও শুভানুধ্যায়ীরা অংশগ্রহণ করেন। মানবিক এই উদ্যোগকে কেন্দ্র করে এলাকায় আবেগঘন পরিবেশের সৃষ্টি হয় এবং উপস্থিত সকলেই প্রয়াত সুজয় লস্করের কর্মময় জীবনের স্মৃতিচারণ করেন।

পেট্রোপণ্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর

● আটের পাতার পর

পেলে পরিবহণ খরচ বাড়ে, যার সরাসরি প্রভাব পড়ে বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্যের ওপর। ফলে সাধারণ ও নিম্নআয়ের মানুষ চরম আর্থিক সংকটের মুখোমুখি হচ্ছেন বলে তারা অভিযোগ করেন।

বক্তারা আরও বলেন, মূল্যবৃদ্ধির কারণে একদিকে যেমন যানবাহনের ভাড়া বৃদ্ধির আশঙ্কা তৈরি হয়েছে, অন্যদিকে খাদ্যসামগ্রীসহ দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় পণ্যের দামও বাড়তে পারে। এর ফলে সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ আরও বৃদ্ধি পাবে বলে তারা আশঙ্কা প্রকাশ করেন।

এই পরিস্থিতিতে পেট্রোপণ্য ও অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রীর মূল্য নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্রীয় সরকারের জরুরি হস্তক্ষেপ দাবি করেন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। পাশাপাশি সাধারণ মানুষের স্বার্থে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণেরও আহ্বান জানানো হয়।

দুই ঘণ্টাব্যাপী এই গণঅবস্থানে মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্লোগান তোলা হয় এবং জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট দাবিগুলি তুলে ধরে প্রতিবাদ জানানো হয়। সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দাবি পূরণ না হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ও

● আটের পাতার পর

সমস্যার সমাধানে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দ্রুত হস্তক্ষেপ কামনা করেন। পাশাপাশি সংগঠনের পক্ষ থেকে দেশজুড়ে বৃহত্তর প্রতিবাদ, বিক্ষোভ ও গণআন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়।

নেতৃবৃন্দের মতে, সাধারণ মানুষের অধিকার রক্ষা এবং সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আগামী দিনগুলিতে সংগঠনের কর্মসূচি আরও বিস্তৃত করা হবে।

তিন দফা দাবিতে সরব জনজাতি সুরক্ষা

● আটের পাতার পর

এবং বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, জনজাতি সমাজের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলিকে সামনে রেখে আগামী দিনগুলিতে গণসচেতনতা বৃদ্ধি এবং সাংগঠনিক কার্যক্রম আরও জোরদার করা হবে। পাশাপাশি তাদের উত্থাপিত দাবিগুলি দ্রুত বাস্তবায়িত না হলে বৃহত্তর গণআন্দোলনের পথে হাঁটার বিষয়েও সংগঠন গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করবে।

এদিন জনজাতি সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক পরিচয় ও ঐতিহ্য সংরক্ষণের প্রশ্নে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের সক্রিয় ভূমিকা কামনা করে সংগঠনের পক্ষ থেকে দ্রুত ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়।

সাংগঠনিক শক্তিবৃদ্ধিতে জোর ২০২৮-কে

● আটের পাতার পর

তাঁর প্রধান লক্ষ্য। তিনি আরও বলেন, ২০২৮ সালের বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে দলকে আরও সুসংগঠিত ও শক্তিশালী করে তুলতেই এই বর্ধিত সভার আয়োজন করা হয়েছে। কর্মীদের মধ্যে নতুন উদ্দীপনা সৃষ্টি করে ধর্মনগরে কংগ্রেসকে শক্তিশালী অবস্থানে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্য নিয়েই কাজ করা হবে।

সভায় কংগ্রেসের চেয়ারম্যান চয়ন ভট্টাচার্যসহ জেলা ও স্থানীয় স্তরের একাধিক নেতা-কর্মী উপস্থিত ছিলেন। দলীয় মহলে এই সভা নতুন উদ্দীপনা ও আশার সঞ্চার করেছে বলে মনে করা হচ্ছে।

জোলাইবাড়ীতে দুই চোরকে আটক

● আটের পাতার পর

মগসহ অন্যান্য সন্দেহভাজনদের খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে।

পুলিশের দাবি, চুরির পর অভিযুক্তরা জোলাইবাড়ীর শালবাগান এলাকায় চোরাই মাল ভাগবাটোয়ারা করার পরিকল্পনা করেছিল। তবে স্থানীয়দের তৎপরতায় সেই পরিকল্পনা ভেস্তে যায়। ওসি বিষ্ণু দাস জানান, আটক অভিযুক্তদের জিজ্ঞাসাবাদ করে চুরি যাওয়া অন্যান্য সামগ্রী উদ্ধারের চেষ্টা চলছে। পাশাপাশি এই চক্রের সঙ্গে জড়িত পলাতক সদস্যদের গ্রেপ্তারে পুলিশ অভিযান অব্যাহত রেখেছে।

এই ঘটনায় বাইখোড়া থানায় একটি মামলা রুজু করা হয়েছে। পুলিশ আশা করছে, খুব শিগগিরই চোরচক্রের বাকি সদস্যদের গ্রেপ্তার করে চুরি যাওয়া অধিকাংশ সামগ্রী উদ্ধার করা সম্ভব হবে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হলেও স্থানীয়দের তৎপরতার প্রশংসা করেছেন অনেকেই।

শান্তিনিকেতন মেডিক্যাল কলেজে

● আটের পাতার পর

যোগাযোগমাধ্যমে অশ্লীল বিষয়বস্তুর প্রসার সমাজে নৈতিক অবক্ষয় বাড়িয়ে তুলছে এবং অপরাধপ্রবণতা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

সংগঠনের পক্ষ থেকে সরকার ও পুলিশ প্রশাসনের কাছে মহিলাদের নিরাপত্তা ও মর্যাদা রক্ষায় আরও কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানানো হয়। পাশাপাশি শান্তিনিকেতন মেডিক্যাল কলেজে মনীষা দাসের মৃত্যুর ঘটনায় বিচার বিভাগীয় তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত দোষীদের চিহ্নিত করে কঠোর শাস্তি নিশ্চিত করার আহ্বান জানানো হয়।

এআইডিএসও-র পক্ষ থেকে এইসব দাবির সমর্থনে সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে গণতান্ত্রিক ও ধারাবাহিক আন্দোলনে সামিল হওয়ারও আহ্বান জানানো হয়।

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 1 15-06-2026, 01:12

মহিলা ক্রিকেট : মডার্ন একাডেমীকে হারিয়ে ব্লাড মাউথ সেমিফাইনালে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ব্লাড মাউথ ক্লাব সেমিফাইনালে পৌঁছলো। বৃষ্টি বিঘ্নিত ম্যাচে মডার্ন ক্রিকেট একাডেমীকে ৬ উইকেট এর ব্যবধানে পরাজিত করে ব্লাড মাউথ ক্লাব সিনিয়র মহিলাদের আমন্ত্রণ মূলক ৫০ ওভারের ক্রিকেট টুর্নামেন্টের সেমিফাইনালে খেলার ছাড়পত্র পেয়েছে। টিসিএ আয়োজিত এই টুর্নামেন্ট এখন অন্তিম পর্যায়ে। আজ, রবিবার পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে সকালে প্রথম কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ শুরুতে মডার্ন ক্রিকেট একাডেমি প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে ৪৬ ওভার ৩ বল খেলে ১০২ রানে ইনিংসে গুটিয়ে নেয়। দলের পক্ষে দীপা নমঃ দাস সর্বাধিক ২২ রান পায়। ব্লাড মাউথের অন্বেষা দাস ২৬ রানে তিনটি এবং নিকিতা দেবনাথ ৩ রানে দুটি উইকেট তুলে নেয়। জবাবে ব্যাট করতে নামলে বৃষ্টি বিঘ্নিত ম্যাচে ব্লাড মাউথ ক্লাবের সামনে জয়ের জন্য ৩৩ ওভারে ৬৯ রানের টার্গেট স্থির হয়। এমতাবস্থায় ব্লাড মাউথ ক্লাব ১৯ ওভার ২ বল খেলে চার উইকেট হারিয়ে জয় এর প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। দলের পক্ষে ঋজু সাহার বাইশ রান এবং অন্বেষা দাসের ২১ রান উল্লেখ করার মতো। মডার্ন ক্রিকেট একাডেমির লক্ষ্মী কুমারী ১০ রানে দুটি উইকেট পেয়েছিল। দুর্দান্ত অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের সুবাদে পেয়েছে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব।

ইন্দ্র রানীর দুর্দান্ত শতক : নিউ পিসি-কে হারিয়ে তরুণ সংঘ সেমিফাইনালে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জুন।। দুর্দান্ত জয় তরুণ সংঘের। বৃষ্টি বিঘ্নিত কোয়াটার ফাইনাল ম্যাচে দুইশ কুড়ি রানের বিশাল ব্যবধানে নিউ প্লে সেন্টারকে হারিয়ে তরুণ সংঘ সেমিফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে নিয়েছে। আগামী ১৬ জুন সেমিফাইনাল ম্যাচে তরুণ সংঘ মৌচাক ক্লাবের মুখোমুখি হবে। এমবিবি স্টেডিয়ামে আজ, রবিবার সকালে ম্যাচ শুরুতে অনেকটা দেরী হয়েছে বলে ওভার সংখ্যা কমিয়ে ২৭ করা হয়। তরুণ সংঘ প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে সীমিত ২৭ ওভারে ২ উইকেট হারিয়ে ২৫৫ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে ইন্দ্র রানী জমাতিয়ার অনবদ্য ব্যাটিং পারফরম্যান্স বেশ নজর কেটেছে। ইন্দ্র রানী ৮৫ টি বল খেলে উনিশটি বাউন্ডারি ও দুটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ১৪০ রান সংগ্রহ করে দলের স্কোর সমৃদ্ধ করার পাশাপাশি প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাবও পেয়েছে। এছাড়া ঝুমকি দেবনাথ এর ৫০ রান, অস্মিতা দেবনাথ এর ১৭ রান উল্লেখ করার মতো। ঝুমকি ৩৮ বল খেলে পাঁচটি বাউন্ডারি সহযোগে ৫০ রান পায়। নিউ প্লে সেন্টার পাল্টা ব্যাট করতে নেমে ৯ উইকেট হারিয়ে ৩৫ রান সংগ্রহ করতেই সীমিত ২৭ ওভার ফুরিয়ে যায়। তরুণ সংঘের রুম্পা সিং সাত রানে ৫ টি উইকেট তুলে নেয়। এছাড়া, প্রিয়াঙ্কা সাহা ও সুস্মিতা তেলি দুটি করে উইকেট পেয়েছে।

সিনিয়র মহিলা ক্রিকেট : অপরাজেয় মৌচাক সেমিফাইনালে তরুণ সংঘের মুখোমুখি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। মৌচাক ক্লাবও সেমিফাইনালে পৌঁছলো। বৃষ্টি বিঘ্নিত ম্যাচে কর্নেল কোচিং সেন্টারকে ৬ উইকেট এর ব্যবধানে পরাজিত করে মৌচাক ক্লাব সিনিয়র মহিলাদের আমন্ত্রণ মূলক ৫০ ওভারের ক্রিকেট টুর্নামেন্টের সেমিফাইনালে খেলার ছাড়পত্র পেয়েছে। টিসিএ আয়োজিত এই টুর্নামেন্ট এখন শেষের দিকে। আজ, রবিবার টিআইটি গ্রাউন্ডে সকালে চতুর্থ কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ শুরুতে কর্নেল কোচিং সেন্টার প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে নির্ধারিত পঞ্চাশ ওভার খেলে ৯ উইকেট হারিয়ে ১১৬ রানে ইনিংসে গুটিয়ে নেয়। দলের পক্ষে নিকিতা সরকার সর্বাধিক ৩৯ রান পায়। মৌচাক ক্লাবের প্রিয়াঙ্কা আচার্য ১৫ রানে দুইটি এবং পূজা দাস ১৬ রানে একটি উইকেট তুলে নেয়। জবাবে ব্যাট করতে নামলে বৃষ্টি বিঘ্নিত ম্যাচে মৌচাক ক্লাবের সামনে জয়ের জন্য ৩৮ ওভারে ৯০ রানের টার্গেট স্থির হয়। এমতাবস্থায় মৌচাক ক্লাব ২৪ ওভার খেলে চার উইকেট হারিয়ে জয় এর প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। দলের পক্ষে অনুষ্কার ২৯ রান এবং সুপ্রিয়া দাস ২৬ রান উল্লেখ করার মতো। কর্নেল কোচিং সেন্টারের নিকিতা সরকার ২৩ রানে দুটি উইকেট পেয়েছিল। দুর্দান্ত অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের সুবাদে পূজা পেয়েছে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব।

রামঠাকুর পাঠশালাকে হারিয়ে সুখময় মূল পর্বে, নিয়ম রক্ষার ম্যাচে হলিক্রস জয়ী

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। টিসিএ আয়োজিত আন্ত: স্কুল ক্রিকেটে তিনটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে আজ। তবে একটি ম্যাচ বৃষ্টিতে পরিত্যক্ত হয়েছে বলে দুই দল পয়েন্ট ভাগাভাগি করে পেয়েছে। গ্রুপ ই-তে নিয়ম রক্ষার ম্যাচে হলিক্রস স্কুল দল সাত উইকেটের ব্যবধানে ক্ষুদিরাম মেমোরিয়াল স্কুল কে পরাজিত করেছে। বিজয়ী দলের পক্ষে দেবজ্যোতি পাল অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের সৌজন্যে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব পেয়েছে। গ্রুপ জি থেকে সুখময় স্কুল দল ৭ উইকেটের ব্যবধানে রামঠাকুর পাঠশালাকে পরাজিত করে মূল পর্বে খেলা নিশ্চিত করে নিয়েছে। আমতলী স্কুল গ্রাউন্ডে সকাল ১০টায় বৃষ্টি বিঘ্নিত ম্যাচে নয় ওভারে কমিয়ে না খেলায় রাম ঠাকুর পাঠশালা প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ছয় উইকেটে ৭৩ রান সংগ্রহ করলে জবাবে সুখময় স্কুল দল আট বল বাকি থাকতে তিন উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। বিজয়ী দলের মনিশ কুমার দাস দুর্দান্ত বোলিং এর স্বীকৃতি হিসেবে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব পেয়েছে।

বিচের বীরত্বে অস্ট্রেলিয়ার স্মরণীয় জয় ২৪ বছর পর হতাশার ফেরা তুরস্কের

২০০২ বিশ্বকাপে তৃতীয় হয়ে চমকে দিয়েছিল তুরস্ক। এরপর দীর্ঘ ২৪ বছর বিশ্বকাপের মঞ্চে দেখা মেলেনি তাদের। অবশেষে বিশ্বকাপে ফিরল তারা, তাও ইউরোপের শীর্ষ ক্লাবগুলোতে খেলা একদল প্রতিভাবান ফুটবলারকে নিয়ে। কিন্তু প্রত্যাবর্তনের গল্পটা সুখের হলো না। প্রথম ম্যাচেই অস্ট্রেলিয়ার কাছে ২-০ গোলে হেরেছে তুরস্ক। ভ্যাঙ্কুভারের বিসি প্লেস স্টেডিয়ামে অস্ট্রেলিয়ার জয়ের নায়ক একাধিকজন। নেস্তরি ইরানকুন্ডা ও কনর মেটকাফ গোল করেছেন, তবে সবচেয়ে বড় অবদান গোলকিপার প্যাট্রিক বিচের। ২২ বছর বয়সী এই গোলরক্ষক ৮টি সেভ করে তুরস্ককে হতাশায় ডুবিয়েছেন।

ম্যাচের আগে অস্ট্রেলিয়া কোচ টনি পপোভিচ বড় চমক দেন। অভিজ্ঞ অধিনায়ক ও গোলকিপার ম্যাটি রায়ানকে বেঞ্চে বসিয়ে প্রথম একাদশে জায়গা দেন বিচকে। সহ-অধিনায়ক জ্যাকসন আরভাইনকেও শুরুর একাদশে নামাননি তিনি, তাঁর জায়গায় খেলান ২১ বছর বয়সী মিডফিল্ডার পল ওকন-এংস্টলারকে। ফলে অস্ট্রেলিয়ার শুরুর একাদশের ১০ জনই ছিলেন বিশ্বকাপ অভিষিক্ত ফুটবলার।

শেষ পর্যন্ত পপোভিচের সিদ্ধান্ত দুটি কাজেও লেগেছে। ম্যাচের শুরু থেকেই বলের দখল ও আক্রমণে এগিয়ে ছিল তুরস্ক। কিন্তু প্রতিবারই তাদের সামনে বাধা হয়ে দাঁড়ান বিচ। আর সুযোগ পেয়ে পাল্টা আক্রমণে আঘাত হানে অস্ট্রেলিয়া।

২৮তম মিনিটে আসে সেই মুহূর্ত। ওকন-এংস্টলারের নিখুঁত দীর্ঘ পাস ধরে তুরস্কের রক্ষণভাগ ভেঙে এগিয়ে যান ইরানকুন্ডা। এরপর শান্ত মাথায় বল জালে জড়িয়ে দলকে এগিয়ে দেন তিনি।

এর আগে ২৭তম মিনিটে ম্যাচের সেরা সুযোগগুলোর একটি পেয়েছিল তুরস্ক। রিয়াল মাদ্রিদের তারকা আর্দা গুলেরের জোরালো শট দারুণ দক্ষতায় ঠেকিয়ে দেন বিচ। প্রথমার্ধে এটাই ছিল অস্ট্রেলিয়ান গোলকিপারের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সেভের একটি।

দ্বিতীয়ার্ধেও একই চিত্র। ৫৭তম মিনিটে গুলেরের ফ্রি-কিক কর্নারের বিনিময়ে ফিরিয়ে দেন বিচ। তুরস্ক যতই আক্রমণে উঠেছে, ততই দৃঢ় হয়ে উঠেছে অস্ট্রেলিয়ার রক্ষণ।

অবশেষে ৭৫তম মিনিটে ম্যাচের ভাগ্য প্রায় নিশ্চিত করে ফেলে অস্ট্রেলিয়া। মাঝমাঠে বল পেয়ে সামনে এগিয়ে যান কনর মেটকাফ। প্রায় ২৫ গজ দূর থেকে নেওয়া তাঁর দুর্দান্ত শট জালে জড়ালে ব্যবধান দাঁড়ায় ২-০।

বাকি সময়ে আর ম্যাচে ফিরতে পারেনি তুরস্ক। ২৪ বছর পর বিশ্বকাপে ফেরা দলটিকে তাই হতাশা নিয়েই মাঠ ছাড়তে হয়েছে।এই জয়ে গ্রুপ ডিতে ৩ পয়েন্ট নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সমান অবস্থানে উঠে এসেছে অস্ট্রেলিয়া। আগামী শুক্রবার সিয়াটলে মুখোমুখি হবে দল দুটি।

ভিনির 'ম্যাজিক মোমেন্টে'ও অধরা জয়, ছন্নছাড়া ফুটবলে ড্র দিয়ে বিশ্বকাপ শুরু ব্রাজিলের

গ্যালারিতে হলুদ জার্সির ঢেউ, ঢাক-ঢোল, সাম্বার ছন্দ সবই ছিল।শুধু ব্রাজিলের পরিচিত ফুটবলটাই ছিল না। এই কি সেই মাঠের ভিতর সাম্বা ছন্দ ? মরক্কোর বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচ ড্র করে ব্রাজিল কোনওমতে বেঁচে গেল বলা যায়। কিন্তু প্রথম ম্যাচের পরই সমর্থকদের মধ্যে সন্দেহ দেখা দিয়েছে, আন্সেলোত্তির এই দল নিয়ে আদৌ কি হেক্সা জয় সম্ভব? বিশ্বকাপে ব্রাজিল নামলেই প্রত্যাশার পারদটা এক মুহূর্তে অনেকটা চড়ে যায়। আসলে পাঁচ পাঁচ বারের চ্যাম্পিয়ন। বিশ্বজুড়ে যাদের ফুটবল ব্র্যান্ডের হাজারো অনুরাগী। ব্রাজিল মানেই সাম্বা ঝড়, ব্রাজিল মানেই গতি-শিল্পের মেলবন্ধনে অনবদ্য ছন্দময় ফুটবল। কিন্তু ২০২৬ বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে কোথাও যেন সেই চেনা ব্রাজিলকে দেখা গেল না। অন্তত প্রথমার্ধে লুকাস পাকেতা, মারকুইনহসরা যে ফুটবল খেললেন তাতে আর যাই হোক, সাম্বা ভক্তরা খুশি হতে পারবেন না। দ্বিতীয়ার্ধে পরিস্থিতি খানিকটা বদলাল বটে, কিন্তু সেটাও বিশেষ উৎসাহিত বা উচ্ছ্বসিত হওয়ার মতো নয়। বরং বলা ভালো, প্রথমার্ধের ৩২ মিনিটে ভিনিসিয়স জুনিয়র ব্যক্তিগত ক্যারিশমায় 'ম্যাজিক' গোলটা না করে গেলে ড্র-টাও জুটত না কার্লো অ্যান্সেলোত্তির ছেলেদের ভাগ্যে। অন্তত এটা বলা যায়, এদিন মেটলাইফ স্টেডিয়ামে প্রথম ম্যাচটা আর যাই হোক, ব্রাজিলসুলভ ছিল না। বরং মরক্কোই দেখাল কেন তারা গত কয়েক বছরে বিশ্ব ফুটবলের অন্যতম শক্তিশালী দল হয়ে উঠেছে।

আন্সেলোত্তির কোচিংয়ে ব্রাজিলের খেলায় যে সাম্বা ঝলক থাকবে না, জানাই ছিল। ব্রাজিলের চিরাচরিত খেলার স্টাইল ভেঙে ইউরোপীয় স্টাইল ঢোকাতে চেয়েছেন আন্সেলোত্তি। কিন্তু তা বলে এরকম ফুটবল? টানা পাঁচটা পাসও খেলতে পারলেন না রাফিনিয়ারা ! এটাই কি সাম্বা ছন্দ ছেড়ে ট্রফি জেতার প্রয়োজনীয় ফুটবল? ম্যাচের শুরু থেকেই ব্রাজিলের উপর চেপে বসে মরক্কো। তাদের হাই প্রেসিং ফুটবল, দ্রুত পাস ব্রাজিলের মাঝমাঠকে প্রায় নাস্তানুবাদ করে দেয়। ম্যাচের ২১ মিনিটে মরক্কোর মাঝমাঠ ভেঙে আক্রমণ শানাতে গিয়ে বিপত্তি বাঁধিয়ে ফেলল ব্রাজিল। কাউন্টার অ্যাটাকে মাঝমাঠ থেকে ব্রাহিম দিয়াজ স্রেফ একটা পাসেই ব্রাজিলের গোটা রক্ষণভাগকে কার্যত বোকা বানিয়ে গোলের মুখ খুলে দিলেন স্ট্রাইকার ইসমাইল সাইবাড়ির জন্য। আগুয়ান অ্যালিসনের মাথার উপর দিয়ে নিখুঁত ফিনিশে প্রথম গোল করে দলকে এগিয়ে দিলেন মরক্কোর ওই ফরোয়ার্ড।

ব্রাহিম দিয়াজের পাস যদি ম্যাচের প্রথম ম্যাজিক মোমেন্ট হয়, তাহলে দ্বিতীয়টা এল ১১ মিনিট পরে। এবার অন্য প্রান্তে। মাঠের বাঁ দিক থেকে বক্সের ভিতরে ঢুকে ডিফেন্ডারদের ঘোল খাওয়ানোটা বরাবরই বড় পছন্দের ভিনিসিয়স জুনিয়রের। ওই অনবদ্য দক্ষতাই তো তাঁকে বিশ্বের সেরাদের তালিকায় বসিয়েছে। আরও একবার সেই কাজটা করলেন তিনি। বাঁ প্রান্ত দিয়ে জনা দুই ডিফেন্ডারকে কাটিয়ে আরও দু'জনকে বোকা বানিয়ে কঠিন অ্যাঙ্গেল থেকে যে গোলটা করলেন, সেটা সত্যি মনে রাখার মতো।

গোলটি শুধু ব্রাজিলকে ম্যাচে ফেরায়নি, গ্যালারিকেও জাগিয়ে তুলেছিল। কিন্তু তাতে মুখ রক্ষা ছাড়া খুব একটা কাজের কাজ হল না। প্রথমার্ধ শেষ হল ওই ১-১ গোলেই। বলতেই হয়, ভিনির ওই ম্যাজিক মোমেন্ট বাদ দিলে প্রথমার্ধে ভালো খেলেছে মরক্কো। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে ছবিটা কিছুটা বদলায়। দলে বেশ কিছু বদল করেন অ্যান্সেলোত্তি। যার সুফল ব্রাজিল পায়। ম্যাচের রাশ পরের ৪৫ মিনিট ছিল কার্লোর ছেলেদের হাতে। আক্রমণও তৈরি হয়েছিল গোটা কয়েক। কিন্তু এই ব্রাজিল দলের ফাইনাল থার্ডে নেইমারের মতো সৃষ্টিশীল ফুটবলারের যে কতটা প্রয়োজন সেটা এদিন হাড়ে হাড়ে টের পেলেন ইটালিয়ান কোচ। আসলে শেষের দিকে আক্রমণগুলো দানা বাঁধছিল বটে, কিন্তু ফাইনাল পাসটা ঠিকমতো হচ্ছিল না। শেষের দিকে ভিনিসিয়াসের মাইনাস থেকে গোল করা উচিত ছিল রাফিনিয়ার। কিন্তু এই ব্রাজিলে কোনও কিছুই ঠিকঠাক হওয়ার নয়। ফলে বক্সের উপর ফাঁকায় বল পেয়েও মরক্কো গোলকিপারের হাতে মারলেন রাফিনিয়া। বরং ম্যাচের শেষের দিকে মরক্কোর পালটা আক্রমণ থেকে অ্যালিসন অনবদ্য সেভটা না করলে ফল অন্যরকম হতে পারত।

ড্র দিয়ে বিশ্বকাপ শুরু করা অবশ্য বিপর্যয় বলা যাবে না। কিন্তু এই ম্যাচ থেকে ব্রাজিল অন্তত এটা বুঝে গেল, শুধু নাম আর ঐতিহ্য ভাঙিয়ে প্রতিপক্ষকে হারানো যাবে না। ভিনিসিয়াসের উজ্জ্বলতা আশার আলো, কিন্তু দলগত পারফরম্যান্সে এখনও অনেক উন্নতির জায়গা রয়েছে। অন্যদিকে মরক্কো আবারও প্রমাণ করল, তারা আর কোনও 'ডার্ক হর্স' নয়, তারা এখন বিশ্ব ফুটবলের প্রতিষ্ঠিত শক্তি।

ব্রাজিলের বিরুদ্ধে গোল করে মরক্কোয় নায়ক সাইবারি, চুরি করে ধরাও পড়েছিলেন স্ট্রাইকার !

ব্রাজিলের বিরুদ্ধে মরক্কোর নায়ক ইসমাইল সাইবারি। তাঁর ২১ মিনিটের গোলেই এগিয়ে যায় গত বিশ্বকাপের সেমিফাইনালিস্টেরা। অথচ ১৪ বছর বয়সেই শেষ হয়ে যেতে পারত তাঁর ফুটবলার হওয়ার স্বপ্ন। বেলজিয়ামের হয়ে খেলার প্রস্তাব ফিরিয়ে দেওয়া স্ট্রাইকার বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন গত আফ্রিকান কাপ অফ নেশনসের সময়।

২০১৮ সালের বিশ্বকাপে তৃতীয় স্থানে শেষ করেছিল বেলজিয়াম। সে বার খেতাব জয়ের অন্যতম দাবিদার ছিল রোবের্তো মার্টিনেজের দল। সেই মার্টিনেজ ২০২২ বিশ্বকাপের আগে সাইবারিকে বেলজিয়ামের হয়ে খেলার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। অন্য কোনও ফুটবলার হলে সেই প্রস্তাব হয়তো লুফে নিতেন। কিন্তু সাইবারি সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন!

কিশোর বয়সেই সাইবারির মনে বেলজিয়ামের প্রতি অভিমান তৈরি হয়েছিল। কারণ তাঁর বয়স যখন ১৪, তখন ওজন কিছুটা বেড়ে যাওয়ায় বেলজিয়ামের ক্লাব আন্দ্রেলেখ তাঁকে বাতিল করে দেয়। ধাক্কা খায় কিশোর ফুটবলারের স্বপ্ন। সাইবেরি অবশ্য হাল ছাড়েননি। পরে যোগ দেন পিএসভি আইন্ডহোভেনের মতো ক্লাবে। সেখানে কোচ হিসাবে পান নেদারল্যান্ডসের প্রাক্তন ফুটবলার রুড ভ্যান নিস্তেলরুইকে। তাঁর প্রশিক্ষণেই তৈরি হয়েছেন আজকের সাইবেরি।

নিউ ইয়র্ক নিউ জার্সি স্টেডিয়ামে সতীর্থ ব্রাহিম ডিয়াজের কাছ থেকে বল পেয়ে গতিতে ব্রাজিলের দুই ডিফেন্ডারকে পরাস্ত করে গোল করেছেন সাইবেরি। তাঁর নিখুঁত চিপের নাগাল পাননি ব্রাজিলের গোলরক্ষক অ্যালিসন বেকার। এই গোলের জন্য মরক্কো শিবিরে তিনি এখন নায়ক। কিছু দিন আগে এক সাক্ষাৎকারে সাইবেরি বলেছিলেন, "আন্দ্রেলেখে থাকার সময় চোট পেয়েছিলাম। খুব বেশি খেলতে পারিনি। ক্লাব কর্তৃপক্ষ আমার সঙ্গে ওই সময় যে ব্যবহার করেছিলেন, তাতে কষ্ট পেয়েছিলাম। মরসুমের শেষে আমাকে বলা হয়েছিল, দলে রাখা হবে। আমার উপর কর্তাদের আস্থা রয়েছে। কিন্তু পরের মরসুমের শুরুতেই সব বদলে যায়। অন্য ক্লাব খুঁজে নিতে বলা হয় আমাকে।" তিনি আরও বলেন, "ওই কথা শোনার পর কয়েক মিনিটের জন্য দিশাহারা হয়ে পড়েছিলাম। মনে হয়েছিল আমার ভবিষ্যৎ অন্ধকার। সব শেষ হয়ে গেল। তবে ওই ধাক্কাটাই আমায় ঘুরে দাঁড়াতে সাহায্য করেছিল। উৎসাহিত করেছিল। কয়েক গুণ বেশি পরিশ্রম করতে অনুপ্রাণিত করেছিল। ছোট বয়সে সবাই খেলার জন্য ছটফট করে। প্রচুর উৎসাহ থাকে। হঠাৎ বাদ দিয়ে দেওয়াটা মেনে নিতে পারিনি। খুব কষ্ট পেয়েছিলাম। সেই কষ্ট লাঘব করা জন্যই নিজেকে অনুশীলনে ডুবিয়ে দিয়েছিলাম।"মরক্কোর বিরুদ্ধে খেলতে নেমে ঘাবড়ে গিয়েছিলেন পাঁচ বারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল! মরক্কোর আছে আটকে যাওয়ার এমনই ব্যাখ্যা দিয়েছেন কোচ কার্লো আনচেলোত্তি।

প্রথম ম্যাচের চাপ সামলাতে পারেননি মারকুইনহোস, কাসেমিরো, লুকাস পাকুয়েতারা। প্রথম ২০-২৫ মিনিট এলোমেলো ফুটবল খেলেন তাঁরা। ব্রাজিলকে দেখে সেই সময় ভারসাম্যহীন দল মনে হচ্ছিল। কেন এমন হল? আনচেলোত্তি বলেছেন, "আমরা একদমই ভাল শুরু করতে পারিনি। ফুটবলারেরা একটু ঘাবড়ে গিয়েছিল। আমরা বল দখলে রাখতে পারছিলাম না। বল দখলের লড়াইয়েও পিছিয়ে ছিলাম। প্রথমার্ধে আমরা খারাপ ফুটবলই খেলেছি। তবে দ্বিতীয়ার্ধে আমাদের খেলায় অনেক উন্নতি হয়েছে। ম্যাচটা কঠিন ছিল। মরক্কো বেশ ভাল দল। প্রথম দিকে আমাদের ফুটবলারেরা চাপে ছিল। সেই সুযোগ ভাল ভাবে কাজে লাগিয়েছে মরক্কো। বার বার আক্রমণ করেছে।"

ইটালির কোচ প্রথম ম্যাচের ড্র নিয়ে খুব উদ্বিগ্ন নন। যদিও মেনে নিয়েছেন তাঁর দল প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ। আনচেলোত্তি বলেছেন, "আমরা একদমই ভাল খেলিনি। কোনও কোনও সময় দলের খেলা দেখে মনে হয়েছে কোনও ভারসাম্য নেই। বল নিজেদের দখলে রাখতে পারিনি। আমাদের অনেক ভাল খেলতে হবে। এই ফলাফলে আমি হতাশ নই। আবার সন্তুষ্টও নই। প্রথম ম্যাচের পারফরম্যান্সের উপর ভিত্তি করে বিশ্বকাপে সম্ভাবনা বিচার করা যায় না।"

দলের দুর্বলতাগুলি চিহ্নিত করেছেন আনচেলোত্তি। আশা করছেন, দ্বিতীয় ম্যাচে সমস্যা হবে না। ব্রাজিলকে অনেক ভাল দেখাবে। বিশ্বকাপের সফলতম দলের পরের ম্যাচ ১৯ জুন হাইতির বিরুদ্ধে। গ্রুপের শেষ ম্যাচ ২৪ জুন, প্রতিপক্ষ স্কটল্যান্ড।

বিদ্রোহী কবি নজরুল স্কুল শেষ আটে শ্রীকৃষ্ণ মিশন ও ভবনসএর ম্যাচ পরিত্যক্ত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। টিসিএ আয়োজিত আন্ত: স্কুল ক্রিকেট টুর্নামেন্টের গুরুত্বপূর্ণ খেলায় শ্রীকৃষ্ণ মিশন স্কুল ও ভবনস ত্রিপুরা বিদ্যামন্দিরের ম্যাচটি বৃষ্টিতে পরিত্যক্ত হয়েছে। দু-দল পয়েন্ট ভাগ করে পেয়েছে। গ্রুপ এইচ থেকে বিদ্রোহী কবি নজরুল স্কুল দল ১০ উইকেটের বড় ব্যবধানে শ্রী শ্রী রবি শংকর বিদ্যামন্দির কে পরাজিত করে মূল পর্বে খেলা নিশ্চিত করে নিয়েছে। নীপকো গ্রাউন্ডে বেলা ১টায় বৃষ্টি বিঘ্নিত ম্যাচে ৫ ওভারে কমিয়ে আনা খেলায় শ্রী শ্রী রবি শংকর বিদ্যামন্দির প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ছয় উইকেটে ১৮ রান সংগ্রহ করলে জবাবে বিদ্রোহী কবি নজরুল স্কুল দল দুই ওভার ৪ বল খেলে কোন উইকেট না হারিয়ে জয় এর প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। বিজয়ী দলের সাগর সূত্রধর ৬ রানে ৩ উইকেট দখল করে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব পেয়েছে।

শেষ মুহূর্তের গোলে সুইৎজারল্যান্ডকে আটকে দিল কাতার দাপটে খেলেও প্রচুর সুযোগ নষ্টের খেসারত দিল সুইসরা

এক দলের আক্রমণ। এক দলের রক্ষণ। শনিবার রাতে কাতার বনাম সুইৎজারল্যান্ড ম্যাচে ৯০ মিনিট জুড়ে এই দৃশ্যই দেখা গেল। বল নিয়ন্ত্রণ থেকে শট, সবেতেই এগিয়ে থাকল সুইৎজারল্যান্ড। কিন্তু গোল করল মাত্র একটি। শেষ মুহূর্তে গোল হজম করে নিশ্চিত এক পয়েন্টও হাতছাড়া করল তারা। ১-১ ড্র হল কাতার-সুইৎজারল্যান্ড ম্যাচ।

প্রথমার্ধে পেনাল্টি থেকে গোল করে দলকে এগিয়ে দিয়েছিলেন ব্রিল এমবোলো। তবে যে হারে সুযোগ নষ্ট করেছে তারা তা চিন্তায় ফেলে দিল দলের কোচ মুরাত ইয়াকিনকে। প্রশংসা করতে হবে কাতারের গোলকিপার মাহমুদ আবুনাদার। তিনি প্রচুর শট বাঁচিয়েছেন। না হলে লজ্জাজনক ভাবে এই ম্যাচ হারতে হত কাতারকে। শেষ মুহূর্তে নাটকীয় ভাবে যে তারা গোল শোধ করে দেবে কেউই ভাবতে পারেননি। গোল করেন বৌয়ালেম খুখি। প্রতিপক্ষকে হালকা ভাবে নেওয়ার খেসারত দিতে হল সুইৎজারল্যান্ডকে।

ইউরো কাপ বা বিশ্বকাপ, আন্তর্জাতিক মঞ্চে আকর্ষণীয় ফুটবল খেলার ব্যাপারে সুনাম রয়েছে সুইৎজারল্যান্ডের। এ দিন তারা খেলেছেও তেমনই। র‍্যাঙ্কিংয়ে অনেকটা নীচে থাকা কাতারকে তারা গোল করার সুযোগ সে ভাবে দেয়নি। কিন্তু নিজেরাও গোল করতে পারেনি একটির বেশি। প্রচুর সুযোগ নষ্ট করেছে।

ম্যাচের শুরু থেকেই সুইৎজারল্যান্ডের আগ্রাসন ছিল। তার মাঝেই দুর্দান্ত একটি সুযোগ নষ্ট করেন এডমিলসন। ওই মিসের পর কার্যত হারিয়েই যায় কাতার। এক একসময় সে দলের ১০ জন মিলে রক্ষণ করছিলেন। সুইৎজারল্যান্ডের মুহুর্মুহু আক্রমণ কোনও মতে রুখে দিচ্ছিল কাতার।

১৭ মিনিটে গোল করে সুইৎজারল্যান্ড। রেমো ফ্রিউলারের ভাসানো বল পেয়ে এগিয়ে গিয়েছিলেন ব্রিল এমবোলো। তাঁকে অবৈধ ভাবে বাধা দেন কাতারের গোলকিপার আবুনাদা। এর পরেই আঘাত পেয়ে তিনি পড়ে যান। পেনাল্টির সিদ্ধান্ত অবশ্য খারিজ হয়নি। এমবোলোই গোল করে দলকে এগিয়ে দেন।

গোল হজম করে আরও রক্ষণাত্মক ফুটবল খেলতে শুরু করে কাতার। অন্য দিকে, সুইৎজারল্যান্ড একের পর এক আক্রমণ করতে থাকেন। কিন্তু গোলমুখ খুলতে পারছিল না।দ্বিতীয়ার্ধের শুরুর দিকে বেশ কিছুটা সময় সুইৎজারল্যান্ডের খেলায় কোনও ঝাঁজ ছিল না। ম্যাচটি দেখে মনেই হচ্ছিল বিশ্বকাপের কোনও খেলা হচ্ছে। কাতার বা সুইৎজারল্যান্ড, কারওরই যেন গোল করার ইচ্ছা ছিল না। তবে শেষের দিকে দু'দলের আক্রমণ ম্যাচ কিছুটা উত্তেজক হয়ে ওঠে।

৩৬ বছর পর বিশ্বকাপে জয় স্কটল্যান্ডের

৩৬ বছর পর ফুটবল বিশ্বকাপে জয় পেল স্কটল্যান্ড। ২৮ বছর পর মূলপর্বে খেলার সুযোগ পেয়ে প্রথম ম্যাচেই জয় ছিনিয়ে নিল স্টিভ ক্লার্কের দল। হাইতিকে স্কটিশেরা হারাল ১-০ ব্যবধানে। সমানে সমানে লড়াই হল দু'দলের। স্ট্রাইকারদের ব্যর্থতায় হারল হাইতি। বলাই যায়, এই ফল খেলার আসল প্রতিফলন নয়।শেষ বার ১৯৯৮ সালের বিশ্বকাপে গ্রুপ পর্বে একটি ম্যাচও জিততে পারেনি স্কটল্যান্ড। এর আগে বিশ্বকাপে চারটি ম্যাচ জেতা স্কটিশেরা তাদের পঞ্চম জয় তুলে নিল এ বার প্রথম ম্যাচেই। স্কটিশদের জয়ের নায়ক জন ম্যাকগিন। তবে দারুণ আশাবাদী হওয়ার মতো ফুটবল উপহার দিতে পারেননি তাঁরা। বল দলের লড়াইয়ে পাল্লা দিয়েছে দু'দলই। মাঝ মাঠের দখল তুলনায় বেশি ছিল হাইতির। বেশি আক্রমণও করেছে লাতিন আমেরিকার দ্বীপ রাষ্ট্রটি। মূলত স্ট্রাইকারদের ব্যর্থতায় পয়েন্ট পেল না হাইতি।ফুটবল বিশ্বে কুলীন দেশগুলির মধ্যে পড়ে না হাইতিও। এই নিয়ে দ্বিতীয় বার বিশ্বকাপের মূলপর্বে প্রশান্ত মহাসাগরের দেশটি। ১৯৭৪ সালের বিশ্বকাপে তিনটি ম্যাচই হেরেছিল তারা। এ বারও প্রথম ম্যাচে হার। অর্থাৎ বিশ্বকাপের মূলপর্বে এখনও জয়ের স্বাদ পায়নি তারা। স্ট্রাইকারেরা সুযোগ কাজে লাগাতে পারলে দেশবাসীকে ঐতিহাসিক ফুটবল রাত উপহার দিতে পারতেন। কিন্তু হল না। একাধিক বার স্কটল্যান্ডের ডিফেন্স ভেঙেও কাজের কাজ করতে পারেননি হাইতির ফুটবলারেরা।আন্তর্জাতিক ফুটবলে প্রথম বার মুখোমুখি হয়েছিল দু'দেশ। মাচের গতির বিপরীতেই ২৮ মিনিটে গোল পেয়ে যায় স্কটিশেরা। প্রতি আক্রমণ থেকে ভাল জায়গায় বল পেয়ে দলকে এগিয়ে দেন ম্যাকগিন। ৪২ বছর পর বিশ্বকাপ খেলতে আসা হাইতি সমতা ফেরানোর মতো বেশ কয়েকটি পরিস্থিতি তৈরি করেছিল। দলের মাঝমাঠ এবং রক্ষণের মতো আক্রমণ ভাগকেও আত্মবিশ্বাসী দেখালে ৩ পয়েন্ট নিয়েই মাঠ ছাড়তে পারত তারা।বিশ্বকাপে ভাল কিছু করতে হলে দু'দলকেই অনেক উন্নতি করতে হবে। আরও কার্যকরী ফুটবল খেলতে হবে। অফ দ্য বল মুভনেন্ট, পাসিংয়ের ক্ষেত্রে উন্নতি দরকার। আক্রমণে আরও বৈচিত্র্য প্রয়োজন। বাড়াতে হবে বোঝাপড়াও।

জলপথ ও স্থলপথে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের যোগাযোগ বৃদ্ধিতে জোর, গোমতী নদীকে ঘিরে নতুন সম্ভাবনার কথা বললেন সর্বানন্দ সোনোয়াল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জুন ।। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের যোগাযোগ ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক আরও শক্তিশালী করতে কেন্দ্র সরকার একাধিক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় বন্দর, জাহাজ পরিবহণ ও জলপথ মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল। রবিবার আগরতলায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, জলপথ ও স্থলপথের উন্নয়নের মাধ্যমে উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সঙ্গে আরও নিবিড়ভাবে যুক্ত করার লক্ষ্যে সরকার কাজ করে চলেছে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির 'অ্যাক্ট ইস্ট' নীতির আওতায় উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রবেশদ্বার হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, আধুনিক অবকাঠামো এবং জলপথের সম্প্রসারণের মাধ্যমে এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক সম্ভাবনাকে আরও বিকশিত করার পরিকল্পনা রয়েছে।

সর্বানন্দ সোনোয়াল বলেন, আগামী দিনে গোমতী নদীকে কেন্দ্র করে জলপথে বাণিজ্যের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হতে পারে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কৃষিপণ্য, হস্তশিল্প এবং অন্যান্য উৎপাদিত সামগ্রী যাতে সহজে দেশ-বিদেশের বাজারে পৌঁছাতে পারে, তার জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো গড়ে তোলার কাজ চলছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, গোমতী নদীকে কার্যকর জলপথ হিসেবে গড়ে তোলা গেলে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জনগণ সরাসরি বিশ্ব বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সুযোগ পাবে।

এ প্রসঙ্গে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থার সঙ্গে সংযুক্ত করার লক্ষ্যে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি জানান, গোমতী নদীর নাব্যতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় কাজ চলছে এবং ভবিষ্যতে এই নদীকে জলপথে পরিবহণ ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উন্নয়ন ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সুযোগ সম্প্রসারণের বিষয়টি তিনি নীতি আয়োগের বৈঠকেও উত্থাপন করেছেন। পাশাপাশি রাজ্যের বিমান যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের বিষয়েও আলোচনা হয়েছে। বিশেষ করে আগরতলা বিমানবন্দরকে কেন্দ্র করে আন্তর্জাতিক বিমান চলাচলের সম্ভাবনা নিয়ে কেন্দ্রের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে বলে তিনি জানান। এর ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য, পর্যটন, বিনিয়োগ এবং কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগ সৃষ্টি হবে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের এই উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে উত্তর-পূর্বাঞ্চল শুধু দেশের নয়, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও যোগাযোগের ক্ষেত্রেও একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন সংশ্লিষ্ট মহল।

তিন দফা দাবিতে সরব জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ, দাবি পূরণ না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি

আগরতলা, ১৪ জুন: তিন দফা দাবিকে সামনে রেখে আন্দোলনের পথে অগ্রসর হওয়ার ঘোষণা দিল জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ। রবিবার আগরতলা প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ তাদের দাবিদাওয়া তুলে ধরার পাশাপাশি সরকারের কাছে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানান।

সাংবাদিক সম্মেলনে সংগঠনের কর্মকর্তারা বলেন, জনজাতি সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষা, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সংরক্ষণসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে কেন্দ্র করে তাদের তিন দফা দাবি উত্থাপন করা হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে এসব দাবির বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলেও এখনও পর্যন্ত প্রত্যাশিত অগ্রগতি দেখা যায়নি বলে তারা অভিযোগ করেন।

সংগঠনের নেতৃবৃন্দ জানান, সম্প্রতি জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চের একটি প্রতিনিধি দল দেশের প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জনজাতিদের কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ভাষা ও ঐতিহ্য রক্ষার বিষয়ে স্মারকলিপি প্রদান করেছে। তারা দাবি করেন, প্রধানমন্ত্রী তাদের বক্তব্য মনোযোগ সহকারে শুনেছেন

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রক্তদান ও রক্ত ব্যবহারের মধ্যে একটা ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে: মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ১৪ জুন: রক্তদান মহৎ দান। তাই জনগণকে যতো বেশি স্বেচ্ছায় রক্তদান সম্পর্কে সচেতন করা যাবে ততো বেশি রক্তদানের মতো কর্মসূচি বৃদ্ধি পাবে। সেই সঙ্গে রক্তদান ও রক্ত ব্যবহারের মধ্যে একটা ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। আজ প্রজ্ঞাভবনে স্বাস্থ্য দপ্তরের উদ্যোগে বিশ্ব রক্তদাতা দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। উল্লেখ্য, বিশ্ব রক্তদাতা দিবসের এবছরের থিম হলো: "এক ফোটা মানবতা, রক্ত দাও জীবন বাঁচাও"।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, রক্তদানে রক্তদাতা নিজেও স্বাস্থ্য সম্পর্কে অবগত হওয়ার সুযোগ পান। রক্তদান সহ যে কোনও দানের ক্ষেত্রে একটা ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। রক্তদান ও রক্ত ব্যবহারের মধ্যে একটা ভারসাম্যও বজায় রাখতে হবে। তিনি বলেন, বর্তমানে রাজ্যে ১৪টি ব্লাড ব্যাঙ্ক রয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতালগুলিতেও রক্তকণিকা সেপারেশন সেন্টার রয়েছে। বর্তমানে রাজ্যে স্বাস্থ্য পরিকাঠামো উন্নয়নের ফলে রেফারেল রোগীর সংখ্যা ক্রমশ কমছে। রাজ্যে বর্তমানে সাফল্যের সহিত কিডনি ট্রান্সপ্ল্যান্ট করা সম্ভব হচ্ছে। আগামীতে লিভার ট্রান্সপ্ল্যান্ট করারও উদ্যোগ নেওয়া হবে। রাজ্য সরকারের লক্ষ্য রাজ্যের চিকিৎসা ব্যবস্থাকে আরও উন্নত ও আধুনিক করা।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমানে চিকিৎসা পরিকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি রাজ্যে চিকিৎসা বিদ্যার পরিসরও বেড়েছে। বর্তমানে রাজ্যে ৫৫০টি এমবিবিএস-এর আসন রয়েছে এবং পিজি কোর্সে প্রায় ২০০টি আসন রয়েছে। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সময়ে স্বেচ্ছায় রক্তদানকারী ৪৮ জন রক্তদাতাকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। এছাড়াও তিন থেকে চার বার রক্তদান করেছেন এমন ৭ জনকে সংবর্ধিত করেন মুখ্যমন্ত্রী। এছাড়াও তিনি স্বাস্থ্য দপ্তরের ত্রৈমাসিক ম্যাগাজিন স্বাস্থ্য সংবাদ-এর আবরণ উন্মোচন করেন।

এদিন অনুষ্ঠানের শুরুতে মুখ্যমন্ত্রী সহ বিশিষ্টজনেরা রক্ত শ্রেণিবিন্যাসের জনক ডা. কার্ল ল্যান্ডস্টেইনারের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা ব্লাড ট্রান্সপ্ল্যান্ট সোসাইটির সচিব ডা. বিশ্বজিৎ দেববর্মা। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তা ডা. দেবাশ্রী দেববর্মা ও রেডক্রস সোসাইটির ত্রিপুরা শাখার সভাপতি বি. কে. রায়।

পেট্রোপণ্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে বিশ্রামগঞ্জে গণঅবস্থান

বিশ্রামগঞ্জ, ১৪ জুন: পেট্রোপণ্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর লাগামহীন মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে রবিবার বিশ্রামগঞ্জে দুই ঘণ্টার গণঅবস্থান কর্মসূচি পালন করল সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতি (এআইডিডব্লিউএ)-র সিপাহীজলা জেলা কমিটি।

বিশ্রামগঞ্জের দুর্গাদাস শিকদার স্মৃতিভবন সংলগ্ন সিপিআই(এম) কার্যালয়ের সামনে আয়োজিত এই গণঅবস্থানে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিপুল সংখ্যক নারী অংশগ্রহণ করেন। কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সিপাহীজলা জেলা সম্পাদিকা রেহানা বেগম, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সদস্যা স্বপ্না দত্ত, জেসমিন সুলতানাসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

গণঅবস্থানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সংগঠনের নেত্রীরা বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির ফলে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার ব্যয় ক্রমশ বেড়ে চলেছে। জ্বালানির দাম বৃদ্ধি

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ছড়া ভাঙন রোধ ও রাস্তা সংস্কারের দাবিতে মেচুরিয়ায় পথ অবরোধ, ক্ষোভে ফুঁসছেন গ্রামবাসীরা

কমলপুর, ১৪ জুন: ছড়ার পাড় ভাঙন রোধ এবং বেহাল রাস্তার দ্রুত সংস্কারের দাবিতে রবিবার পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করলেন মেচুরিয়া গ্রামের বাসিন্দারা। কমলপুর মহকুমার সালেমা ব্লকের অধীন মেচুরিয়া পঞ্চায়েত এলাকার গুরুত্বপূর্ণ সড়কের দুরবস্থাকে কেন্দ্র করে এই প্রতিবাদ কর্মসূচি সংগঠিত হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মেচুরিয়া পঞ্চায়েত এলাকার একটি সেতু সংলগ্ন অংশে দীর্ঘদিন ধরে ছড়ার পাড় ভাঙনের ফলে রাস্তার বড় অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পাশাপাশি আশপাশের কৃষিজমিও ভাঙনের কবলে পড়ে ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। এর ফলে এলাকার মানুষের দৈনন্দিন যাতায়াত মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

গ্রামবাসীদের অভিযোগ, বিষয়টি নিয়ে একাধিকবার সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও প্রশাসনের কাছে আবেদন এবং অভিযোগ জানানো হলেও এখনও পর্যন্ত কোনও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। ফলে বাধ্য হয়ে তারা আন্দোলনের পথে নামতে বাধ্য হয়েছেন।

রবিবার মেচুরিয়া ও গকুলনগর এলাকার শতাধিক গ্রামবাসী একত্রিত হয়ে প্রধান সড়কে অবরোধ গড়ে তোলেন। এর ফলে কিছু সময়ের জন্য যান চলাচল সম্পূর্ণভাবে ব্যাহত হয় এবং এলাকায় উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

প্রতিবাদকারীরা জানান, অবিলম্বে ছড়ার ভাঙন রোধে স্থায়ী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং ক্ষতিগ্রস্ত সড়কটি দ্রুত সংস্কার করতে হবে। অন্যথায় আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে বলে হুঁশিয়ারি দেন তারা।

গ্রামবাসীদের মতে, এই সড়কটি এলাকার শিক্ষার্থী, কৃষক, রোগী ও সাধারণ মানুষের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগের মাধ্যম। রাস্তার বর্তমান বেহাল অবস্থার কারণে প্রতিদিন দুর্ঘটনার আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে এবং বর্ষাকালে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে উঠছে। এদিকে, এই ঘটনার পরও প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তবে স্থানীয়দের দাবি, দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ না করা হলে জনদুর্ভোগ আরও বাড়বে।

আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ও বেকারত্বের বিরুদ্ধে বৃহত্তর আন্দোলনের ডাক ভীম আর্মি ভারত একতা মিশনের

আগরতলা, ১৪ জুন: দেশ ও রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি, নারী নির্যাতন, বেকারত্বসহ বিভিন্ন জনস্বার্থমূলক ইস্যুতে বৃহত্তর গণআন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছে ভীম আর্মি ভারত একতা মিশন। রবিবার আগরতলা প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এই আহ্বান জানান।

সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ভীম আর্মি ভারত একতা মিশনের সভাপতি সুনীল কুমার দাস, সেক্রেটারি রাজু পাল, এডিসি প্রেসিডেন্ট বাবুল চন্দ্র জমাতিয়াসহ অন্যান্য পদাধিকারীরা।

এদিন সংগঠনের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়, দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ক্রমশ অবনতির দিকে যাচ্ছে এবং সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে। বিশেষ করে নারী নির্যাতন, ধর্ষণ, সামাজিক বৈষম্য এবং বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের অভাবের মতো বিষয়গুলি বর্তমানে গুরুতর আকার ধারণ করেছে বলে তারা অভিযোগ করেন।

সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বলেন, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সাধারণ মানুষের মৌলিক অধিকার ও নিরাপত্তা প্রশ্নের মুখে পড়েছে। এই পরিস্থিতির পরিবর্তনে গণতান্ত্রিক উপায়ে আন্দোলন-সংগ্রামকে আরও শক্তিশালী করার প্রয়োজন রয়েছে। সেই লক্ষ্যেই ভীম আর্মি ভারত একতা মিশনকে তৃণমূল স্তরে আরও সুসংগঠিত করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে তারা দেশ ও রাজ্যের বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সাংগঠনিক শক্তিবৃদ্ধিতে জোর ২০২৮-কে সামনে রেখে ধর্মনগরে জেলা কংগ্রেসের বর্ধিত সভা

ধর্মনগর, ১৪ জুন: ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের সাংগঠনিক জেলা সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রথম বর্ধিত সভায় অংশ নিলেন ধর্মনগর জেলা কংগ্রেসের নবনির্বাচিত সভাপতি নিরুপম দে। রবিবার ধর্মনগরে আয়োজিত এই সভায় দলীয় নেতৃত্ব ও কর্মীদের ব্যাপক উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে নিরুপম দে কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতৃত্ব ও রাজ্য নেতৃত্বের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। পাশাপাশি ধর্মনগর জেলার দলীয় কর্মী-সমর্থকদের সমর্থনের জন্যও ধন্যবাদ জানান তিনি।

সভা শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে নিরুপম দে বলেন, তৃণমূল স্তরে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করতে রাজ্যের নয়টি সাংগঠনিক জেলায় নতুন সভাপতি নিয়োগ করা হয়েছে। তিনি জানান, কংগ্রেসের সাংগঠনিক ভিত্তি মজবুত করা এবং দলের হারানো শক্তি পুনরুদ্ধার করাই

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জোলাইবাড়ীতে দুই চোরকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দিলেন স্থানীয়রা, উদ্ধার চোরাই সামগ্রী

জোলাইবাড়ী, ১৪ জুন: শান্তিরবাজার মহকুমাজুড়ে ধারাবাহিক চুরির ঘটনায় আতঙ্কের মধ্যে বড় সাফল্য পেল বাইখোড়া থানার পুলিশ। শনিবার গভীর রাতে জোলাইবাড়ী এলাকার মধ্যপিলাক থেকে দুই অভিযুক্ত চোরকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাদের কাছ থেকে চোরাই সামগ্রী বোঝাই একটি অটোরিকশাও উদ্ধার করা হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত কয়েক মাস ধরে শান্তিরবাজার মহকুমার বিভিন্ন এলাকায় সংঘবদ্ধ চোরচক্র সক্রিয় হয়ে উঠেছে। একাধিক দলে বিভক্ত হয়ে তারা রাতের অন্ধকারে বিভিন্ন এলাকায় চুরির ঘটনা সংঘটিত করে চলেছে বলে অভিযোগ।

শনিবার গভীর রাতে জোলাইবাড়ীর মধ্যপিলাক এলাকার বাসিন্দা পুলক ভৌমিকের বাড়িতে চুরির উদ্দেশ্যে প্রবেশ করে একদল দুষ্কৃতী। বাড়ির মালিক বিষয়টি টের পেয়ে স্থানীয় এক যুবককে সঙ্গে নিয়ে চোরদের ধাওয়া করেন। পরে রাত আনুমানিক আড়াইটার সময় জোলাইবাড়ী নাকা পয়েন্ট এলাকা থেকে টি আর-০৮-বি-৩৩১৩ নম্বরের একটি অটোরিকশাসহ দুই সন্দেহভাজনকে আটক করা হয়।

অটোরিকশাটি তল্লাশি চালিয়ে গ্যাস সিলিন্ডার, রাবারসহ বিভিন্ন চোরাই সামগ্রী উদ্ধার করা হয়। এরপর স্থানীয়রা অভিযুক্তদের বাইখোড়া থানার পুলিশের হাতে তুলে দেন।

রবিবার সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বাইখোড়া থানার ওসি বিষ্ণু দাস জানান, প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে যে একটি সংঘবদ্ধ চোরচক্র দীর্ঘদিন ধরে মহকুমার বিভিন্ন এলাকায় চুরির ঘটনা ঘটিয়ে আসছে। তিনি বলেন, গত ১৬ মে বাইখোড়া থানা এলাকা থেকে চুরি হওয়া একটি মোটরসাইকেলও এই চক্রের সদস্যরা বাংলাদেশে প্রায় ৬০ হাজার টাকার বিনিময়ে বিক্রি করে দিয়েছিল বলে তদন্তে উঠে এসেছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আটক দুই অভিযুক্ত হলেন তুলামুড়া এলাকার বাসিন্দা বাপন পাল এবং বাইখোড়ার মথুলা সর্দারপাড়া এলাকার বাসিন্দা নয়ন দে। জিজ্ঞাসাবাদে তারা চুরির ঘটনায় আরও কয়েকজনের জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছে বলে দাবি পুলিশের। তাদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে বাইখোড়া এলাকার সজল

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শান্তিনিকেতন মেডিক্যাল কলেজে যুবতীর রহস্যমৃত্যুর প্রতিবাদে এআইডিএসও-র বিক্ষোভ, বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি

আগরতলা, ১৪ জুন: ত্রিপুরা শান্তিনিকেতন মেডিক্যাল কলেজে কর্মরত যুবতী মনীষা দাসের রহস্যজনক মৃত্যুর ঘটনায় বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবিতে রবিবার রাজধানীর বটতলা এলাকায় বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করল অল ইন্ডিয়া ডেমোক্র্যাটিক স্টুডেন্টস অর্গানাইজেশন (এআইডিএসও)। সংগঠনের কর্মী-সমর্থকরা এদিন বিক্ষোভ প্রদর্শনের মাধ্যমে ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত এবং দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।

বিক্ষোভ কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এআইডিএসও-র রাজ্য সভানেত্রী শিবানী ভৌমিক বলেন, মনীষা দাসের মৃত্যুর ঘটনাকে ঘিরে জনমনে নানা প্রশ্ন ও সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে। তাই ঘটনার প্রকৃত সত্য উদঘাটনে বিচার বিভাগীয় তদন্তের ব্যবস্থা করতে হবে এবং তদন্তে দোষী প্রমাণিত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

তিনি আরও বলেন, রাজ্যে নারী নির্যাতন, ধর্ষণ, গণধর্ষণ, প্রতারণা, হত্যা এবং কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানির মতো অপরাধ উদ্বেগজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। অথচ বহু ক্ষেত্রে অপরাধীরা শাস্তির আওতার বাইরে থেকে যাচ্ছে, যা সাধারণ মানুষের মধ্যে নিরাপত্তাহীনতার পরিবেশ তৈরি করছে।

শিবানী ভৌমিক অভিযোগ করেন, বর্তমানে অভিভাবকদের মধ্যে কন্যাসন্তানদের নিরাপত্তা নিয়ে গভীর উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। স্কুল, কলেজ কিংবা কর্মক্ষেত্রে যাওয়ার পর তারা নিরাপদে বাড়ি ফিরতে পারবে কি না, সেই আশঙ্কা ক্রমশ বাড়ছে। সামাজিক অবক্ষয়ের বিভিন্ন কারণের দিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি বলেন, মাদকদ্রব্যের অবাধ বিস্তার এবং সামাজিক

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

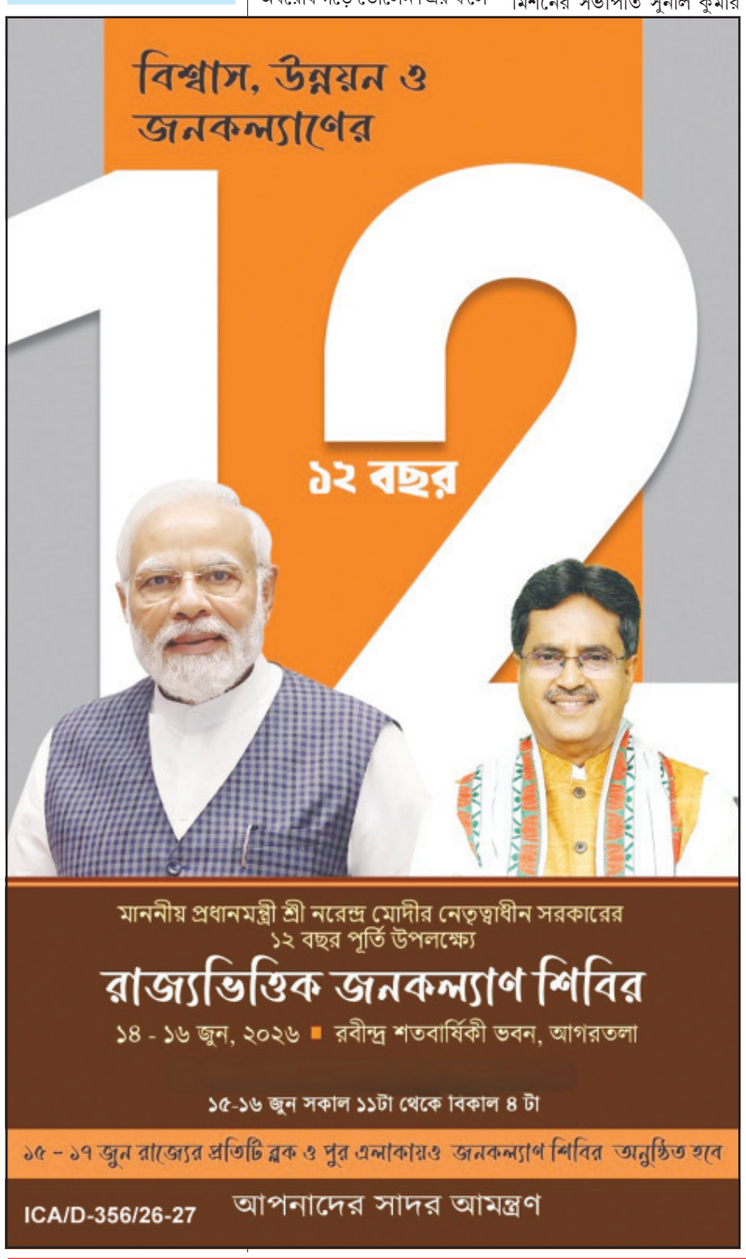

নেহেরু যুগের সঙ্গে তুলনা টেনে অর্থনীতি, কৃষি, শিক্ষা, নারী সুরক্ষা ও প্রশাসনিক স্বচ্ছতা নিয়ে কেন্দ্রকে আক্রমণ কংগ্রেসের

আগরতলা, ১৪ জুন: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের ১২ বছরের শাসনকালকে তীব্র ভাষায় সমালোচনা করে রবিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে বিজেপির বিরুদ্ধে সরব হয়ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস। দলের মুখপাত্র প্রবীর চক্রবর্তী বলেন, স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর শাসনকাল এবং বর্তমান মোদী সরকারের কার্যকলাপের তুলনা টেনে একাধিক বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, ২০১৪ সালের নির্বাচনের আগে কালো টাকা ফিরিয়ে আনা, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক সংস্কারের যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, তার অধিকাংশই বাস্তবায়িত হয়নি। জিএসটি, নোটবন্দি, মূল্যবৃদ্ধি এবং করের বোঝার কারণে সাধারণ মানুষ আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন বলেও অভিযোগ করা হয়।

ডিজিটাল জালিয়াতির প্রসঙ্গ তুলে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে যে, দেশে ক্রমবর্ধমান সাইবার প্রতারণা রোধে কেন্দ্রীয় সরকার কার্যকর পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হয়েছে। একইসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিদেশ সফরে সরকারি ব্যয় নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়েছে।

নারী সুরক্ষার ক্ষেত্রে 'বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও' প্রকল্পের কার্যকারিতা নিয়েও প্রশ্ন তুলে বিবৃতিতে বলা হয়েছে, পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর উদ্যোগে ১৯৫৫-৫৬ সালে প্রণীত হিন্দু কোড বিল নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিল। বর্তমান সময়ে নারী নির্যাতনের পরিসংখ্যান উদ্বেগজনক বলেও দাবি করা হয়েছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে প্রশ্নপত্র ফাঁস এবং বিভিন্ন নিয়োগ পরীক্ষায় অনিয়মের অভিযোগ তুলে কংগ্রেসের বক্তব্য, গত কয়েক বছরে কোটি কোটি ছাত্রছাত্রী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। অন্যদিকে, নেহেরুর আমলে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের বিকাশকে দেশের আধুনিকীকরণের অন্যতম ভিত্তি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। কৃষি আইনবিরোধী আন্দোলনের প্রসঙ্গ টেনে কংগ্রেস মুখপাত্র বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির বিরুদ্ধে দীর্ঘ সময় ধরে কৃষকদের আন্দোলন করতে হয়েছিল এবং আন্দোলনের সময় বহু কৃষকের প্রাণহানি ঘটে। এছাড়া, কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা, নির্বাচন কমিশন এবং বিভিন্ন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের নিরপেক্ষতা নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়েছে। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর বিরুদ্ধে তদন্তকারী সংস্থাগুলিকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ করা হয়।

সাংবাদিক সম্মেলনে শিল্পপতি গোষ্ঠী, বিশেষত আদানি গোষ্ঠীর সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের সম্পর্ক নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়েছে। কয়লা ব্লক, বিমানবন্দর, বন্দর পরিচালনা এবং আন্তর্জাতিক বিদ্যুৎ প্রকল্প সংক্রান্ত একাধিক সিদ্ধান্তের সমালোচনা করা হয়েছে।

চীন সীমান্ত পরিস্থিতি, কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক এবং বিভিন্ন জাতীয় ইস্যুতেও কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকা নিয়ে কংগ্রেস সমালোচনা করেছে। একইসঙ্গে ত্রিপুরার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, নারী নিরাপত্তা এবং সাম্প্রতিক কিছু ঘটনার তদন্ত নিয়েও রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলা হয়েছে।

সম্প্রতি আগরতলার একটি বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজের হোস্টেলে এক যুবতীর মৃত্যুর ঘটনায় নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানিয়ে কংগ্রেস অভিযোগ করেছে যে, ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের আগেই প্রশাসনের পক্ষ থেকে আত্মহত্যার তত্ত্ব সামনে আনা হয়েছে।

সম্মেলনের শেষে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করলেও তাঁর সরকারের নীতি ও কার্যকলাপের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক লড়াই অব্যাহত থাকবে বলে জানায় ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস।

উল্লেখ্য, কংগ্রেসের উত্থাপিত অভিযোগগুলির বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার ও বিজেপির পক্ষ থেকে বারবার দাবি করা হয়েছে যে, গত এক দশকে দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়ন, ডিজিটাল পরিষেবা সম্প্রসারণ, কল্যাণমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের মর্যাদা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas